দি
ইন্‌ভিজিব্‌ল্‌ ম্যান

এইচ্‌ জি ওয়েল্‌স্‌

অনুবাদ করেছেন
শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
২৪বি লেক রোড, কলিকাতা-২৯

প্রকাশ করেছেন
শ্রীনমিতা চক্রবর্ত্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
২৪বি লেক রোড, কলিকাতা-২৯

এক টাকা আট আনা
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৩৫৩

ছেপেছেন
শ্রীবিভূতিভূষণ সেন
উদয়ন প্রেস
৬ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

এইচ্ জি ওয়েল্সের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'দি ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যান'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশিত হলো।

যে সব সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পটভূমিকায় উপন্যাস লেখার কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন, এইচ্ জি ওয়েল্স্ তাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'দি ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যান' এইচ্ জি ওয়েল্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। ছায়াচিত্রে রূপায়িত হওয়ার ফলে পুস্তকটির জনপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়েছে।

'দি ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যান'-এর এই অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে গর্ব্ব অনুভব করছি।

প্রকাশক

বাবাকে—

এইচ্ জি ওয়েল্‌স্

জন্ম—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ মৃত্যু—১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ

এক

শীতের তীক্ষ্ণ বাতাস আর বছরের শেষ তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে অপরিচিত লোকটি যেদিন এলো, তখন সবে ফেব্রুয়ারীর শুরু হয়েছে। পুরু দস্তানা-পরা হাতে একটা ছোট কালো রঙের ব্যাগ নিয়ে ব্র্যাম্বলহার্স্ট রেল-স্টেশনের দিক থেকে সে আসছিলো। তার মুখের প্রায় সমস্তটাই তার ফেল্ট-হ্যাটের অন্তরালে অদৃশ্য ছিলো; দেখা যাচ্ছিলো শুধু নাকের চকচকে ডগাটুকু। স্তূপীকৃত তুষার তার কাঁধে আর বুকে জমেছিলো, হাতের ব্যাগের ওপরেও পড়েছিলো তুষারের সাদা আস্তরণ। টলতে টলতে, প্রায় আধমরা অবস্থায় কোন রকমে সে 'কোচ এ্যাণ্ড হর্সেস' সরাইতে এসে উপস্থিত হলো।

"একটু আগুন, দোহাই তোমাদের, আর একটা ঘর!" শরীর থেকে তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে আগন্তুক বলে উঠলো। মিসেস হল্ তাকে নিয়ে উপস্থিত হলো অতিথিদের বসবার ঘরে। কোনরকম দর-কষাকষি না করেই লোকটি মিসেস হলের ভাড়ায় রাজী হলো, এবং দু' পাউণ্ড আগাম দিয়ে একটা ঘর দখল করে বসলো।

ঘরের আগুনটা জ্বেলে দিয়ে মিসেস হল্ অতিথিসেবায় তৎপর হলো। আজ সে নিজের হাতেই অতিথির খাবারের ব্যবস্থা করবে। আইপিঙের মত জায়গায় শীতকালে অতিথি লাভ করা রীতিমত সৌভাগ্যের কথা,—বিশেষ করে এমন অতিথি, যে দরাদরি করে না, এমন কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আগাম পর্য্যন্ত দেয়। মিসেস হল্ ঠিক করলো, নিজেকে এই সৌভাগ্যের উপযুক্ত করে তুলবে।

রান্না চাপিয়ে দিয়ে মিসেস হল্ অপটু দাসী মিলিকে চট্‌পট্ কাজ সারবার জন্য তাড়া দিলো। তারপর খাবারের ব্যবস্থা করে আগন্তুকের টেবল ভালো করে সাজিয়ে দিলো। ঘরের আগুন ততক্ষণে বেশ জ্বলে উঠেছে, অথচ তখনো তাকে হ্যাট-কোট পরা অবস্থায় দেখে আশ্চর্য্য হলো মিসেস হল্। তার দিকে পেছন করে আগন্তুক বাইরের তুষারপাতের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলো। মিসেস হল্ লক্ষ্য করলো, অতিথির শরীর থেকে তখনো তুষারের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। মেঝের কার্পেট ভিজে যাচ্ছে দেখে সে বললো, "আপনার হ্যাট, কোট, রান্নাঘর থেকে ভালো করে শুকিয়ে আনবো স্যার?"

"না, এগুলো আমি পরেই থাকবো।" তার দিকে না ফিরে আগন্তুক বললো। তার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা প্রকাশ পেলো। মিসেস হল্ লক্ষ্য করলো, আগন্তুকের নীল চশমা চোখের দু'পাশ পর্য্যন্ত ঢেকে রেখেছে। প্রায় সমস্ত মুখটাই দাড়ি-গোঁফের ঘন ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য।

"আজ্ঞে আচ্ছা, আপনি যা বলেন", মিসেস হল্ বললো, "কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটা গরম হয়ে উঠবে।"

তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আগন্তুক মুখ ফিরিয়ে নিলো। মিসেস হল্ বুঝলো, কথাবার্ত্তা চালাবার উপযুক্ত সময় এ নয়। ক্ষিপ্রহাতে টেবল সাজিয়ে চলে গেলো সে। ফিরে এসে দেখে, লোকটি তখনো সেইভাবে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিঠটা কুঁজো করে রয়েছে, কলার তুলে দিয়েছে; হ্যাটটা সামনের দিকে টানা থাকায় তার মুখ

আর কান সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে। খাবারের প্লেট সশব্দে টেবলে রেখে মিসেস হল্‌ সুর তুলে বললো, "আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে স্যার।"

আগন্তুক উত্তর করলো, "ধন্যবাদ", কিন্তু মিসেস হল্‌ বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ না করা পর্য্যন্ত সেইভাবেই রইলো সে। মিসেস হল্‌ বেরিয়ে যেতেই সে ব্যাগ্রভাবে টেবলের দিকে এগিয়ে গেলো।

রাইয়ের পাত্রটা ভর্ত্তি করে মিসেস হল্‌ আবার ফিরে এলো। দরজায় টোকা দিয়েই ভেতরে ঢুকলো সে। সঙ্গে সঙ্গে অতিথি টেবলের নীচে বসে পড়ায় মিসেস হল্‌ শুধু দেখলো, সাদা মত কি একটা বস্তু যেন টেবলের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! মনে হলো, কি যেন একটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নেবার জন্য সে হেঁট হয়েছে। রাইয়ের পাত্রটা টেবলের ওপরে রাখলো মিসেস হল্‌। লক্ষ্য করলো, ওভার-কোট আর হ্যাটটা আগন্তুক চেয়ারের ওপরে খুলে রেখেছে। মিসেস হল্‌ বললো, "ওগুলো শুকোতে নিয়ে যাচ্ছি স্যার।" বলে সে ওভারকোটের দিকে অগ্রসর হলো। যেভাবে সে কথাগুলো বললো তাতে আর আপত্তি করা চলে না।

"হ্যাটটা থাক", আগন্তুক বললো। মিসেস হল্‌ দেখলো, আগন্তুক টেবলের তলা থেকে উঠে বসেছে।

অবাক বিস্ময়ে মিসেস হল্‌ তার দিকে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত্ত। একটা সাদা রুমাল আগন্তুক এমন ভাবে সামনে ধরে রেখেছে যে তার মুখ, চোয়াল, সব ঢাকা পড়েছে। কিন্তু এতে মিসেস হল্‌ আশ্চর্য্য হয় নি। মিসেস হল্‌ অবাক হয়ে

দেখলো,—নাল, পুরু কাঁচের চশমা আর নাকের গোলাপী রঙের ডগাটুকু ভিন্ন আগন্তুকের সমস্ত মুখটা সাদা ব্যাণ্ডেজে ঢাকা। হ্যাট-পরা আগন্তুককে দেখে, তার মাথার আকৃতি কেমন হতে পারে এ সম্বন্ধে মিসেস্ হলের একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছিলো ; সেই ধারণার সঙ্গে এই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথার অসীম পার্থক্য লক্ষ্য করে মিসেস হল্ মুহূর্ত্তকাল সেদিকে নির্ব্বাক তাকিয়ে রইলো।

তখনো আগন্তুক রুমালটা সরিয়ে নেয়নি : দস্তানা-পরা হাতে সেটা ধরে রেখে নীল চশমার ভেতর দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। "হ্যাটটা থাক", রুমালের আড়াল থেকে শোনা গেলো।

এতক্ষণে মিসেস হলের সাহস কতকটা ফিরে এসেছে। হ্যাটটা নামিয়ে রেখে সে বললো, "আমি জানতাম না, স্যার, যে—" এই পর্য্যন্ত বলে থেমে গেলো সে।

"ধন্যবাদ।" সংক্ষেপে কথাটা সারলো আগন্তুক। তার দৃষ্টি মিসেস হলের ওপর থেকে দরজায় এবং দরজা থেকে আবার মিসেস হলের ওপরে ফিরে এলো।

"এক্ষুণি এগুলোকে ভালো করে শুকিয়ে আনছি, স্যার।" বলে মিসেস হল্ পোষাকগুলো নিয়ে চলে গেলো। যেতে যেতে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো আগন্তুকের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা আর নীল চশমার দিকে। রুমালটা তখনো সেইভাবে তার মুখের সামনে ধরা রয়েছে। বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করবার সময় মিসেস হলের শরীরটা একবার কেঁপে উঠলো। "এ আবার কি বাবা!" নিজের মনে বলে উঠলো সে। ধীরে

ধীরে রান্নাঘরে ফিরে এলো ; মিলিকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করলো না, সে এতক্ষণ কী করছিলো ।

একভাবে বসে থেকে তার চলে-যাওয়া পায়ের শব্দ লক্ষ্য করলো আগন্তুক। তারপর সে একবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, তারপর রুমালটা নামিয়ে নিয়ে খাওয়া শুরু করলো। খেতে খেতে একবার জানলার দিকে তাকালো। কয়েক গ্রাস খাওয়ার পর উঠে গিয়ে নামিয়ে দিলো জানলার শার্শিটা। ফলে ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসায় খুসিমনে আবার খেতে বসলো।

"আহা, বেচারার কোন বড়গোছের দুর্ঘটনা হয়েছে বোধহয়," মিসেস হল্‌ নিজের মনে বললো, "কিংবা হয়তো ওর ওপরে কোনো বড় রকমের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। বাব্বা ! ব্যাণ্ডেজগুলো দেখে কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম ! তেমনি অদ্ভুত ঐ চশমাটা ! সবটা মিলিয়ে মানুষ বলেই মনে হয় না যেন ! আর রুমালটা ঐ ভাবে ধরে রাখা, রুমালের ভেতর দিয়ে কথা বলা,—এ সবই বা কোন্‌দেশী বাপু !"

আঘাত যে অতিথির মুখেও লেগেছে, তার টেবল পরিষ্কার করতে গিয়ে এ ধারণা মিসেস হলের আরো বদ্ধমূল হলো। আগন্তুক পাইপ টানছিলো এবং যতক্ষণ সে ঘরে ছিলো এক বারের জন্যও রুমালটা মুখের ওপর থেকে সরায় নি। জানলার দিকে পেছন করে ঘরের কোণে সেই ভাবেই সে বসে রইলো। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়েছে, আগুনের তাপে শরীরটাও বেশ গরম হয়ে ওঠায় এখন সে কতকটা সুস্থ বোধ করছে। আগুনের শিখা তার চশমায় প্রতিফলিত হয়ে রক্তিম আভা বিকিরণ করছে।

"ব্র্যাম্বলহার্স্ট্‌ স্টেশনে কয়েকটা বাক্স রয়ে গেছে ; কী

ভাবে সেগুলো আনা যেতে পারে বলো তো?" আগন্তুক প্রশ্ন করলো।

মিসেস হল্ বললো, "পাহাড়ের দিকের পথটা অত্যন্ত খাড়াই। ও-পথে একটা গাড়ী উল্‌টে গিয়ে এক ভদ্রলোক মারা যান। সে আজ এক বছরেরও বেশী হলো। দুর্ঘটনার কথা কিছু বলা যায় না স্যার, কী বলেন? যেকোন মুহূর্তে ঘটতে পারে।"

"তা বটে।"

"কিন্তু সেই দুর্ঘটনা থেকে সেরে উঠতে কত সময় লাগে ভেবে দেখুন তো? এই ধরুন টম, আমার বোনপো। ধানের ক্ষেতে কাজ করতে করতে কাস্তের ওপরে আচমকা পড়ে গিয়ে হাত কেটে ফেলেছিলো। পুরো তিনমাস শুয়ে থাকতে হয়েছিলো তাকে। বলবো কি স্যার, সেই থেকে কাস্তে দেখলেই আমার এমন ভয় করে!"

"হ্যাঁ তা তো স্বাভাবিকই।"

"আমরা তো ভয় পেয়ে গেছলাম, স্যার,—হয়তো বা অস্ত্রই করতে হবে! এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিলো!"

হঠাৎ হেসে উঠলো আগন্তুক। খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে হাসতে হাসিটা মুখের মধ্যে চেপে নিয়ে বললো, "তাই নাকি?"

"আপনি হাসছেন বটে, কিন্তু ওর জন্য যাদের ভুগতে হয়েছিলো তাদের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই হাসির হয় নি। ওর মা বাচ্চাদের নিয়ে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকায় সমস্ত ধকলটা এসে পড়েছিলো আমার ওপরেই। ব্যাণ্ডেজ বাঁধো রে, আবার খোলো রে,—তাই বলছিলাম—"

"দেশলাই দিতে পারো?" ওকে বাধা দিয়ে হঠাৎ আগন্তুক বলে উঠলো, "আমার পাইপটা নিবে গেছে।"

মিসেস হলের আর কথাটা শেষ করা হলো না। এতক্ষণ বলতে দেবার পর হঠাৎ এ ভাবে থামিয়ে দেওয়াটা সত্যি বড় অন্যায়। কিন্তু আগাম-দেওয়া পাউণ্ড দুটোর কথা চিন্তা করে মিসেস হল্ মনের ভাব দমন করে দেশলাই আনতে গেলো।

বেলা চারটে পর্য্যন্ত আগন্তুক ঘরেই রইলো। এর মধ্যে সে কোন ছুতোতেই মিসেস হল্‌কে ঘরে ঢুকতে দেয়নি।

দুই

চারটে নাগাদ অন্ধকার অনেকটা ঘনিয়ে এলো। সাহসে ভর করে মিসেস হল্ অতিথিকে জিজ্ঞাসা করতে যাবে চা চাই কি না, এমন সময় টেড্ হেনফ্রি এসে উপস্থিত হলো। হেনফ্রি ঘড়ি মেরামতের কাজ করে।

হেন্‌ফ্রির হাতের ব্যাগটা লক্ষ্য করে মিসেস হল্ বললো, "এই যে হেন্‌ফ্রি, ভালোই হলো তুমি এসে পড়েছো। একটা পুরোনো ঘড়ি দেখে দেবে একটু? ঘড়িটা চলছে ঠিক, বাজছেও ভালো; কিন্তু ঘণ্টার কাঁটাটা কিছুতেই ছয়ের ঘর থেকে নড়ছে না।"

মিসেস হলের পিছু পিছু হেন্‌ফ্রি আগন্তুকের ঘরের সামনে উপস্থিত হলো। দরজায় টোকা মেরে ঢুকে পড়লো মিসেস্ হল্।

আগুনের কাছে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে আগন্তুক। তার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা যেভাবে একদিকে হেলে পড়েছে তাতে

মনে হয়, সে ঘুমোচ্ছে। আগুনের রক্তিম আভা ভিন্ন ঘরে কোনো আলো নেই। সমস্ত কিছুই অস্পষ্ট, ছায়ায় ঢাকা। চকিতে যেন মিসেস হলের মনে হলো, আগন্তুকের প্রকাণ্ড মুখ-খানা হাঁ হয়ে রয়েছে। কিন্তু মানুষের হাঁ যে এত বড় হতে পারে, এ তো বিশ্বাস করা যায় না! তার মুখের সমস্ত নিম্ন-ভাগটাই যেন সেই বিরাট হাঁয়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাথার সাদা ব্যাণ্ডেজ, চোখের বড় নীল চশমা, আর এই বিরাট হাঁ দেখে পলকের জন্য শিউরে উঠলো মিসেস হল্। এতক্ষণে একটু নড়ে বসলো আগন্তুক। মিসেস হল্ দরজাটা খুলে দিতে বাইরে থেকে খানিকটা আলো এসে ঘরের অন্ধকারকে অনেকটা তরল করে দিলো। এতক্ষণে যেন আগন্তুককে কতকটা স্পষ্ট দেখা গেলো। রুমালটা ঠিক আগের মতই মুখের ওপরে ধরা রয়েছে। তবে কি অন্ধকারে ভুল দেখছিলো মিসেস হল্?

"যদি কিছু মনে না করেন, স্যার, এই লোকটা ঘড়িটা দেখে দেবে একটু।" নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে মিসেস হল্ বললো।

"ঘড়িটা?" ঢুলু-ঢুলু চোখে ফিরে তাকিয়ে আগন্তুক বললো, "বেশ তো!"

মিসেস হল্ বাতি আনতে চলে গেলো।

বাতি নিয়ে এসে মিসেস হল্ দেখলো, ইতিমধ্যে আগন্তুক আলস্য কাটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে টেডি হেন্‌ফ্রি আগন্তুকের সামনা-সামনি হলো। হঠাৎ তাকে দেখে ঘাবড়ে গেলো হেন্‌ফ্রি।

"আশা করি আপনি কিছু মনে করছেন না, স্যার," হেন্‌ফ্রি আগন্তুককে বললো।

"না। কিন্তু কথা ছিলো নাকি," বলে মিসেস হলের দিকে ফিরে আগন্তুক বললো, "যে এ ঘরটা আমি সম্পূর্ণ নিজের জন্য ব্যবহার করবো ?"

"আজ্ঞে স্যার, আমি ভেবেছিলাম ঘড়িটা সারিয়ে দিলে আপনার—"

"তা বটে, কিন্তু তাহলেও আমি একা থাকতেই ভালোবাসি।"

দু'হাত পেছনে যুক্ত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগন্তুক আবার বললো, "আর একটা কথা। ঘড়ি সারার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাকে চা দিয়ে যাবে। ঘড়িটা সারা হয়ে যাবার পর; তার আগে নয়।"

মিসেস হল্‌ চলে যাচ্ছিলো,—এমন সময় আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলো, স্টেশন থেকে তার বাক্সগুলো আনবার কী ব্যবস্থা হয়েছে। মিসেস হল্‌ জানালো, সেগুলো কাল এসে পৌছবে।

"তার আগে কি কোনমতেই আসতে পারে না ?"

"আজ্ঞে না।"

"একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখা ভালো,—আমি বৈজ্ঞানিক।"

"ও!" মিসেস হলের কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেলো।

"এবং ঐ বাক্সগুলো আমার কাজের জন্য দরকার।"

"আজ্ঞে বুঝেছি।"

"আমার আইপিঙে আসার উদ্দেশ্যই হলো," আগন্তুক ধীরে ধীরে বললো, "নিরিবিলিতে কাজ করা। কাজের সময়

কোনরকম বাধা আমি সহ্য করতে পারি না। আর তা'ছাড়াও একটা দুর্ঘটনা—"

"ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম!" মিসেস হল্ মনে মনে বললো।

"—ঘটেছে যেজন্যও আমার নিরিবিলিতে থাকা দরকার। আমার চোখদুটো মাঝেমাঝে অত্যন্ত ব্যথা করে, বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে অন্ধকারে কাটাতে হয়। অবশ্য এমন অবস্থা যে আমার যখন-তখন আসে তা' নয়,—আসে মাঝে-মাঝে, কখনো-সখনো। আপাততঃ ভালো আছি একটু। কিন্তু সেই অবস্থায় অত্যন্ত সামান্য ব্যাপারে পর্য্যন্ত,—যেমন ধরো, কোনো অপরিচিত লোক যদি ঘরে প্রবেশ করে তাহলেও, আমার অত্যন্ত অস্বস্তি হয়, কষ্ট হয়।···ব্যাপারটা তোমার জেনে রাখা ভালো বলেই বলছি।"

"আজ্ঞে আচ্ছা। আর, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি—"

"থাক্।" আগন্তুক ধীরকণ্ঠে বললো।

মিসেস হল্ চলে যেতে আগন্তুক আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে ঘড়ি মেরামত করা দেখছিলো। বাতিটা কাছে নিয়ে কাজ করছিলো হেন্‌ফ্রি। বাতির সবুজ ঢাকনায় প্রতিফলিত হয়ে আলোটা ঘড়ি আর তার আশেপাশের সামান্য জায়গা ঘিরে উজ্জ্বল হয়ে পড়েছিলো; বাকী ঘরটা প্রায় অন্ধকারই রয়ে গেছলো। যতক্ষণ সময় লাগা উচিত তার থেকে অনেক বেশীক্ষণ ধরে হেন্‌ফ্রি ঘড়িটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো,—তার

ইচ্ছে, আগন্তুকের সঙ্গে কথা কয়। কিন্তু যেরকম গম্ভীর, নিস্তব্ধ ভাবে সে দাঁড়িয়েছিলো, তাতে হেন্‌ফ্রির সাহস হলো না। কেমন একা-একা বোধ হতে লাগলো তার। আগন্তুকের দিকে একবার তাকালো সে। আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে তার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা। চশমার বড় কাঁচদুটোর স্থির, একাগ্র দৃষ্টি তার চোখে নিবদ্ধ। ব্যাপারটা হেন্‌ফ্রির এমন অদ্ভুত বোধ হলো যে প্রায় মিনিটখানেক সে তার চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলো না। তারপর সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। এ অবস্থায় একটা কথা তো বলা দরকার! কী বলবে সে? বলবে কি, যে শীতটা এ বছরে খুব তাড়াতাড়ি পড়েছে?

"শীতটা—"

"কাজ শেষ করে চলে যাচ্ছো না কেন বলো তো?" স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধস্বরে আগন্তুক বললো, "শুধু তো ঘণ্টার কাঁটাটা বসিয়ে দেবে, কেন বাজে সময় নষ্ট করছো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার,—এই, আর এক মিনিট। ভুলে গেছলাম—" বলে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সে বেরিয়ে গেলো।

আগন্তুকের ব্যবহারে হেন্‌ফ্রি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে। গজগজ করতে করতে সে গ্রামের পথে চলতে লাগলো।

একটা মোড় ফিরতে হঠাৎ তার দেখা হলো হলের সঙ্গে। হোটেলের মালিক মিসেস হলের সঙ্গে তার সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে।

"ভালো তো টেডি?" পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে হল্‌ বললো।

"এক অদ্ভুত অতিথি তোমার সরাইতে এসে উঠেছে।" বলে টেডি আগন্তুকের বর্ণনা করলো। "ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন নয় কি? আমার তো মনে হয় লোকটা ছদ্মবেশ নিয়েছে!

আমার বাড়াতে কেউ উঠতে চাইলে আমি তো বাপু সবার আগে তার মুখ দেখতে চাইতাম ! কিন্তু মেয়েরা এমন সহজেই অচেনা লোককে বিশ্বাস করে বসে ! লোকটা তোমার সরাইতে ঘর নিয়েছে, অথচ সে তার নাম পর্য্যন্ত জানায় নি ! দেখে নিয়ো, এক সপ্তাহের মধ্যে ও কিছুতেই নড়বার নাম করছে না। কাল আবার ওর এক-গাদা বাক্স-পেঁটরা এসে হাজির হচ্ছে ।"

হেনফ্রি চলে গেলো। কথাটা বলতে পেরে অনেকটা হালকা বোধ করলো সে।

রাত্রে শুতে যাবার সময় হল্ স্ত্রীকে বললো, "কাল বাক্সগুলো এলে সেগুলো ভালো করে লক্ষ্য কোরো।"

"নিজের চরকার তেল দাও দেখি, সে আমার ব্যাপার আমি বুঝবো।" মিসেস হল্ ধমকে উঠলো।

রাত্রে মিসেস হল্ স্বপ্ন দেখলো, বিরাট লম্বা গলার ওপরে কয়েকটা সাদা মাথা, কালো কালো চোখ মেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেলো তার। কিন্তু মিসেস হল্ শক্ত মেয়েমানুষ; মনে জোর এনে পাশ ফিরে শুয়ে আবার সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তিন

এই অদ্ভুত মানুষটি যেদিন আইপিঙে আসে সে দিনটা ছিলো ফেব্রুয়ারী মাসের নয় তারিখ। তার মালপত্র পরের দিন এসে পৌঁছলো। গোটা দুই সাধারণ মানুষের ব্যবহারযোগ্য বাক্স বাদ দিলে তার মালপত্রগুলোও অতি অদ্ভুত। এক বাক্স ভর্ত্তি কেবল মোটা মোটা খাতা, আর প্রায় ডজনখানেক বাক্স।

বাক্সগুলো যে ভাবে খড় দিয়ে ঠাসা তাতে মনে হয়, সেগুলো শিশিবোতলে ভর্ত্তি। হ্যাট-কোট চাপিয়ে, গায়ে চাদর জড়িয়ে, হাতে দস্তানা পরে আগন্তুক এগিয়ে এলো,—সে আর বিলম্ব সহ্য করতে পারছে না। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্রগুলো নামাবার ব্যবস্থা না করে হল্‌ গাড়োয়ালা ফারেনসাইডের সঙ্গে কি কথা বলছিলো। ফারেনসাইডের কুকুরটা হলের পা শুঁকছিলো। তাকে লক্ষ্য না করে এগিয়ে এলো আগন্তুক।

"শীগ্‌গির নিয়ে এসো মালপত্রগুলো, আমি আর দেরী করতে পারছি না।" বলে আগন্তুক গাড়ীর পেছন দিকে গেলো। মনে হলো, সে ছোট বাক্সটায় হাত দিয়ে দেখতে চায়।

আগন্তুককে দেখামাত্র ঘেউ ঘেউ করে উঠলো কুকুরটা, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তার হাত কামড়ে দিলো। "এই!" চীৎকার করে উঠলো হল্‌—কুকুরকে ভারী ভয় করে সে। তক্ষুনি একটা লাথির শব্দ শোনা গেলো এবং পরক্ষণেই কুকুরটা কামড়ে ধরলো আগন্তুকের পা। সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্ট ছিঁড়ে যাবার শব্দ হলো। ফারেনসাইডের উদ্যত চাবুক ইতিমধ্যে কুকুরটার ওপরে পড়েছে। আর্ত্ত চীৎকার করে কুকুরটা গাড়ীর চাকার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেলো আধ মিনিটের মধ্যে। একবার হাতের দস্তানা, আর একবার প্যাণ্টের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলো।

"এই হতভাগা!" চাবুক হাতে গাড়ী থেকে নেমে এলো ফারেনসাইড। গাড়ীর চাকার ফাঁক দিয়ে কুকুরটা তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

"শীগ্‌গির এদিকে আয় বলছি, ভালো চাস তো!" ফারেনসাইড চীৎকার করে কুকুরটাকে বললো।

"কুকুরটা ভদ্রলোককে কামড়েছে। যাই, দেখি গিয়ে!" বলে হল্ আগন্তুকের অনুসরণ করলো। যেতে যেতে মিসেস হলের সঙ্গে দেখা হতে বললো, "ফারেনসাইডের কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে ভদ্রলোককে।" বলে সোজা ওপরে উঠে দরজা ঠেলে আগন্তুকের ঘরে প্রবেশ করলো।

জানলার শার্শি বন্ধ থাকায় ঘরে অন্ধকার বিরাজ করছিলো। ঘরে ঢুকতেই এক অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য তার চোখে পড়লো। একটা হাত—হাতটার কব্জি নেই—যেন তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করছে। তারপর যে মুখটা সে দেখতে পেলো তাতে কেবল সাদার ওপরে তিনটে বড় বড় কালো গর্ত ভিন্ন আর কিছু নেই। পরমুহূর্তেই বুকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে হল্ বাইরে ছিটকে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেলো যে হল্ কিছুই ভালো করে লক্ষ্য করবার সময় পেলো না।

বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হল্ নিজেকে প্রশ্ন করলো, "এ আমি কী দেখলাম!"

হোটেলের সামনে ইতিমধ্যে যে ছোট দলটা জমায়েত হয়েছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই হল্ এসে উপস্থিত হলো সেখানে। রীতিমতো হৈ-চৈ পড়ে গেছে,—ফারেনসাইড, মিসেস হল্, হাক্সটার, স্যাণ্ডি ওয়াজার্স, সকলেই একসঙ্গে যে-যার মন্তব্য প্রকাশ করছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওদের মন্তব্য শুনে হলের যেন

বিশ্বাসই হতে চায় না যে এইমাত্র সে এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে এসেছে।

মিসেস হলের প্রশ্নের উত্তরে হল্ জানালো, অতিথির কোনো আঘাত লাগেনি। সে বললো, "এবার জিনিষ-পত্রগুলো ওপরে নিয়ে যাওয়া যাক।"

হঠাৎ কুকুরটা আবার চাপা গর্জ্জন করে উঠলো। দরজার কাছ থেকে ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেলো, "জিনিষপত্রগুলো সব নিয়ে এসো—তাড়াতাড়ি।" আগন্তুকের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে দেখা গেলো, তার আপাদমস্তক আবৃত। জামার কলার তুলে দিয়েছে, হ্যাটটা সামনের দিকে নামিয়ে দিয়েছে। কে যেন বললো, আগন্তুক তার দস্তানা আর প্যাণ্ট পালটেছে।

"লেগেছে কি, স্যার?" ফারেনসাইড জিজ্ঞাসা করলো, সত্যি, আমি ভারি দুঃখিত। কুকুরটা—"

"না না, কিছু না। একটা আঁচড় পর্য্যন্ত লাগেনি—জিনিষপত্রগুলো তুলে ফেলো শীগ্‌গির।"

প্রথম বাক্সটা ঘরে পৌছনো মাত্র আগন্তুক সেটা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। খড়-কুটোগুলো তুলে ফেলবার পর বের হতে লাগলো বিভিন্ন আকৃতির রাশি রাশি শিশি আর বোতল। জানলার কাছের টেবলটার ওপরে, মেঝেয়, সারি সারি বোতল জমা হতে লাগলো। পরপর দুটো বাক্স থেকে বেরোলো কেবল বোতলের পর বোতল। চারিদিকের স্তূপীকৃত খড়কুটো, বইয়ের বাক্স, কিংবা অন্যান্য মালপত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে সে কাজে মত্ত হলো।

কখন যে মিসেস হল্ তার খাবার নিয়ে এসেছে, আগন্তুক

তা' জানতে পারেনি। মিসেস হল্ টেবল থেকে খড়কুটোগুলো নামিয়ে রাখবার পর তার হুঁস হলো। মিসেস হলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আবার সে কাজে ব্যস্ত হলো। মিসেস হল্ লক্ষ্য করলো, আগন্তুকের চশমাটা খোলা। তার মনে হলো, যেন চোখ বলে কোনো পদার্থ আগন্তুকের নেই! এবার আগন্তুক চশমাটা চোখে লাগালো। মিসেস হলের দিকে দৃষ্টিপাত করলো সে। মেঝেয় ছড়ানো খড়কুটোগুলো সম্বন্ধে মিসেস হল্ অনুযোগ করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে আগন্তুক তার স্বাভাবিক ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, "দরজায় সাড়া না দিয়ে এভাবে ঘরে প্রবেশ করবে না। এ আমি পছন্দ করিনা।"

"সাড়া তো দিয়েছিলাম, স্যার; বোধহয় আপনি—"

"কাজের সময় কোনরকম বাধা আমি···তোমাকে তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি—"

"—আজ্ঞে, বেশ; তাই যদি হয় তো দরজায় ছিটকিনি দিয়ে কাজ করলেই তো পারেন!"

"কথাটা মন্দ বলোনি।"

"এই খড়গুলোর কথা বলছিলাম, স্যার!—যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—"

"—না। খড়ের জন্য যদি কোনো অসুবিধে হয় তো বিল কোরো।"

অদ্ভুত লোকটির কোপন স্বভাব, এবং বোতলের রাজ্যে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলার ধরণে মিসেস হলের কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, "তাই যদি হয়, তাহলে কত—"

"—এক শিলিং—বিল কোরো, এক শিলিং। এক শিলিং যথেষ্ট নয় কি ?"

"বেশ, তাই হোক," টেবল-ক্লথ বিছোতে বিছোতে মিসেস হল্ বললো. "তাতেই যদি আপনি সন্তুষ্ট হন তো—"

সারাটা বিকেল দরজা বন্ধ করে আগন্তুক নিঃশব্দে কাজ করেছে। একবার শুধু শোনা গেছে অনেকগুলো বোতলের একসঙ্গে ঝন্‌ঝন্ শব্দ, আর একবার, কোনো কাঁচের জিনিষ পড়ে গুঁড়িয়ে যাওয়ার। এর পরে শুধু শোনা গেছে ঘরের মধ্যে অস্থির পাদচারণার শব্দ। হয়তো কিছু অঘটন ঘটে থাকবে এই ধারণায় মিসেস হল্ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কান পাতলো।

"পারছি না, আর কিছুতেই পারছি না !" পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলো আগন্তুক, "তিন লক্ষ, চার লক্ষ ! অসংখ্য লোকের ভীড় ! ঠকিয়েছে ! হয়তো সারা জীবনটাই লেগে যাবে ··ধৈর্য্য ! হ্যাঁ, ধৈর্য্যই বটে ! আহাম্মক !"

হঠাৎ কাউন্টার থেকে বুটের শব্দ শোনা যেতে মিসেস হলকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেখান থেকে চলে যেতে হলো। কিছুক্ষণ পরে যখন সে ফিরে এলো ততক্ষণে আগন্তুক শান্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে কেবল চেয়ার নাড়াচাড়া করার অথবা বোতলের ক্ষীণ টুং টাং শব্দ ভিন্ন আর কিছুই মিসেস হলের কর্ণগোচর হলো না।

অতিথির চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে মিসেস হল্ দেখলো, ঘরের কোণে ভাঙা কাঁচ পড়ে রয়েছে। আগন্তুকের দৃষ্টি সে-দিকে আকর্ষণ করতে সে বললো, "বিল কোরো। দয়া করে এসব

ব্যাপার নিয়ে আর আমাকে বিরক্ত কোরো না। যদি আমার কাজের জন্য তোমার কখনো কোনো অনিষ্ট হয় তো বিল কোরো।" আগন্তুক আবার লেখায় মন দিলো।

* * *

সেদিন সন্ধ্যার দিকে আইপিং হ্যাঙ্গার নামক ছোট সরাইতে স্যারেনসাইড আর টেডি হেনফ্রি গল্প করছিলো। কণ্ঠস্বরে রহস্যের আমেজ এনে স্যারেনসাইড বললো, "তোমাকে একটা কথা বলবো।"

"কী?"

"এই যে লোকটার কথা বলছিলে, যাকে আমার কুকুর কামড়ে দিয়েছিলো। কি জানো, লোকটা কালা আদমি। অন্তত: ওর পা যে কালো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ওর প্যান্টের ছেঁড়া দিয়ে আমি ওর গায়ের রঙ দেখতে পেয়েছি। ছেঁড়া দিয়ে গোলাপী মত দেখা যাবার কথা তো? কিন্তু আমি দেখলাম, শুধু কালো। সত্যি বলতে কি, আমার হ্যাটের মতোই কালো ওর গায়ের রঙ!"

"বলো কি হে!" হেনফ্রি বললো, "ব্যাপারটা তো তাহলে মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না! কিন্তু ওর নাকটা দেখেছো তো, কেমন গোলাপী?"

"হ্যাঁ, তাও লক্ষ্য করেছি। সব দেখে শুনে আমার কী মনে হয় জানো? লোকটার শরীরের কোথাও কালো, কোথাও সাদা; এবং ও তা দেখাতে চায় না বলেই সব সময়ে অমন ঢাকাঢাকি দিয়ে থাকে। কতকটা দো-আঁসলা গোছের আর কি! এদের কথা আমি আগেও শুনেছি। ঘোড়াদের মধ্যে তো এহেন ব্যাপার প্রায়ই দেখা যায়!"

চার

আগন্তুক দিনের বেলায় পারতপক্ষে বেরতো না, বেরতো সন্ধ্যার দিকে। শীত থাকুক আর নাই থাকুক, আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে সে সরাই থেকে বেরতো। গ্রামের নির্জ্জনতম পথ ধরে চলতো সে। একদিন রাত সাড়ে ন'টার সময় এক সরাই থেকে বেরিয়ে আসবার সময় টেডি হেন্‌ফ্রি হঠাৎ আগন্তুকের দেখা পায়। আগন্তুক হ্যাট হাতে পথ চলছিলো। সরাইয়ের খোলা দরজা দিয়ে একঝলক আলো আচম্‌কা এসে পড়েছিলো তার সাদা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা গোল মাথার ওপর। দেখে ভয় পেয়ে গেছলো হেন্‌ফ্রি।

আগন্তুক কে, কী তার জীবিকা,—এ নিয়ে আইপিঙে গবেষণার অন্ত ছিলো না; কিন্তু কোনো নিশ্চিত ধারণায় কেউ উপস্থিত হতে পারে নি। মিসেস হল্ বিজ্ঞের মতো বলে, আগন্তুক কোনো আবিষ্কারের সাধনায় ব্যস্ত,—কোনো দুর্ঘটনার ফলে সে আঘাত পেয়েছিলো এবং সেই ক্ষতচিহ্ন গোপন রাখবার জন্যই সে এভাবে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রাখে। কারো মতে, আগন্তুক কোনো অপরাধী, পুলিশের চোখে ধূলো দেবার জন্য তার এ ছদ্মবেশ। আর এক অভিমত হলো, আগন্তুকের শরীরের কোথাও সাদা, কোথাও কালো; যা সে প্রকাশ করতে রাজী নয়,—এবং সে যদি কোনো মেলায় গিয়ে বসে তো শরীরের অদ্ভুত রঙ্ দেখিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে পারবে। আবার কেউ কেউ মনে করে, সে এক নিরীহ ধরণের উন্মাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মেয়েমহলে কেউ কেউ এই ধারণা করলো যে আগন্তুক হয় ভূত-প্রেত গোছের কিছু, অথবা কোনো যাদুকর।

তার কোপন স্বভাবের কথা আগেই বলেছি। মানুষের সান্নিধ্য সে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতো। এই দুই কারণে কেউ দেখতে পারতো না তাকে। ওকে দেখলে সবাই পথ ছেড়ে দিতো; তারপর ও এগিয়ে গেলে ওর পেছনে পেছনে টিটকিরি করতে করতে চলতো ছেলের দল।

আগন্তুকের ব্যাণ্ডেজ দেখে আর অসংখ্য বোতলের কথা শুনে গ্রামের ডাক্তার কাসের অদম্য কৌতূহল জাগলো। আগন্তুকের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে। হাসপাতালের জন্য চাঁদা আদায়ের ছুতো করে হুইট্-সান্‌ডের কয়েকদিন আগে সে আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। মিসেস হল্ আগন্তুকের নাম জানেনা শুনে আশ্চর্য্য হলো কাস্।

"কি একটা নাম বলেছিলো যেন," মিসেস্ হল্ বললো, —কথাটা মিথ্যে—"কিন্তু আমি ঠিক শুনতে পাইনি।" মিসেস হল্ ভাবলো, অতিথির নামটা জিজ্ঞাসা না করে কী ভুলটাই সে করেছে!

দরজায় টোকা দিয়ে কাস্ আগন্তুকের ঘরে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ গালাগাল শুনতে পেলো। "আপনাকে বিরক্ত করছি বলে মাপ করবেন," কাস্ বললো। বন্ধ দরজার বাইরে কান পাতলো মিসেস হল্।

মিনিটদশেক পরে হঠাৎ মিসেস হল্ এক চীৎকার শুনতে পেলো,—অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলেই মানুষ অমন ভাবে চীৎকার করতে পারে। পরক্ষণেই পরপর কয়েকটা শব্দ তার কানে এলো—পায়ে হাঁটার শব্দ, চেয়ার ছুঁড়ে ফেলার শব্দ, হাসির শব্দ, দরজার দিকে ত্রস্ত ছুটে আসার শব্দ;—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

ভীত কাস্‌ বিবর্ণ মুখে সবেগে বেরিয়ে এলো। মিসেস হলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত না করে সোজা বেরিয়ে গেলো সে :

কাস্‌ সিধে গিয়ে হাজির হলো গ্রামের পুরোহিত মিঃ বান্টিং-এর কাছে।

"আমি কি পাগল হয়ে গেছি ?" ঘরে প্রবেশ করতে করতে রুদ্ধশ্বাসে কাস্‌ বললো, "বলুন্‌ তো, আমাকে দেখে কি পাগল মনে হচ্ছে ?"

"ব্যাপার কি ?" বান্টিং জিজ্ঞাসা করলেন।

"সরাইয়ের সেই লোকটা—"

"হ্যাঁ, বলো—"

"আগে আমাকে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিতে দিন," বলে কাস্‌ বসে পড়লো।

একগ্লাস শেরি পান করবার পর কাস্‌ যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হলো। তখন সে আবার শুরু করলো, "আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ও পকেটে হাত দিলো, তারপর চেয়ারে বসলো। চাঁদার কথা তুললাম। তারপর বললাম, 'শুনলাম আপনি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যস্ত আছেন।' ও বিরক্ত ভাবে বললো, 'হ্যাঁ।' ঘরের চারিদিকে রাশীকৃত বোতল, আর কতরকমের যে ওষুধ, তার ঠিকানা নেই। দাঁড়িপাল্লা, টেস্ট-টিউব, আরো অসংখ্য সরঞ্জামে ঘরটা ভর্ত্তি। 'খুব বড় ধরণের কোনো গবেষণা বুঝি ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। ওর বললো. 'এ পোড়ার গবেষণার কি শেষ আছে ?' তারপর ওর প্রেস্‌কৃপশনটার কথা বললো। ওর কাছে নাকি একটা প্রেসকৃপশন ছিলো,—খুব দরকারী প্রেসকৃপশনটা। কিন্তু প্রেসকৃপশনট

"যে কিসের, সে ও কিছুতেই বলবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনো ওষুধের কি?' শুনে ও ক্ষেপে গেলো। বললো, 'গোল্লায় যাও,—তোমার সে খবরে কী দরকার শুনি?' আমি মাপ চাইলাম। ও বললো, 'প্রেসকৃপশনটা পড়ে টেবলের ওপরে রেখে একটু অন্যদিকে তাকিয়েছি, অমনি খোলা জানলা দিয়ে এক-ঝলক বাতাস এসে কাগজটাকে উড়িয়ে নিয়ে একেবারে উনুনের ওপরে ফেললো। কাগজটা পুড়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে যাচ্ছি,'—বলে ও হাত তুললো, যেন দেখাতে যাচ্ছে, কী ভাবে ও কাগজটা উদ্ধার করতে গেছলো।"

"তারপর?"

"অবাক হয়ে দেখলাম, হাত-টাত কিছু নেই, শুধু খানিকটা জামার আস্তিন। ভাবলাম, লোকটা তাহলে বিকলাঙ্গ। কিন্তু জামার আস্তিনটা কী করে উঁচু হয়ে থাকতে পারে, যদি তার ভেতরে হাত না থাকে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'জামার খালি আস্তিনটা কী ভাবে নাড়ছেন আপনি?'

" 'খালি আস্তিন?'

" 'হ্যাঁ, খালি আস্তিন।'

" খালি আস্তিন, নয়? তুমি দেখেছো, আস্তিনটা খালি?' বলে সে উঠে দাঁড়ালো। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। খুব ধীরে ধীরে তিন পা এগিয়ে ও আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো।

" 'তুমি বলছো, আস্তিনটা খালি, ভেতরে কিছু নেই?'

" 'বলছিই তো!'

"তখন ও খুব আস্তে আস্তে আবার জামার হাতাটা পকেট থেকে উঁচু করে ধরলো,—যেন আবার ও আমাকে দেখতে চায়

ওটা। আস্তে, খুব আস্তে আস্তিনটা উঁচু হতে লাগলো। আমি তাকিয়ে রইলাম। কতক্ষণ যে তাকিয়ে রইলাম তার ঠিক নেই। 'কই,' গলাটা পরিষ্কার করে বললাম, 'ওর ভেতরে কিছুই তো নেই!' কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো। খুব সন্তর্পণে উঁচুতে উঠতে উঠতে একসময়ে আস্তিনটা আমার মুখের ছ'ইঞ্চির মধ্যে এসে পড়লো। কী অদ্ভুত ব্যাপার! তারপর—"

"তারপর?"

"কি যেন একটা—ঠিক যেন মনে হলো একটা বুড়ো আঙুল আর একটা অন্য আঙুল,—আমার নাক ধরে টানলো।"

বান্টিং হেসে উঠলেন।

"—অথচ কিছুই দেখতে পেলাম না।" বলতে বলতে কাস্‌ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। শেষের দিকে তীব্র হয়ে উঠলো তার কণ্ঠস্বর।

"আপনি হাসছেন, আপনার আর কী? কিন্তু আমি এমন ভয় পেয়ে গেছলাম যে সেই জামার আস্তিনে সজোরে আঘাত করেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম।"

কাস্‌ থামলো। ও যে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছলো, সে ওর হাব-ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো। আর এক গ্লাস শেরি পান করে ও আবার বললো, "কিন্তু জামার আস্তি- আঘাত করতেই মনে হলো, ঠিক যেন একটা রক্তমাংসের হাতে আঘাত করেছি! অথচ হাতের কোনো অস্তিত্বই নেই।"

ব্যাপারটা বান্টিং কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখলেন। তারপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কাসের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর,

বিজ্ঞভাবে বললেন, "তোমার কাহিনীতে বিশেষত্ব আছে।
—সত্যিই বিশেষত্ব আছে।"

পাঁচ

মিঃ বান্টিং-এর বাড়ীতে যেদিন চুরি হয়, সেদিন ছিলো হুইট্-মণ্ডে। চুরিটা হয় শেষ রাতের দিকে।

নিশুতি রাত্রে হঠাৎ মিসেস বান্টিং-এর ঘুম ভেঙে গেলো। তাঁর মনে হলো, তাঁদের শোবার ঘরের দরজাটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেলো। প্রথমটা স্বামীকে না জাগিয়ে উঠে বসলেন তিনি। কান পেতে শুনতে লাগলেন। স্পষ্ট শুনতে পেলেন, খালি পায়ের শব্দ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতেই তিনি স্বামীকে জাগিয়ে তুললেন। বাতি না জ্বেলে, চশমাটা চোখে লাগিয়ে বান্টিং বাইরে গেলেন। নীচে বসবার ঘরে স্পষ্ট কার চলাফেরার শব্দ শোনা গেলো, এবং তারপরেই শোনা গেলো একটা প্রচণ্ড হাঁচির শব্দ।

শোবার ঘরে ফিরে এসে আগুনের শিকটা বাগিয়ে ধরে যথাসম্ভব নিঃশব্দে বান্টিং নীচে নেমে এলেন। মিসেস বান্টিং সিঁড়ির ওপরে রইলেন।

চারটে বাজে। তরল হয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। নীচে এসে বান্টিং দেখলেন, বৈঠকখানা ঘরের দরজাটা খোলা। বান্টিং দরজার কাছে দাঁড়ালেন। নিস্তব্ধ নিথর চারিদিক, কেবল বৈঠকখানা ঘরে শোনা যাচ্ছে কার চলাফেরার শব্দ। পর-মুহূর্তেই একটা ড্রয়ার টানার শব্দ শোনা গেলো, তারপর

শোনা গেলো কাগজের খসখসানি। হঠাৎ কে যেন শপথ করে উঠলো এবং তার পরেই দেখা গেলো, দেশলাইয়ের হলদে আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়েছে। দরজার ফাঁক দিয়ে খোলা ড্রয়ারটা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। ডেস্কের ওপরে জ্বলছে একটা মোমবাতি, কিন্তু চোরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তো! সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন বান্টিং,—ভেবে পাচ্ছেন না, কী করা যায়। ইতিমধ্যে মিসেস বান্টিং-ও কখন নিঃশব্দে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মিসেস বান্টিং-এর মুখ ভয়ে রক্তশূন্য হলেও সেখানে দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট। একটা কথা তিনি নিশ্চিত জেনেছেন যে, চোর যেই হোক সে এই গ্রামেরই কেউ।

হঠাৎ টাকার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শোনা গেলো। বান্টিং দম্পতি বুঝলেন, চোর তাঁদের সংসার খরচের টাকায় হাত দিয়েছে। সবশুদ্ধ খুচরোয় আড়াই পাউণ্ড ছিলো। বান্টিং আর স্থির থাকতে পারলেন না, শিকটা বাগিয়ে ধরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। মিসেস বান্টিংও গেলেন তার পিছু পিছু।

"হাত ওপরে তোলো!" চীৎকার করে উঠলেন বান্টিং। কিন্তু ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলেন। অথচ ঘরে যে চলাফেরার শব্দ তাঁরা শুনেছেন, এতে তো ভুল নেই! এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! কয়েক মুহূর্ত্ত এভাবে কেটে যাবার পর মিসেস বান্টিং ঘরে প্রবেশ করলেন। পর্দ্দার পেছনটায় উঁকি দিয়ে দেখলেন একবার। বান্টিংও ডেস্কের নীচে তাকিয়ে দেখলেন, আগুনের চিমনিটাও ভালো করে লক্ষ্য করতে ভুললেন না। তাতেও বিফল হয়ে তখন তিনি শিকটা বাগিয়ে ধরে অন্ধকারে এলোপাথাড়ি আস্ফালন করতে

লাগলেন। তারপর দুজন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি—" মিসেস বান্টিং বললেন।

"বাতিটা কে জ্বাললো ?" সবিস্ময়ে বান্টিং জিজ্ঞাসা করলেন।

"ড্রয়ারটাই বা খুললো কে ? টাকা কোথায় গেলো ?"

"এমন অদ্ভুত ব্যাপার তো—"

ছয়

হুইট্‌-মণ্ডের দিন ভোরের বেলায় নীচে এসে হল্‌ দেখলো, অতিথির ঘরের দরজাটা খোলা। সরাইয়ের সদর দরজাও খোলা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলো সে, কারণ তার স্পষ্ট মনে আছে, গতরাত্রে মিসেস হল্‌ যখন দরজায় কবাট লাগায় তখন সে বাতিটা তুলে ধরেছিলো। ফিরে গিয়ে অতিথির দরজায় শব্দ করলো হল্‌। কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না। আর একবার দরজায় টোকা মেরে সে ঘরে প্রবেশ করলো।

দেখলো, বিছানা খালি, ঘরে কেউ নেই : ঠিক এমনিটাই আন্দাজ করেছিলো সে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য ; চেয়ারে, বিছানার ওপরে, ছড়ানো রয়েছে আগন্তুকের পোষাক পরিচ্ছদ, তার ব্যাণ্ডেজ, এমন কি তার হ্যাটটা পর্য্যন্ত !

স্ত্রীর সাড়া পেয়ে হল্‌ তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার জানালো। মিসেস হল্‌ বললো, সে নিজে আগন্তুকের ঘরে প্রবেশ করে দেখবে। হলও চললো সঙ্গে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ওরা সদর দরজা খোলা এবং বন্ধ

করার শব্দ শুনতে পেলো। কিন্তু বন্ধ দরজাটার দিকে কাউকে দেখতে না পাওয়ায় প্রসঙ্গটা তখনকার মত চাপা পড়লো।

স্বামীকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলো মিসেস হল্‌। সিঁড়ির ওপরে কার যেন হাঁচির শব্দ শোনা গেলো। হল্‌ মিসেস হলের থেকে গোটা ছয়েক সিঁড়ি নীচে ছিলো, সে ভাবলো, মিসেস হল্‌ হেঁচেছে। এদিকে মিসেস হল্‌ও অন্য কাউকে দেখতে না পেয়ে মনে করলো, হল্‌ই হেঁচে থাকবে তাহলে।

দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিসেস হল্‌ বললো, "এ কী অদ্ভুত ব্যাপার!"

হঠাৎ ঠিক পেছন থেকে একটা জোরে নিঃশ্বাস নেবার শব্দ শুনে চমকে ফিরে দাঁড়ালো মিসেস হল্‌। অবাক হয়ে দেখলো, তখনো হল্‌ বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে। পরক্ষণেই হল্‌ এগিয়ে এলো তার কাছে। আগন্তুকের বিছানায় আর পোষাকে হাত দিয়ে মিসেস হল্‌ বললো, "ঠাণ্ডা। অন্ততঃ একঘণ্টা হলো সে উঠেছে।"

এমন সময় এক অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেলো। বিছানার চাদর-টাদরগুলো হঠাৎ নিজে থেকেই গুটিয়ে এক-জায়গায় জড়ো হয়ে একলাফে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লো। পরমুহূর্তেই আগন্তুকের হ্যাটটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে সোজা মিসেস হলের মুখের কাছে এসে থামলো। তারপর চেয়ারটা চার পা তুলে লাফিয়ে উঠে হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো মিসেস হলকে। আতঙ্কে চীৎকার করে পিছু ফিরলো মিসেস হল্‌। চেয়ারটা তাকে আর হল্‌কে ঠেলতে ঠেলতে ঘর থেকে বের করে দিলো। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ হয়ে গেলো দরজাটা।

আতঙ্কে প্রায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম করলো মিসেস হল্। মিলির সাহায্যে হল্ কোনরকমে তাকে নীচে নিয়ে গেলো।

"ভূত, ভূত; নিশ্চয় ভূত ও," মিসেস হল্ বলে উঠলো, "টেবল-চেয়ারের এরকম নেচে বেড়াবার কথা আমি পড়েছি কাগজে! দরজা বন্ধ করে রাখো, কিছুতেই আর ওকে ঢুকতে দিয়ো না! অনেকটা এইরকমই আন্দাজ করেছিলাম আমি।... তখনি বোঝা উচিত ছিলো আমার। ঐ রকম চোখ,...ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা...রবিবারে গির্জ্জায় না যাওয়া...ঐ রকম একরাশ শিশিবোতল নিয়ে নাড়াচাড়া করা! ও-ই ভূত লাগিয়েছে আমার আসবাব-পত্র গুলোয়,—কতদিনের পুরোনো টেবল, চেয়ার, খাট আমার! ছেলেবেলায় কতদিন মাকে ঐ চেয়ারে বসতে দেখেছি, আর ঐ চেয়ারই কিনা এখন তেড়ে মারতে আসে আমাকে!"

তখন পাঁচটা বেজেছে। ভোরের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। স্যাণ্ডি ওয়াজার্সকে ডাকবার জন্য ওরা মিলিকে পাঠালো। এসব ভুতুড়ে ব্যাপার স্যাণ্ডি ওয়াজার্স বোঝে ভালো।

ওয়াজার্স এলো। ওকে এগিয়ে যেতে বলা হলো, কিন্তু ও তাতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করলো না, নীচে দাঁড়িয়েই কথাবার্ত্তা বলতে লাগলো। "সমস্ত ব্যাপারটা শুনি আগে," ওয়াজার্স বললো, "কারণ দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করাটা আইন-সঙ্গত হবে কিনা সেটা আগে ভেবে দেখতে হবে তো?"

হঠাৎ সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আগন্তুকের ঘরের দরজাটা আপনিতেই খুলে গেলো। পরক্ষণেই দেখা গেলো,

আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে নেমে আসছে আগন্তুক। ধীর, আড়ষ্ট পদক্ষেপে নেমে আসছে সে, রঙীন চশমার ভেতর থেকে লক্ষ্য করছে ওদের। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত এসে থেমে দাঁড়ালো সে। তারপর আবার ঘরে ফিরে গিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

অবাক বিস্ময়ে সবাই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো।

"চলো, আমি ভেতরে যাচ্ছি," হলকে লক্ষ্য করে ওয়াজার্স বললো, "ওকে এর জবাবদিহি করতে হবে।"

অনেক কষ্টে হলকে রাজি করানো হলো। দরজায় টোকা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো সে—"মাপ করবেন—"

"গোল্লায় যাও, হতভাগা!" বিকট চীৎকার করে উঠলো আগন্তুক, "দরজা বন্ধ করে এক্ষুনি দূর হয়ে যাও বলছি!"

সাত

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করেছিলো। দুপুর পর্য্যন্ত সে দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ছিলো। ইতিমধ্যে কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি।

নিশ্চয় সে অনাহারেই ছিলো এতক্ষণ। তিনবার ঘণ্টা বাজালো আগন্তুক,—তৃতীয়বার খুব জোরে এবং একসঙ্গে অনেকক্ষণ। কিন্তু তবু কেউ সাড়া দিলো না। "বয়ে গেছে ওর ডাকে সাড়া দিতে! গালাগালি দেবার সময় মনে থাকে না?" মিসেস হল্‌ নিজের মনে বললো।

পুরোহিতের বাড়ীর চুরির খবরটাও ইতিমধ্যে এসে পড়ায় ওদের সন্দেহ আগন্তুকের ওপরে পড়লো। হল্‌ আর ওয়াজার্স বেরিয়ে গেলো ম্যাজিষ্ট্রেট শাকল্‌ফোর্থের কাছে উপদেশ নেবার

জন্তু। ইতিমধ্যে কেউ ওপরে যেতে সাহস করেনি। আগন্তুক এখন কী করছে কে জানে? থেকে থেকে শুধু শোনা যাচ্ছে তার অস্থির পাদচারণার শব্দ। কাগজ ছেঁড়া, বোতল ভাঙা আর গালাগালির শব্দও মাঝে মাঝে ওদের কানে এলো।

ভীত, কৌতূহলী দর্শকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মিসেস হাক্সটার এলো, আর এলো কয়েকটা ছোকরা। যে-যার মত প্রশ্ন করে যেতে লাগলো. কিন্তু সে-সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর এলো না।

বেলা বারোটা নাগাৎ হঠাৎ আগন্তুকের ঘরের দরজাটা খুলে গেলো। কাউন্টারের কাছে যেখানে তিন-চারজন লোক জটলা করছিলো, দরজার দিকে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক হাঁকলো, "মিসেস হল্!" কে একজন সুড়্সুড়্ করে মিসেস হল্কে ডাকতে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস হলের দেখা পাওয়া গেলো। হল্ তখনও ফেরেনি। মিসেস হল্ সমস্ত ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। একটা ট্রে'র ওপরে করে আগন্তুকের সরাইয়ের বিল্টা নিয়ে এসেছে সে। বললো, "আপনার বিল্টার জন্য ডেকেছিলেন স্যার?"

"আমার প্রাতরাশ দাওনি কেন? আমার খানা দাওনি কেন? ঘণ্টা বাজাতেও কেন সাড়া দাওনি? তুমি কি মনে করো আমার ক্ষিদে-তেষ্টা বলে কিছু নেই?"

"আমার বিলের টাকা দেননি কেন?" মিসেস হল্ বললো, "আমি জানতে চাই, কেন দেননি?"

"বলিনি তোমাকে তিনদিন আগে, আমি টাকার অপেক্ষা করছি ?"

"আমিও বলিনি আপনাকে তিনদিন আগে, যে আমি আর দেরী করতে রাজী নই ? আমার বিলের টাকার জন্য যদি আমি পাঁচদিন দেরী করতে পারি, তো আপনি আপনার প্রাত-রাশের জন্য একটু দেরী করতে পারেন না ?"

ক্রোধে শপথ করে উঠলো আগন্তুক।

"ও-সব শপথ-টপথ অন্য জায়গায় করবেন স্যার।" মিসেস হল্‌ বললো।

"শোনো, লক্ষ্মীটি—'

"ও-সব লক্ষ্মীটি-ফক্ষাটি চলবে না আমার কাছে।"

"বলছি না, আমার টাকা এখনো আসেনি !"

"হ্যাঃ, কত টাকাই আসছে !"

"তাহলেও, এখন আমার পকেটে—"

"—তবে যে বলেছিলেন তিনদিন আগে যে আপনার কাছে খুচরো এক পাউণ্ডের বেশী নেই ?"

"হ্যা, সম্প্রতি কিছু পেয়েছি।"

"কোত্থেকে পেয়েছেন শুনি ?"

সজোরে পাটিতে পা ঠুকে ক্রুদ্ধস্বরে আগন্তুক বললো, "কী বলতে চাও তুমি ?"

"শুনতে চাই, কোত্থেকে টাকাটা পেয়েছেন। আর, বিলের টাকা নেবার, কিংবা খাবার টাবার কিছু দেবার আগে,—যে তুয়েকটা ব্যাপার আমরা কেউ বুঝতে পারছি না সেগুলো আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার টেবল-চেয়ারগুলোয়

কী করেছেন আপনি? আপনার ঘর খালি ছিলো কেন এবং আপনি কেমন করে আবার ভেতরে ঢুকলেন? সবাই যাওয়া-আসা করে সদর দরজা দিয়ে, কিন্তু আপনি সদর দিয়ে ঢোকেন নি। আমি জানতে চাই, কীভাবে আপনি সরাইতে ঢুকলেন? আর জানতে চাই—"

মাটিতে পা ঠুকে সক্রোধে চীৎকার করে উঠলো ক্ষিপ্ত আগন্তুক—"চোপরও!"

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস হল্ চুপ করলো।

"তুমি বুঝতে পারছো না, আমি কে অথবা কী। আমি দেখাবো তোমাকে। হ্যাঁ, দেখাবোই দেখাবো।" বলে আগন্তুক মুখে হাত দিয়ে সরিয়ে নিলো হাতটা। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে একটা কালো গর্ত্তের মত দেখা গেলো। "এই নাও!" বলে কি একটা জিনিষ সে মিসেস হলের হাতে দিলো। অবাক বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিনিষটা কী না বুঝেই হাত পেতে নিলো মিসেস হল্। তারপর হাতের ওপরে দৃষ্টি পড়তেই আতঙ্কে চীৎকার করে সেটা ফেলে দিলো। জিনিষটা আগন্তুকের নাক। নাকটা মেঝেয় পড়তে ফাঁফা পিচবোর্ডের মত আওয়াজ হলো।

তারপর আগন্তুক তার চশমা খুলে ফেলতেই সকলের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হলো। তখন সে হ্যাট খুলে ফেললো, দাড়ি, ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়তে শুরু করলো।

এমন বীভৎস দৃশ্যের কল্পনাও করা যায় না। আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে আর্ত্ত চীৎকার করে মিসেস হল্ সদর দরজার দিকে ছুটে গেলো। বাকী সকলেও তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টা

করলো। সবাই ভেবেছিলো, আগন্তুকের পোষাকের অন্তরালে দেখা দেবে বীভৎস ক্ষত, গভীর আঘাতের চিহ্ন; কিন্তু তার জায়গায় দেখা গেলো, আগন্তুকের শরীরে কাঁধের ওপরে কিছুই নেই!

মিসেস হল্‌ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেই কবন্ধ আগন্তুককে পেছন থেকে দেখতে পেয়ে মিনি বিকট চীৎকার করে উঠলো।

হঠাৎ এক সময় সমস্ত গোলমাল থেমে গেলো। হল্‌ আর ওয়াজার্স এসে উপস্থিত হলো। গ্রামের পুলিশ, ববি জ্যাফার্সকে ওরা সঙ্গে করে এনেছে।

সোজা ওপরে উঠে আগন্তুকের খোলা দরজার সামনে এসে হল্‌ বললো, "পুলিশ, এবার তোমার কর্ত্তব্য পালন করো।"

সবার আগে জ্যাফার্স ঘরে প্রবেশ করলো। তার পেছনে হল্‌, তার পেছনে ওয়াজার্স। প্রবেশ করেই দেখলো, আগন্তুকের কাঁধ পর্য্যন্ত শরীরটা তাদের দিকে ফিরে রয়েছে। তার দস্তানা-পরা দু'হাতের একটায় রয়েছে অর্দ্ধভুক্ত পাঁউরুটি, অপরটায় পনীর।

"ঐ, ঐ সে!" হল্‌ দেখিয়ে দিলো।

"এসব কী ব্যাপার শুনি?" আগন্তুকের কাঁধের ওপর থেকে সক্রোধে বেরিয়ে এলো কথাগুলো।

"আপনি তো সহজ লোক নন্‌ স্যার!" জ্যাফার্স বলে উঠলো, "কিন্তু সে যাই হোক, মাথা থাকুক আর নাই থাকুক, ওয়ারেণ্টে লেখা আছে, 'শরীর'। মাথা না থাকলেও কিছু যায় আসে না।"

"সরে যাও!" চম্‌কে পেছিয়ে এসে আগন্তুক বললো। বলেই হাতের দস্তানা খুলে জ্যাফার্সের মুখে ছুঁড়ে মারলো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাফার্স এক হাতে তার কব্জি চেপে ধরলো, আর অপর হাতে চেপে ধরলো তার অদৃশ্য গলা। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড লাথি খেয়ে চীৎকার করে উঠলো জ্যাফার্স; কিন্তু তবুও সে তার হাত আলগা করলো না। একটা চেয়ার ওদের দুজনের মাঝখানে ছিলো, ধ্বস্তাধস্তিতে উলটে গেলো সেটা।

"ওর পা দুটো চেপে ধরো!" দাঁতে দাঁত চেপে জ্যাফার্স বলে উঠলো।

পা ধরতে এসে হল্ পাঁজরায় যে লাথি খেলো, তাতে তার সম্বন্ধে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হলো আগন্তুক। এদিকে ধ্বস্তা-ধস্তির মধ্যে কখন্ আগন্তুক জ্যাফার্সকে নীচে ফেলে ওপরে উঠেছে। ওদের ধ্বস্তাধস্তির ফলে চারটে বোতল ভেঙে গেলো। এক উগ্র গন্ধে ভরে উঠলো ঘরটা।

"আমি আত্মসমর্পণ করছি," আগন্তুক বলে উঠলো, যদিও সে ততক্ষণে জ্যাফার্সকে কাবু করে এনেছে। বলে সে দাঁড়ালো। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে! কব্জির নীচে হাত নেই, কাঁধের ওপরে মাথা নেই; যেন শূন্য থেকে কথা শোনা যাচ্ছে!

জ্যাফার্স উঠে পড়লো।

তাড়াতাড়ি জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে অদৃশ্য আঙুল দিয়ে বোতামগুলো খুলে ফেললো আগন্তুক। তারপর সে এমন ভাবে নীচু হলো যে মনে হলো, সে তার জুতোয় হাত দিচ্ছে।

"কী আশ্চর্য্য! হাক্সটার বলে উঠলো, "মানুষ কোথায়,

এ তো শুধু জামাকাপড়ের বাণ্ডিল!" বলে সে জামা-কাপড়-গুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। ওর মনে হলো, ওর হাত কোনো অদৃশ্য বস্তু স্পর্শ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে চীৎকার করে সে তার হাত সরিয়ে নিলো।

"চোখ থেকে আঙুল সরিয়ে নাও বলছি!" অন্তরীক্ষ থেকে ক্রুদ্ধ চীৎকার শোনা গেলো, "শোনো তোমরা। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, আমি সশরীরেই এখানে বর্ত্তমান আছি। হাত, পা, মাথা, সবই আমার যথাস্থানে আছে। তোমাদের সঙ্গে তফাতের মধ্যে শুধু এই, যে আমি অদৃশ্য। কিন্তু তাই বলে কি তোমরা আমার চোখে আঙুল গুঁজে দেবে!"

ততক্ষণে আগন্তুকের সমস্ত পোষাকের বোতাম খোলা হয়ে গেছে। হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠলো সেগুলো।

"কী বললেন, অদৃশ্য?" হাক্সটার বললো, "এমন কথা কেউ শুনেছে কখনো?" ইতিমধ্যে আরো অনেক লোক ঘরে ঢুকে পড়ায় ঘরে রীতিমত ভীড় হয়ে পড়েছে।

"ব্যাপারটা অদ্ভুত, সন্দেহ নেই; কিন্তু তাই বলে তো অদৃশ্য হওয়াটা একটা অপরাধ নয়! কেন তবে আমাকে এভাবে পুলিশের হাতে নির্য্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে?"

"সে তো গেলো অন্য কথা," জ্যাফার্স বললো,—"আমার ওপরে হুকুম হয়েছে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার। আপনি অদৃশ্য এই কারণে যে সে হুকুম হয়েছে তা নয়; সে হুকুম হয়েছে, গ্রামে একটা চুরি হয়েছে বলে—"

—"কি?"

—"এবং সন্দেহ হয়,—"

"বাজে কথা!" অদৃশ্য মানুষ বলে উঠলো।

"হয়তো আপনার কথাই ঠিক, স্যার। কিন্তু কী করবো, আমার ওপরে হুকুম হয়েছে।"

হঠাৎ বসে পড়লো আগন্তুক, এবং কেউ বাধা দেবার আগেই তার শার্ট ভিন্ন সমস্ত পোষাক খুলে ফেললো।

"ধরো, ধরো ওকে!" চীৎকার উঠলো জ্যাফার্স, "কোন-রকমে যদি ও শার্টটা খুলতে পারে তো—"

"ধরো, ধরো!" সবাই চীৎকার করতে করতে সাদা শার্টটা লক্ষ্য করে ছুটলো।

শার্টের আস্তিনের একটা প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে হল্ ছিটকে পড়লো টুথসামের ওপরে। পরমুহূর্তেই শার্টটা উঠে এলো ওপর দিক দিয়ে,—ঠিক যেমন ভাবে শার্ট খুলে ফেলা হয় সেইভাবে। তাড়াতাড়ি শার্টটা ধরে টানতেই সেটা সোজা জ্যাফার্সের হাতে চলে এলো। হঠাৎ অন্তরীক্ষ থেকে জ্যাফার্সের মুখে একটা ঘুসি পড়তেই সে সঙ্গে সঙ্গে লাঠি উঁচিয়ে সজোরে আঘাত করলো, কিন্তু আঘাতটা গিয়ে পড়লো হেন্‌ফ্রির মাথায়।

"ত্থাখো, ত্থাখো, ধরো! দরজা বন্ধ করে দাও, কিছুতেই ওকে বেরোতে দিয়ো না।" সবাই একসঙ্গে চীৎকার করতে লাগলো। অদৃশ্য আততায়ীর প্রহারে সবাই এ-ওর ওপরে পড়তে লাগলো। ওয়াজার্স দরজা খুলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো কয়েকজন। ধ্বস্তাধস্তি করতে করতে একসময়ে সমস্ত দলটা বাইরে গিয়ে জড়ো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশৃঙ্খল জনতা উপস্থিত হলো সদর দরজার সামনে। রাস্তার মাঝ-

খান দিয়ে চলতে চলতে এক স্ত্রীলোক হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো,—কে নাকি তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। কোথায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। অদৃশ্য মানুষের আর সন্ধান পাওয়া গেলো না।

মুহূর্ত্তকাল হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সবাই; পর-মুহূর্ত্তে সে-ভাব কাটিয়ে উঠে ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। শুধু জ্যাফার্স সরাইয়ের সিঁড়ির ওপরে নিস্পন্দ পড়ে রইলো।

আট

জুতো খুলে পথের ধারে বসে আছে টমাস মারভেল। করুণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে তার পায়ের আঙুলের দিকে। গত কয়েক বছরের মধ্যে যত বুট সে পরেছে এজোড়া তাদের তুলনায় সব থেকে ভালো হলেও অত্যন্ত বিশ্রী। "এমন কদাকার বুট বোধহয় সারা দুনিয়ায় আর একটি নেই!" বিরক্ত মারভেল নিজের মনে বলে উঠলো।

"যাই হোক, তবু বুট তো!" অন্তরীক্ষ থেকে শোনা গেলো।

"তা বটে।" মারভেল মেনে নিলো কথাটা, "এ আমি ভিক্ষে করে পেয়েছি। কিন্তু বড্ড বিশ্রী। এজোড়া আর আমার একটুও পরতে ইচ্ছে করে না।"

যার সঙ্গে কথা বলছিলো, তার বুটজোড়া কেমন দেখবার জন্য তার পা আন্দাজ করে মারভেল ফিরে তাকালো, কিন্তু কিছুই সে দেখতে পেলো না,—না বুট, না কারো পা

"কোথায় তুমি?" মারভেল জিজ্ঞাসা করলো। চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও সে জনমানবের দেখা পেলো না। "আরে, আমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নিজের সঙ্গেই কথা বলছি নাকি?"

"না, ঠিকই শুনেছো তুমি।" মারভেল শুনতে পেলো।

"ভয় নেই।"

"বটে, আমি ভয় পাবো? "মারভেল বললো, "কোথায় তুমি, বেরিয়ে এসো তো দেখি?"

"ভয় নেই।"

"ভয় কার আছে, এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি। একবার ধরলে বুঝবে তখন। কিন্তু কোথায় তুমি? কবরের ভেতর থেকে কথা বলছো নাকি?"

উত্তর নেই।

কোটটা গায়ে দিতে দিতে মারভেল বললো, "কী আশ্চর্য্য, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, একজনের কথা শুনেছি!"

"সত্যিই শুনেছো।"

"ঐ, ঐ আবার!" বলে মারভেল চোখ বুজিয়ে একবার কপালে হাত বুলিয়ে নিলো। তারপর বললো, "আমি বোধহয় একেবারে পাগল হয়ে গেছি!"

"বোকার মতো কথা বলো না।"

"আমি—"

"দাঁড়াও, এক মিনিট। 'তুমি ভাবছো, আমি শুধু তোমার তোমার কল্পনামাত্র—'যা শুনছো এসব তোমার মনের ভুল—এই তো?"

"তা ভিন্ন আর কীই বা হতে পারে ?" ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে মারভেল বললো।

"বেশ," অন্তরীক্ষ থেকে শোনা গেলো, "যতক্ষণ না তুমি আমাকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছো, ততক্ষণ তাহলে আমি তোমাকে ঢিল মারতে থাকবো।"

"কিন্তু সত্যি, তুমি কোথায় ?"

উত্তর এলো না। হঠাৎ একটা ঢিল শোঁ করে বেরিয়ে গেলো ঠিক মারভেলের কাঁধের পাশ দিয়ে। কেউ কোথাও নেই, বাতাসে ভর করে যেন নিজে থেকেই ছুটে এলো ঢিলটা। পেছন ফিরে তাকাতেই মারভেল দেখে, হঠাৎ একটা ঢিল শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। এক মুহূর্ত্ত সেইভাবে থেকে ঢিলটা ছিটকে এসে পড়লো তার পায়ের কাছে। তারপর আর একটা ঢিল এসে সজোরে তার পায়ের আঙুলে লাগলো। চীৎকার করে উঠলো মারভেল। সে দৌড়তে শুরু করলো, কিন্তু অদৃশ্য কি একটায় হোঁচট খেয়ে পরক্ষণেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো সে।

"বলো এখন," অন্তরীক্ষ থেকে শোনা গেলো, "এখনো কি তোমার ধারণা, আমি কল্পনা মাত্র ?"

কোনরকমে উঠে দাঁড়াতেই সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আবার তাকে ফেলে দিলো। মুহূর্ত্তকাল চুপচাপ পড়ে রইলো সে।

"আবার যদি তুমি ছটফট করো," অন্তরীক্ষ বললো, "এবার তাহলে তোমার মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়বো।"

"এ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!" আহত আঙুলটায় হাত বুলোতে বুলোতে মারভেল বললো, "ঢিল নিজে থেকে

...টি আসছে, কথা কইছে ! ক্ষান্ত হও বাবা ! আর আমি পালাবার চেষ্টা করবো না।"

"ব্যাপারটা খুব সহজ," অন্তরীক্ষ থেকে শোনা গেলো, "আমি এক অদৃশ্য মানুষ।"

"কী যে বলো বুঝি না!" ব্যথায় করুণ হয়ে উঠেছে মারভেলের কণ্ঠস্বর, "কোথায়, কী ভাবে লুকিয়ে আছো বলো তো ?"

"আমি অদৃশ্য। এই কথাটাই আমি বোঝাতে চাই তোমাকে।"

"কিন্তু কোথায় তুমি ?"

"এই তো, তোমার সামনে, ছ'গজ তফাতে।"

"কেন বাজে কথা বলছো বলো তো ? আমি কি অন্ধ ? এর পরে হয়তো তুমি বলবে, তুমি শুধু বাতাস ভিন্ন আর কিছু নয় !"

"হ্যাঁ, আমি—বাতাসই তো ! তোমার দৃষ্টি আমার শরীরের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে।"

"এ্যাঁ, বলো কি ? তোমার শরীরে রক্তমাংস নেই !"

"সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ আমি। সাধারণ মানুষের মতো আমারও ক্ষিধে-তেষ্টা আছে, পোষাক-পরিচ্ছদের দরকার আছে। ...কিন্তু ব্যাপারটা হলো,—আমি অদৃশ্য। খুব সহজ কথা,—অদৃশ্য।"

"কি বললে, তুমি সত্যিকারের মানুষ ? দেখি তোমার হাত ! তুমি যদি সত্যিকারের মানুষ হও তো তোমার হাত নিশ্চয় অদ্ভুত কিছু হবে না ?"

অদৃশ্য মানুষ মারভেলের কব্জিতে হাত দিলো। আঙুল দিয়ে হাতটা স্পর্শ করলো মারভেল। ক্রমে সে তার সমস্ত বাহুটা স্পর্শ করলো, তারপর তার বুকে হাত দিলো। বুক থেকে ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠে গিয়ে তার হাত একটা মুখ স্পর্শ করলো। মুখটা দাড়ি গোঁফে ভরা।

মারভেলের চোখে-মুখে অসীম বিস্ময় ফুটে উঠলো।

"ব্যাপারটা তোমার যত অদ্ভুত লাগছে আসলে তার অর্দ্ধেকও নয় কিন্তু!"

"আমার পক্ষে এইই যথেষ্ট, বাপ্‌রে বাপ্‌! কী করে করলে বলো তো? কী করে সম্ভব হলো এ?"

"সে অনেক কথা। আর, তা' ছাড়াও—"

"সত্যি বলতে কি, আমার অত্যন্ত অদ্ভুত লাগছে।"

"শোনো আমি যা' বলছি। এখন আমি যেরকম অবস্থায় এসে পড়েছি তাতে আমার কোনো লোকের সাহায্য প্রয়োজন। হঠাৎ আমি তোমার দেখা পেয়ে গেছি। নিরাশ্রয় অবস্থায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমাকে দেখে মনে হলো, এই লোকটাই ঠিক আমার কাজে লাগবে।"

"ওরে বাবা!" মারভেল বলে উঠলো, "কিন্তু আমার কাছে এলে কেন? আমি তোমাকে কী সাহায্য করতে পারবো?"

"আমার পোষাক-পরিচ্ছদ জোগাড় করে দেবার ব্যাপারে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে, আরো অনেক ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

"দাঁড়াও বাপু, একটু সামলে নিতে দাও আমাকে। আমার পায়ের আঙুল তো প্রায় ফাটিয়ে দিয়েছো তুমি! কী আজগুবি

ক[illegible]র রে বাবা! কেউ কোথাও নেই, অথচ কথা শোনা যাচ্ছে, ঢিল ছুটে আসছে!—একটা হাত—ওরে বাবা!"

"সামলে ওঠো, ওরকম মুষড়ে পড়লে চলবে না। তোমাকে এখন কাজে লাগতে হবে।"

ভয়ে, বিস্ময়ে মারভেলের চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে উঠলো।

"আইপিঙের কয়েকটা গর্দ্দভ, আর তুমি ছাড়া অদৃশ্য মানুষের কথা আর কেউ জানেনা। তুমি আমাকে সাহায্য করো; আমি তোমার জন্য অনেক কিছু করবো। বুঝতে পারছো তো, অদৃশ্য মানুষের অনেক ক্ষমতা। কিন্তু যদি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো, কিংবা আমার কথামত কাজ না করো —"

এই পর্য্যন্ত বলে অদৃশ্য মানুষ মারভেলের কাঁধে হাত চাপড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে মারভেল ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। বললো, "বিশ্বাসঘাতকতা আমি করবো না, এ তুমি নিশ্চিত জেনো। তোমাকে আমি সাহায্য করতে রাজি আছি। শুধু বলো আমাকে কী করতে হবে।"

নয়

কাস্ আর বান্টিং আগন্তুকের ঘরে বসে তার জিনিষপত্রগুলো নাড়াচাড়া করে দেখছিলো, যদি এমন কিছু বেরিয়ে পড়ে যার ফলে তার রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। আগন্তুকের পোষাক-পরিচ্ছদ সব সরিয়ে ফেলে ঘরটাকে পরিষ্কার করে সাজিয়েছে মিসেস হল্। জানলার কাছের টেবলটায় কাস্ আগন্তুকের ডায়েরী আবিষ্কার করলো। তিনটে মোটা-মোটা বইয়ের ওপরে লেখা, 'ডায়েরী'।

"ডায়েরী !" কাস্‌ বলে উঠলো, "এবার তাহলে আমরা সব ব্যাপারটা বুঝতে পারবো।" কাস্‌ পাতা ওল্‌টাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে বললো, "একি, কিছুই যে পড়তে পারছি না ; সব সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা !"

"ছবি-টবি, কিংবা অন্য এমন কিছু নেই কি, যার সাহায্যে বোঝবার সুবিধে হতে পারে ?" বান্টিং জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই দেখুন না ! কতগুলো অঙ্ক দেখছি, কিন্তু বাকীগুলো যে কী ভাষায় লেখা কে জানে ? গ্রীক কিংবা রাশিয়ান হয়তো !"

এমন সময় হঠাৎ দরজাটা খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠলো ওরা। দরজাটা খুলেছিলো মারভেল। মারভেলকে দেখে ওরা অনেকটা আশ্বস্ত হলো।

"পানীয় কিছু হবে ?" মারভেল জিজ্ঞাসা করলো।

"না না," দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলো, "সে ওদিকে। দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

"আচ্ছা।" নিম্নস্বরে, সম্পূর্ণ অন্যরকম গলায় লোকটা বললো। তারপর নিজের স্বাভাবিক গলায় বললো, "ও, আচ্ছা।" বলে সে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো।

"আমার স্নায়ুগুলো আজ অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে," কাস্‌ বললো। "দরজাটাকে ওভাবে খুলে যেতে দেখে আমি তো ভীষণ চমকে উঠেছিলাম !"

বান্টিং হাসলেন। তিনিও যে ভীষণ চমকে উঠেছিলেন, একথা তিনি স্বীকার করতে চান না। বললেন, "যাক্‌গে, এসো আমরা ডায়েরীটা ভালো করে উল্‌টে দেখি।···গ্রামে যে ব্যাপার-

[illegible] ঘটে গেলো সেগুলো অদ্ভুত, স্বীকার করি ; কিন্তু তবুও অদৃশ্য মানুষের কথাটা আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই।”

“কিন্তু আমি যে দেখেছি—”

“তুমি কি জোর করে বলতে পারো ঠিক দেখেছো, তোমার কোনো ভুল হয় নি ?”

“কোনো ভুল হয়নি। বলছি তো, এর মধ্যে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আসুন, ডায়েরীগুলো দেখা যাক।”

ডায়েরীর পাতার পর পাতা উলটেও তার একবর্ণও ওদের বোধগম্য হলো না। হঠাৎ কে যেন বান্টিংয়ের ঘাড়টা চেপে ধরলো। কিছুতেই তিনি মাথা তুলতে পারলেন না।

“সামান্য মানুষ! খবর্দ্দার, নড়লেই মাথার ঘিলু উড়িয়ে দেবো।” ফিসফিস করে কে যেন বললো।

বান্টিং কাসের মুখের দিকে তাকালেন। সে মুখে রক্তের আভাষমাত্র নেই।

“বাধ্য হয়েই আমাকে তোমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হচ্ছে। পরের জিনিষ নিয়ে এভাবে নাড়াচাড়া করা তোমাদের কতদিনের অভ্যাস শুনি ?”

দুটো থুতনি টেবলে ঠুকে গেলো। “অপরিচিত লোকের ঘরে এভাবে ঢুকতে লজ্জা করে না ?” অন্তরীক্ষ থেকে শোনা গেলো। “যাক্, আমার কথা শোনো। আমার শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে ; ইচ্ছে করলে এক্ষুনি আমি তোমাদের দু’জনকে খুন করে অদৃশ্য হতে পারি। তবে, তোমরা যদি প্রতিজ্ঞা করো যে আমার কথামত কাজ করবে, তাহলে তোমাদের ছেড়ে দিতে রাজী আছি।”

"রাজী।" বান্টিং বললেন।

ঘাড় থেকে হাত দুটো সরে যেতে তখন তারা সোজা হয়ে বসলো।

"নড়বার চেষ্টা করো না। এই দেখছো তো শিকটা?"

লোহার শিকটা ওদের চোখের সামনে নাচতে নাচতে এক-সময় বান্টিংয়ের নাক স্পর্শ করলো।

"আমার জামাকাপড় সব কোথায়!" অদৃশ্য মানুষ জিজ্ঞাসা করলো, "দিনের বেলায় প্রয়োজন না হলেও রাত্রের দিকে যখন ঠাণ্ডা পড়ে তখন ওগুলোর দরকার হয়। জামাকাপড় আমার চাই। আর ঐ ডায়েরীগুলো।"

দশ

অদৃশ্য মানুষের ঘরে যখন এই সব ব্যাপার হচ্ছিলো, সেই সময়ে সরাইয়ের গেটে হেলান দিয়ে পাইপ টানছিলো মারভেল। হাক্সটার লক্ষ্য করছিলো তাকে। হল্‌ আর হেন্‌ফ্রি কিছুদূরে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য মানুষের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলো। আঃপিঙের •কলের মুখেই আজ ঐ এক আলোচনা।

হঠাৎ আগন্তুকের ঘরের ভেতর থেকে দরজায় প্রচণ্ড করাঘাতের শব্দ শোনা গেলো, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেলো এক তীক্ষ্ণ চীৎকার। তারপর আবার সব চুপচাপ।

হল্‌ আর হেন্‌ফ্রি দরজাটার দিকে তাকালো।

"কিছু একটা হয়েছে!" হল্‌ বললো।

দুজনে কান পেতে শুনতে লাগলো। কি একটা বিশ্রী

ওষুধের গন্ধ ভেতর থেকে আসছে। চাপা, উত্তেজিত স্বরে কথোপকথনের শব্দও ভেসে আসছে।

"সব ঠিক আছে তো, স্যার ?" হল্ জিজ্ঞাসা করলো।

"ঘরের ভেতরের কথাবার্ত্তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে আবার ওদের কথাবার্ত্তা শুরু হলো। এবারে খুব চাপা গলায়, ফিসফিস করে ওরা কথা বলতে লাগলো। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চাৎকার শোনা গেলো, "না না, সে হতে পারে না !" তারপর একটু নড়াচড়ার শব্দ, একটা চেয়ার উল্‌টে পড়ার শব্দ, ধ্বস্তাধস্তির শব্দ। আবার চুপচাপ।

"এ আবার কী ব্যাপার !" হেন্‌ফ্রি বলে উঠলো।

"সব ঠিক আছে তো, স্যার ?" হল্ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

বান্টিং উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ঠি-ঠিক আছে। ভেতরে—এসো না।" তাঁর গলার স্বর কেমন অদ্ভুত শোনালো।

"কী অদ্ভুত !" হেন্‌ফ্রি বললো।

কান পেতে শুনতে লাগলো ওরা। দ্রুত, চাপা গলায় কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে,—"সে আমি পারবো না। না না, সে হতে পারে না, লজ্জার কথা !" বান্টিংএর গলা শোনা পেয়েছে।

কিছুক্ষণ কোনো কথা শোনা গেলো না। হঠাৎ হলের মনে হলো, সে যেন টেবল-ক্লথটা তুলে ফেলবার শব্দ পেলো।

ইতিমধ্যে মিসেস হল্ এসে উপস্থিত হয়েছে। ওদের কাছে সব শুনে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। বললো, "ওরাই হয়তো সব নাড়াচাড়া করছে।"

"জানলার কাছে একটা শব্দ শুনলাম !" হেন্‌ফ্রি বললো।

"কোন জানলা ?" মিসেস হল্ জিজ্ঞাসা করলো।

"আগন্তুকের ঘরের।"

কান পেতে শুনতে লাগলো সবাই।

হঠাৎ হাক্সটারের দোকান-ঘরের দরজা খুলে গেলো, উত্তেজিত ভাবে বেরিয়ে এলো সে। "চোর চোর!" চীৎকার করতে করতে হাক্সটার ছুটে বেরিয়ে গেলো।

ঠিক সেই সময়ে আগন্তুকের ঘর থেকে গোলমালের শব্দ শোনা গেলো, এবং পরক্ষণেই জানলা বন্ধ করার শব্দ।

হল্, হেন্‌ফ্রি, যে সেখানে ছিলো সবাই রাস্তায় ছুটে গেলো। দেখা গেলো, কে একজন পাহাড়ের পথ দিয়ে মোড় ফিরছে। হঠাৎ হাক্সটার শূন্যে লাফিয়ে উঠে তক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। হল্, আর যে মজুর শ্রেণীর লোকটি চোরের পেছনে ধাওয়া করছিলো, দেখলো, গীর্জ্জার দেওয়ালের পাশ দিয়ে মারভেল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ ধাওয়া করবার পর হঠাৎ হল্ আর্ত্তনাদ করে এক-দিকে ছিটকে পড়লো।

গ্রামশুদ্ধ লোক যে যেখানে ছিলো ইতিমধ্যে এসে জুটেছে। ওরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো, হাক্সটার আর হল্ রাস্তার ওপরে পড়ে রয়েছে। যে লোকটা সবার আগে ছুটছিলো, হঠাৎ পায়ে কি একটা আঘাত পেয়েই বোধহয় সে চীৎপাত হয়ে পড়লো।

মিসেস হল্ সরাইখানা থেকে বেরোয় নি। হঠাৎ তার চোখের সামনে আগন্তুকের ঘরের দরজাটা খুলে গেলো। আগন্তুকের ঘর থেকে সবেগে বেরিয়ে এসে, মিসেস হলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত না করে কাস্ চীৎকার করতে করতে ছুটতে লাগলো—"ধরো, ধরো, লক্ষ্য রাখো, যেন বই-

গুলো ফেলে দিয়ে পালাতে না পারে! মনে রেখো, যতক্ষণ হাতে বই আছে শুধু ততক্ষণই ওকে দেখতে পাওয়া যাবে!"

অদৃশ্য মানুষ যে আগেই বইগুলো মারভেলের হাতে দিয়ে দিয়েছিলো, কাসের তা' জানা ছিলো না। কাসের পরণে শুধু একটা টেবল ক্লথ মাত্র। "ধরো, ধরো ওকে," চীৎকার করে উঠলো সে, "আমার প্যাণ্ট, আর মিঃ বান্টিংয়ের সমস্ত পোষাক নিয়ে ও পালাচ্ছে!"

গ্রামশুদ্ধ লোক যেখানে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলো তার কাছাকাছি আসতেই পায়ে কিসের আঘাত পেয়ে কাস্ সটান পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তার পা মাড়িয়ে দিলো। কোনরকমে উঠে দাঁড়ালো সে, কিন্তু আবার কে যেন ফেলে দিলো তাকে। মুখ তুলে দেখলো, সমস্ত জনতা গ্রামের পথে ছুটে পালাচ্ছে। আবার উঠে দাঁড়াতেই সে তার কানের পেছনে ঘুসি খেলো। আর ইতস্ততঃ না করে কাস্ সরাইখানা লক্ষ্য করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো।

সমস্ত গোলমালের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ পেছন থেকে এক ক্রুদ্ধ চীৎকার শোনা গেলো। কণ্ঠস্বর শুনে কাস্ বুঝলো, অদৃশ্য মানুষ তাকে ধাওয়া করছে।

প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে কাস আগন্তুকের ঘরে পৌছলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "ও আবার ফিরে আসছে মিঃ বান্টিং; সাবধান!"

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে খানিকটা কার্পেট আর একটুক্রো খবরের কাগজের সাহায্যে বান্টিং লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছিলেন, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আসছে?"

"অদৃশ্য মানুষ!" বলে কাস্‌ জানলার কাছে গেলো। "চলুন তাড়াতাড়ি পালাই! ক্ষেপে গেছে, একেবারে পাগলের মত হয়ে গেছে ও!"

সরাইয়ের প্রবেশপথের কাছে একটা ভীষণ ধ্বস্তাধস্তির শব্দ শুনে আর বান্টিং ইতস্ততঃ করলেন না, জানালা দিয়ে গলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললেন।

এগারো

ব্র্যাম্বলহার্স্টের পথ ধরে শ্রান্তপদে এগিয়ে চলেছে মারভেল। তিনটে বই, আর কিছু জামাকাপড় একটা নীল রঙের টেবল-ক্লথে বেঁধে নিয়ে বিষণ্ণমনে পথ চলেছে সে। একটা কণ্ঠস্বর যাচ্ছে তার সঙ্গে, আর একজোড়া অদৃশ্য হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে তাকে।

"আবার, আবার যদি কখনো তুমি পালাবার চেষ্টা করো", কণ্ঠস্বর তাকে বললো, "তাহলে আমি তোমাকে খুন করবো!"

"আমি তো পালাবার চেষ্টা করিনি!"

এ কথার উত্তরে শুধু একটা শপথের শব্দ শোনা গেলো। এতটা পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলো না মারভেল, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সে। কিছুক্ষণের নীরবতার পর আবার সে শুনতে পেলো, "বিশেষ কাজের লোক তুমি নও বটে, কিন্তু তবুও তোমাকে দিয়েই আমায় কাজ চালাতে হবে।"

"বেশী পরিশ্রম আমার সত্যিই ধাতে সয় না", করুণস্বরে মারভেল বললো, "আমার হৃদ্‌যন্ত্রও অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাই বলছি, আপনার কথামত কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"সে আমি তোমাকে ঠিক করে নেবো।"

"এর চেয়ে মরণও আমার ভালো ছিলো!" মারভেল বললো।

"চলো চলো, এগোও!"

"এ আপনার অন্যায় অত্যাচার!"

"চুপ্ করো! তোমার যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখবো। কথা বোলো না, চিন্তা করতে দাও আমাকে!"

কিছুক্ষণ চলবার পর একটা গ্রাম থেকে আলো দেখা গেলো।

"আমি তোমার কাঁধে হাত রেখে চলবো," অদৃশ্য মানুষ বললো, "সোজা গ্রামের ভেতর দিয়ে চলো। খবর্দ্দার, কারো সঙ্গে কথা কইবে না।"

বারো

পরদিন বেলা দশটা। স্টো বন্দরের এক ছোট সরাইখানার সামনে একটা বেঞ্চে মারভেল বসে রয়েছে। বইগুলো তার পাশে রয়েছে, দড়ি দিয়ে বাঁধা,—পোষাকের বাণ্ডিলটা সে ব্র্যাম্বলহার্স্টের কাছে বনের মধ্যে এক জায়গায় রেখে এসেছে। তার আশেপাশে কেউ কোথাও নেই যে তাকে লক্ষ্য করতে পারে; কিন্তু তবুও তাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থাকবার পর এক বৃদ্ধ নাবিক সরাই থেকে এসে তার পাশে বসলো। নাবিকের হাতে একটা খবরের কাগজ।

"বেশ দিনটা, নয়?" নাবিক বললো।

প্রায়-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে নাবিকের দিকে তাকিয়ে মারভেল বললো, "সত্যি।"

অলসভাবে এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে মারভেলের নোংরা পোষাক, আর পাশে-রাখা বইয়ের বাণ্ডিলের ওপরে নাবিকের দৃষ্টি পড়লো। মারভেলের কাছে আসবার সময় সে একটা শব্দ শুনেছিলো,—পয়সা পকেটে রাখবার শব্দ। কিন্তু এখন মারভেলের অবস্থা ভালো করে লক্ষ্য করে তার মনে হলো, এমন লোকের কাছে তো বিশেষ পয়সা-কড়ি থাকবার কথা নয়! একটু আশ্চর্য্য হলো সে।

"বই বুঝি?" হঠাৎ লোকটা বলে উঠলো।

চমকে উঠে তার দিকে ফিরে মারভেল বললো, "ও, হ্যাঁ। হ্যাঁ, বই।"

"অনেক অদ্ভুত খবরই বইতে পাওয়া যায়," নাবিক বললো।

"হ্যাঁ, তা তো বটেই!"

"আবার এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে, যার কথা বইতে লেখে না।"

"তাও সত্যি।"

"যেমন ধরো, কত অদ্ভুত ব্যাপারের কথাই খবরের কাগজে বেরোয়!"

"সত্যি।"

"এই খবরের কাগজটাতেই আছে"—নাবিক বললো।

"ও!"

"—এক অদৃশ্য মানুষের কথা", নাবিক বললো, "এক অদৃশ্য

মানুষের কথা এতে প্রকাশিত হয়েছে।" বলে সে খবরের কাগজে প্রকাশিত সমস্ত বৃত্তান্ত মারভেলকে শোনালো।

"এ আমার মোটেই ভালো লাগছে না," সমস্ত কাহিনী মারভেলকে শোনাবার পর নাবিক বললো, "সে যে কখন্, কোথায় থাকবে কে জানে? এই যে আমরা কথা বলছি, এও হয়তো শুনতে পাচ্ছে সে। তাছাড়াও ছাখো, ও যদি ইচ্ছে করে চুরি করবে কিংবা খুন করবে, কেউ কি বাধা দিতে পারবে ওকে?"

কান পেতে রইলো মারভেল, সামান্য শব্দও যাতে সে শুনতে পায়।

"এঁ্যা,—হঁ্যা। তারপর গলার স্বর নামিয়ে মারভেল বললো, "এই অদৃশ্য মানুষ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি।"

"এঁ্যা, তুমি?"

"হঁ্যা।"

কথাটা যেন নাবিক ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না।

"ব্যাপারটা হলো এই"—মারভেল শুরু করলো। কিন্তু হঠাৎ তার মুখে বেদনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। "উঃ", মারভেল বলে উঠলো।

"কী হলো?"

"দাঁত কনকন করছে," বলে সে কানে হাত দিলো। তারপর বললো, "আমাকে—আমাকে যেতে হবে এখন।"

"কিন্তু, এই অদৃশ্য মানুষ সম্বন্ধে কী যেন তুমি বলতে যাচ্ছিলে এক্ষুনি?"

মারভেল যেন একমনে কি চিন্তা করছে মনে হলো।

"বাজে কথা।" কণ্ঠস্বর বললো।

মারভেল বললো, "ও মিছিমিছি বলছিলাম।"

"কিন্তু কাগজে বেরিয়েছে যে!"

"না না, ওসব বাজে কথা। মিথ্যে কথাটা যে রটিয়েছে আমি তাকে চিনি। 'অদৃশ্য মানুষ' বলে কিছু নেই।"

"কিন্তু কাগজ? তুমি কি তাহলে বলতে চাও, কাগজে যা' বেরিয়েছে—"

"তাতে একবর্ণও সত্যি নেই।" দৃঢ়স্বরে মারভেল বললো।

মারভেল উঠতে যাবে, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে নাবিক বললো, "দাঁড়াও।" বলে সেও উঠে দাঁড়ালো। বললো,—"তবে সে কথা এতক্ষণ বলোনি কেন? তাহলে তো আমাকে এতক্ষণ বকতে হতো না! এভাবে আমাকে বোকা বানাবার মানেটা কী শুনি?"

"চলে এসো।" মারভেল শুনতে পেলো। হঠাৎ কে যেন ধরে ফিরিয়ে দিলো তাকে। অদ্ভুতভাবে টলতে টলতে মারভেল সে স্থান ত্যাগ করলো।

"হতভাগা, বদমাস কোথাকার!" বেঁটেখাটো মারভেলের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে নাবিক বললো, "ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনা, না? দেখাচ্ছি মজা তোমাকে! কাগজে বেরিয়েছে, অথচ বলে কিনা, বাজে কথা?"

খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করতে আর একটা অদ্ভুত খবর তার চোখে পড়লো। ব্যাপারটা ঘটেছিলো খুব কাছেই। খবরটা হলো, পূরো একমুঠো টাকা নিজে থেকেই চলে বেড়াচ্ছে। এক নাবিক সেদিন সকালেই এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলো। টাকাটা হস্তগত করতে গিয়ে সে এক অদৃশ্য হাতের ঘুসি খায়। যখন সে উঠে দাঁড়ায়, ততক্ষণে টাকাটা উধাও হয়ে গেছে।

একমুঠো টাকার এই বৃত্তান্তটা কিন্তু সত্যি। আশেপাশের অনেক জায়গা থেকে, এমন কি, ব্যাঙ্ক থেকে, দোকান থেকে, সরাইখানা থেকে পর্য্যন্ত টাকাকড়ি নিঃশব্দে চলে গেছে। সব গিয়ে জমা হয়েছে মারভেলের পকেটে। মারভেলের পকেটে টাকা রাখবার শব্দই শুনতে পেয়েছিলো স্টো বন্দরের নাবিক।

তেরো

সন্ধ্যা। টিলার ওপরে নিজের পড়বার ঘরে বসে ডাঃ কেম্প পড়াশুনো করছিলেন। টিলাটা বার্ডকের ওপরে। সুন্দর ছোট ঘরটা; উত্তর, পশ্চিম আর দক্ষিণদিকে জানালা। বইয়ের শেল্ফ্‌গুলো নানারকম বিজ্ঞানের বই আর সাময়িক পত্রে ঠাসা। ঘরে একটা বড় লেখবার টেবল রয়েছে। ডক্টর কেম্পের বয়স কম; চেহারা লম্বা, রোগা। তিনি লিখছিলেন।

লেখা থেকে চোখ তুলে কেম্প পাহাড়ের পেছনে সূর্য্যাস্তের দিকে তাকালেন। কলমটা মুখে রেখে অস্তসূর্য্যের সোনালী আভার দিকে মুহূর্ত্তকাল মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন, একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে টিলা দিয়ে উঠে আসছে। লোকটা বেঁটেখাটো, মাথায় উঁচু হ্যাট। সবেগে ছুটে আসছে সে।

জানলার কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কেম্প। লোকটার খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই যেন সে পেরে উঠছে না। দু'পকেট শীসেয় ভর্ত্তি থাকলেও বোধহয় কেউ অমন থপথপ করে দৌড়োয় না!

কিছুক্ষণ পরে লোকটা কয়েকটা বাড়ীর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে

গেলো। কিছুক্ষণ পরে একবার দেখা গেলো তাকে, তারপর সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো!

"আর একটা গর্দ্দভ!" কেম্প বিরক্ত হয়ে উঠেছেন! "সকালে যে-লোকটা রাস্তায় আমার কাছে ছুটে এসেছিলো সেই দলেরই কেউ হবে হয়তো! লোকটা চেঁচাচ্ছিলো, 'অদৃশ্য মানুষ, অদৃশ্য মানুষ আসছে, স্যার?' লোকগুলোর যে কী হয়েছে কে জানে! আবার কি ত্রয়োদশ শতাব্দী ফিরে এলো নাকি?"

কিন্তু যারা তাকে কাছে থেকে দেখেছিলো, তার মুখ-চোখের আতঙ্কের ভাব তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। ডাইনে, বাঁয়ে কোথাও না তাকিয়ে—যেখানে আলো জ্বালা হচ্ছিলো, লোকজন জটলা করছিলো, সেদিক লক্ষ্য করে ছুটেছিলো সে। তাকে এভাবে আসতে দেখে বিস্মিত, ভীত পথচারী পরস্পারের মধ্যে ওর সম্বন্ধে আলোচনা করছিলো।

টিলার অনেক ওপর থেকে একটা পথের কুকুর হঠাৎ চীৎকার করে উঠে একটা বাড়ীর গেটের নীচে লুকোলো। পরক্ষণেই বিস্মিত জনতা শুনতে পেলো,—একটা দম্‌কা হাওয়া, থপ্‌-থপ্‌ শব্দ, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ,—মহাবেগে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

যে যেখানে ছিলো সবাই চীৎকার করে উঠলো, পথ থেকে সরে দাঁড়ালো। পদশব্দটা চীৎকার করতে করতে সবেগে নীচের দিকে ধেয়ে আসছে। যেখানে ওরা চীৎকার করছিলো, মারভেল তখনো সেখানে গিয়ে পৌঁছয় নি। খবরট রাষ্ট্র হতেই সবাই যে-যার বাড়ীতে ঢুকে পড়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করতে শুরু করে দিলো। শব্দ শুনে মারভেল শেষ শক্তি একত্রিত করে

ছুটে এলো। কিন্তু মারভেলের থেকেও অনেক আগে ধেয়ে এলো আতঙ্ক,—মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রাস করলো সমস্ত সহরটাকে —

"অদৃশ্য মানুষ আসছে, অদৃশ্য মানুষ!"

চৌদ্দ

'জলি ক্রিকেটাস' সরাইখানা টিলার ঠিক নীচে। সরাই-খানার বয় এক ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার গল্প করছে, আর একজন কালো-দাড়ীওয়ালা লোক বিস্কুট আর পনীর খেতে খেতে একজন পুলিশের সঙ্গে কথা কইছে।

সরাইয়ের নীচু জানলার নোংরা, হলদে পর্দ্দার ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে গাড়োয়ান বললো, "ও কিসের চীৎকার?" বাইরে কার দৌড়ের শব্দ শোনা গেলো।

"আগুন লেগেছে কোথাও হয়তো!' বয় বললো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে প্রবেশ করলো মারভেল। তার মাথায় হ্যাট নেই, কোটের কাঁধের কাছটা ছিঁড়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁদতে কাঁদতে সে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করতে গেলো। দরজাটা সামান্য খোলা ছিলো।

"আসছে, আসছে সে!" ভয়-পাওয়া, ভাঙা গলায় চীৎকার করে উঠলো মারভেল, "অদৃশ্য মানুষ! আমাকে মারবে সে,—বাঁচাও, বাঁচাও! তোমাদের পায়ে পড়ি!"

"দরজাটা বন্ধ করে দাও। "ব্যাপারটা কী! কে আসছে বললে?" বলে পুলিশ গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। দাড়িওয়ালা লোকটা অপর দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

"ভেতরে যেতে দাও আমাকে। চাবি বন্ধ করে রাখো কোথাও!" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মারভেল বললো, "ও আমাকে তাড়া করেছে, কোনরকমে পালিয়ে এসেছি আমি। ও আমাকে খুন করবে বলেছে; আর ধরতে পারলে করবেও ঠিক!"

"কোনো ভয় নেই তোমার," কালো-দাড়ীওয়ালা লোকটা বললো, "দরজা বন্ধ রয়েছে। ব্যাপারটা কী, বলোতো?"

"আগে আমাকে বাড়ীর ভেতরে যেতে দাও," মারভেল বললো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আঘাতের শব্দে বাইরের দরজাটা কেঁপে উঠলো থরথর করে। মহা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো মারভেল।

"এই! কে দরজায় শব্দ করছো?" পুলিশ চীৎকার করে উঠলো।

"খুন করবে, ও আমাকে একেবারে খুন করে ফেলবে!" মারভেল বললো, "একটা ছুরি কিংবা কিছু রয়েছে ওর কাছে। খুলোনা, কিছুতেই দরজা খুলো না। বলো তো আমি কোথায় লুকোই!"

"এই বুঝি সেই অদৃশ্য মানুষ?" দাড়ীওয়ালা লোকটা জিজ্ঞাসা করলো। "এবার ওর অদৃশ্য থাকা ঘুচবে।"

হঠাৎ ঘরের জানলাটা ভেঙে পড়লো। রাস্তা থেকে শোনা গেলো চেঁচামেচি আর দৌড়ের শব্দ।

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেলো চারিদিক। "আমার লাঠিটা থাকলে বড় ভালো হতো," বলতে বলতে পুলিশ দরজার কাছে গেলো। "একবার দরজা খোলা পেলেই ও ঢুকে পড়বে; তখন আর ওকে কোনমতেই বাধা দেওয়া যাবে না।"

"দরজা খোলবার জন্যে তুমি এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন বাপু?" গাড়োয়ানের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পেলো।

"দাওই না খুলে দরজাটা! আসেই যদি তো—" বলে কালো-দাড়ীওয়ালা তার রিভলভারটা দেখিয়ে দিলো।

"না, তা হতে পারে না। খুনের দায়ে পড়বে।" পুলিশ বললো।

"সে আইন আমার জানা আছে। আমি ওর পায়ে গুলি করবো। দাও দরজা খুলে!"

"উঁহু, তুমি যে আমার পেছনে থেকে গুলি ছুঁড়বে, সেটি হচ্ছে না।" বয় আপত্তি জানালো।

"আচ্ছা বেশ!" বলে কালো দাড়ীওয়ালা লোকটি রিভলভার উদ্যত রেখে নীচু হয়ে ছিটকিনি খুলে দিলো।

"ভেতরে এসো!" এক পা পিছিয়ে এসে রিভলভারটা পেছনে রেখে নীচু গলায় কালো দাড়ীওয়ালা লোকটা বললো।

কিন্তু কেউ এলো না, দরজা ভেজানোই রইলো।

পাঁচ মিনিট কেটে গেলো। মারভেল জিজ্ঞাসা করলো, "সব দরজাগুলো বন্ধ আছে তো ঠিক? ও ঘুরে ফিরে দেখছে হয়তো!"

"উঠোনের ওদিকে একটা দরজা আছে, আর আছে একটা খিড়কীর। উঠোনের দরজাটা—"এই পর্য্যন্ত বলেই বয় সবেগে বেরিয়ে গেলো।

মুহূর্ত্তমধ্যেই ফিরে এলো সে,—তার হাতে একটা ছোরা। বললো, "উঠোনের দরজাটা খোলা ছিলো।"

"তাহলে হয়তো এতক্ষণে সে ভেতরে ঢুকেছে।" গাড়োয়ান বললো।

কালো দাড়ীওয়ালা লোকটা আবার তার রিভলভার বাগিয়ে ধরলো। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে পাশের ঘরের দরজার ছিটকিনিটা ভেঙে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে খুলে গেলো দরজাটা। আর্ত্ত চীৎকার করে মারভেল লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলো। দাড়ীওয়ালা লোকটার রিভলভার গর্জ্জন করে উঠতেই দেওয়ালের একটা আয়না ঝন্‌ঝন করে ভেঙে পড়লো।

উঠোনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হলে রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়। মারভেল প্রাণভয়ে সেদিক দিয়ে পালাতে যাচ্ছিলো, এমন সময় খুলে গেলো রান্নাঘরের দরজাটা এবং কে যেন তাকে টানতে টানতে রান্নাঘরে নিয়ে গেলো।

পুলিশ, বয়, গাড়োয়ান, সবাই ছুটে গেলো সেদিকে। বয়কে অতিক্রম করে পুলিশ এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলো, তার পেছনে চললো গাড়োয়ান। যে অদৃশ্য হাতটা মারভেলকে ধরে রেখেছিলো সেই হাতে হাত পড়তেই হঠাৎ মুখে প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লো পুলিশ। গাড়োয়ান কি যেন একটি ধরে বলে উঠলো, "এই ধরেছি!"

"হ্যাঁ, এই যে!" বয় বলে উঠলো।

এই ধ্বস্তাধস্তির মধ্যে মারভেল একসময়ে গুঁড়ি মেরে বসে ওদের পায়ের ফাঁক দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলো। হঠাৎ পুলিশ তার পা মাড়িয়ে দিতেই চীৎকার করে উঠলো অদৃশ্য মানুষ। এই প্রথম তার কথা শোনা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া

ঘুসি, লাথি চালাতে লাগলো সে। এক প্রচণ্ড লাথি খেয়ে গাড়োয়ান চীৎকার করে পড়ে গেলো।

রান্নাঘরের দরজাগুলো সশব্দে বন্ধ হয়ে যেতে মারভেলের পালাবার পথ বন্ধ হলো। দেখা গেলো, রান্নাঘরের ভেতরে সবাই বাতাসের সঙ্গে লড়াই করছে।

"কোথায় গেছে ও?" দাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, "বেরিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, এই পথে!" বলে পুলিশ উঠোনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঢিল পুলিশের মাথার পাশ দিয়ে ছুটে গেলো।

"দেখাচ্ছি মজা!" বলে, যেদিক থেকে ঢিলটা ছুটে এসেছিলো সেদিক লক্ষ্য করে দাড়ীওয়ালা পাঁচবার গুলিবর্ষণ করলো।

সব চুপচাপ। দাড়ীওয়ালা বললো, "এসো হাতড়ে দেখি, ওর মৃতদেহটা কোথায় পড়ে রয়েছে।"

পনেরো

পড়বার ঘরে বসে লিখে চলেছিলেন ডাঃ কেম্প। হঠাৎ রিভলভারের শব্দে তাঁর চমক ভাঙলো। পরপর কয়েকটা শব্দ তাঁর কানে এলো।

"একি," কলমটা মুখে দিয়ে কান পেতে শুনতে শুনতে ডাঃ কেম্প বললেন, "বার্ডকে আবার রিভলভারের শব্দ কেন? করছে কি ওরা?"

দক্ষিণের জানলাটা খুলে কেম্প সহরের দিকে তাকালেন।

বললেন, " 'জলি ক্রিকেটার্সের' কাছে বেশ ভীড় হয়েছে মনে হচ্ছে !" তাঁর দৃষ্টি আরও সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠলো ; সহরের পরিধি অতিক্রম করে, যেখানে জাহাজের আলো এসে পড়েছে সেখানে নিবদ্ধ হলো। পশ্চিমে পাহাড়ের কাছে চাঁদের ফালি হেলে রয়েছে, আকাশে ঝকমক করছে তারার দল।

মিনিট পাঁচেক কেটে যাবার পর কেম্প জানলা বন্ধ করে ফিরে এসে টেবলে বসলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো। কান পেতে শুনতে লাগলেন কেম্প। ঝি'র দরজা খুলে দেবার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন, কিন্তু তার সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার শব্দ না পেয়ে আশ্চর্য্য হলেন কেম্প।

আবার কেম্প কাজে মন দেবার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু মন বসলো না। উঠে পড়লেন তিনি, নীচের তলায় গিয়ে ঘণ্টা বাজালেন। নীচের ঘর থেকে ঝি'র সাড়া পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পিওন চিঠি দিয়ে গেলো বুঝি ?"

"না স্যার ; ঘণ্টা শুনে দরজা খুললাম ; কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না।"

"আমার মন আজ বড়ো অশান্ত।" কেম্প নিজের মনে বললেন। আবার পড়ার ঘরে ফিরে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেম্প কাজে তন্ময় হয়ে গেলেন। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ ; শোনা যাচ্ছে কেবল ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ আর কলমের খসখসানি।

কেম্পের লেখা যখন শেষ হলো তখন রাত দুটো। একটা হাই তুলে কেম্প কোট, ভেস্ট খুলে ফেলে শোবার জন্য প্রস্তুত

হলেন। তেষ্টা পাওয়ায় শুতে যাবার আগে কিছু হুইস্কির সন্ধানে নীচে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে কেম্পের দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছিলো। হলঘর অতিক্রম করে সিঁড়ির কাছে আসবার সময় একটা কালো দাগ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো,—ও দাগটা কিসের হতে পারে? আবার তিনি হলঘরে ফিরে গেলেন। দাগটায় হাত দিতে সেটা শুকিয়ে-আসা রক্তের মত চটচট করে উঠলো।

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে এবং রক্তের দাগের কথা চিন্তা করতে করতে কেম্প আবার ওপরে উঠতে লাগলেন। ওপরে উঠে একটা ব্যাপারে দৃষ্টি পড়তে তিনি চমকে উঠলেন। দরজার হাতলে রক্তের দাগ রয়েছে!

নিজের হাতের দিকের তাকিয়ে কেম্প দেখলেন, সেখানে রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। তা' ছাড়াও তাঁর মনে পড়লো, নীচে নেমে আসবার সময়ে তিনি দরজা খোলা দেখে এসেছিলেন এবং হাতলটা তিনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নি। মুখের ভাব যথাসম্ভব শান্ত রেখে কেম্প দৃঢ়চিত্তে ঘরে প্রবেশ করলেন। বিছানার ওপর দৃষ্টি পড়তে দেখলেন, অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্তের দাগ রয়েছে, এবং বিছানার চাদরটাও ছেঁড়া। শেষবার যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করেছিলেন তখন এসব কিছুই তাঁর চোখে পড়েনি। বিছানার অপর দিকটায় তাকিয়ে কেম্পের মনে হলো, কেউ্ যেন শুয়ে ছিলো সেখানে।

হঠাৎ কে যেন নিম্নস্বরে বলে উঠলো, "একি, এ যে কেম্প!"

কিন্তু ওসব দৈববাণী-টানীতে কেম্পের কোনো বিশ্বাস ছিলো না।

বিছানার দিকে তাকিয়ে থেকে কেম্প চিন্তা করতে লাগলেন, 'সত্যিই কি আমি একটা কথা শুনতে পেলাম?' আবার তিনি চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। কিন্তু তবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন, কি যেন একটা ঘরের ওদিক থেকে এদিকে চলে আসছে। এক অদ্ভুত অনুভূতি তাঁকে আশ্রয় করলো। দরজাটা বন্ধ করে এগিয়ে গেলেন ডাঃ কেম্প। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলেন, একটা রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ, তাঁর আর খাটের মাঝামাঝি জায়গায় শূন্যে ঝুলছে।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন কেম্প। ব্যাণ্ডেজটার ভেতরে কিছু নেই; যদিও ব্যাণ্ডেজ ঠিক যেমন ভাবে বাঁধা থাকা উচিত তেমনিই বাঁধা রয়েছে, তবুও তার ভেতরটা খালি। ব্যাণ্ডেজটা ধরতে যাবেন কিনা চিন্তা করছেন, এমন সময় কিসের একটা স্পর্শে তিনি চমকে উঠলেন। খুব কাছ থেকে কে যেন বললো শুনতে পেলেন, "একি, কেম্প!"

"এঁ্যা!" বিস্মিত কেম্পের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কথাটা।

"ভয় পেয়োনা কেম্প," শুনতে পেলেন তিনি, "আমি একজন অদৃশ্য মানুষ।"

ব্যাণ্ডেজটার দিকে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক তাকিয়ে রইলেন কেম্প, তারপর বললেন, "অদৃশ্য মানুষ! আমি তো সমস্ত ব্যাপারটা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম! তোমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"ও!" কিছুক্ষণ পরে কেম্প আবার বললেন, "কিন্তু তা হতেই পারে না। নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো চালাকি আছে!"

এক পা অগ্রসর হয়ে ব্যাণ্ডেজটার দিকে হাত বাড়াতেই কেম্পের হাত অদৃশ্য আঙুল স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিছিয়ে এলেন, তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

"ঘাবড়িয়ো না কেম্প; দোহাই তোমার! আমার এখন সাহায্যের দরকার।"

অদৃশ্য হাতটা তাঁর বাহু চেপে ধরতেই কেম্প সেটা আন্দাজ করে আঘাত করলেন। আবার শোনা গেলো, "কেম্প, কেম্প, সামলে ওঠো।" অদৃশ্য হাতটা আরো জোরে তাঁর বাহুর ওপরে চেপে বসলো।

মুক্তিলাভের প্রবল ইচ্ছা কেম্পকে পেয়ে বসলো, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা তাঁর কাঁধ চেপে ধরে তাঁকে বিছানার ওপরে চীৎপাত করে ফেললো।

কেম্প চীৎকার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য মানুষ তাঁর হাঁ-করা মুখের ভেতরে বিছানার চাদরের একটা কোন্‌ ঢুকিয়ে দিলো। তখন কেম্প প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন।

"যুক্তি দিলেও কি তুমি বুঝবে না, কেম্প?" অদৃশ্য মানুষ বললো, "ওঃ, তুমি আমায় পাগল করে দেবে দেখছি! শুয়ে থাকো, চুপ্‌টি করে শুয়ে থাকো।"

আরো কিছুক্ষণ মুক্তির ব্যর্থ চেষ্টার পর কেম্প ক্ষান্ত হলেন।

বললেন, "আমাকে উঠতে দাও, আমি কোথাও যাবো না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে দাও আমাকে।"

কেম্প উঠে বসে ঘাড়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

"এক সাধারণ মানুষ আমি, আমাকে তুমি চিনতে—নিজেকে অদৃশ্য করেছি। গ্রিফিনকে মনে পড়ে?"

"গ্রিফিন?"

"হ্যাঁ, গ্রিফিন," অদৃশ্য মানুষ বললো, "তোমার থেকে নীচের ক্লাসে পড়তো?"

"কিন্তু গ্রিফিনের সঙ্গে এ-ব্যাপারের সম্বন্ধ কী?"

"আমিই গ্রিফিন।"

"কী ভয়ানক ব্যাপার!" কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর কেম্প বললেন, "কিন্তু এ আবার কী ধরণের যাদুমন্ত্র যার ফলে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?"

"যাদু টাদু কিছু নয়, যথেষ্ট সহজ এবং সাধারণ জিনিষ।"

"কী সাঙ্ঘাতিক! কিন্তু কেমন করে অদৃশ্য হলে?"

"আমি আহত হয়েছি, কেম্প; যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। তার ওপর আমি ক্লান্ত।...কিন্তু তুমি তো পুরুষ মানুষ, কেম্প! সামলে ওঠো। ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নেবার চেষ্টা করো। কিছু খেতে দাও আমাকে, বিশ্রাম করতে দাও একটু।"

ঘরের মধ্যে উড়ে-বেড়ানো ব্যাণ্ডেজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কেম্প। একটা চেয়ার মেঝের ওপরে ঘসতে ঘসতে তাঁর বিছানার কাছে এসে থামলো। চেয়ারটা শব্দ করে উঠতে কেম্প দেখলেন, চেয়ারের গদিটা প্রায় সিকি-ইঞ্চি বসে গেছে। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে কেম্প আর একবার নিজের ঘাড়ে হাত

বুলোলেন। "বাবা! এ যে ভুতুড়ে ব্যাপারকেও ছাড়িয়ে যায়!" বলে কেম্প বোকার মতো হেসে উঠলেন।

"যাক, তবু ভালো, যে তুমি জিনিষটা বুঝতে চেষ্টা করছো! আচ্ছা, আমাকে একটু হুইস্কি দাও দেখি! আমি প্রায় আধমরা হয়ে পড়েছি!"

"বিশেষ আধমরা তো বাপু মনে হলো না তোমাকে! কিন্তু কোথায় তুমি? উঠতে গিয়ে আবার তোমার সঙ্গে ধাক্কা খাবো না তো!...ওখানে? ও, আচ্ছা। কি বললে, হুইস্কি? ...এই নাও। কোথায় দেবো?"

গ্লাসটায় টান লাগতে কেম্প সেটা ছেড়ে দিলেন। চেয়ার থেকে কুড়ি ইঞ্চি ওপরে শূন্যে থেমে দাঁড়ালো গ্লাসটা। কেম্প তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

"এ সব...আমি বিশ্বাস করতে পারছি না...নিশ্চয় আমার মাথা খারাপ হয়েছে!"

"বাজে বোকো না," অন্তরীক্ষ বললো, "শোনো আমার কথা। আমি অনাহারে আছি। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে, কিন্তু আমার কোনো পোষাক-পরিচ্ছদ না থাকায় শীতে কষ্ট পাই।"

"কিছু খাবার দেবো? কেম্প জিজ্ঞাসা করলেন।

হুইস্কির গ্লাসটা আপনা হতেই শূন্যে কাত হয়ে গেলো। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে অদৃশ্য মানুষ বললো, "হ্যাঁ। আর, কিছু পোষাক আমাকে পরতে দিতে পারো?"

কয়েকটা পোষাক এনে কেম্প বললেন, "চলবে এগুলো?"

পোষাকগুলো কেম্পের হাত থেকে চলে গেলো; কিছুক্ষণ

শূন্যে ঝুলে থেকে নিজে হতেই বোতাম লাগিয়ে পোষাকগুলো চেয়ারে গিয়ে বসলো।

"এমন উদ্ভট ব্যাপার জীবনে কখনো দেখিনি!" কেম্প বললেন।

"কিছু খাবার দেবে?"

খানিকটা রুটি আর মাংস জোগাড় করে এনে কেম্প অতিথির সামনে টেবলের ওপরে রাখলেন।

"ছুরির জন্য ব্যস্ত হয়ো না।" অদৃশ্য মানুষ বললো। দেখা গেলো, একখণ্ড মাংস কিছুক্ষণ শূন্যে ঝুলে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কোনো শক্ত জিনিষ চিবিয়ে খাওয়ার শব্দও শুনতে পেলেন কেম্প।

"খাবার সময় আমি পোষাক পরাটা পছন্দ করি," অদৃশ্য মানুষ বললো।

"তোমার হাতের ব্যথা সেরেছে?" কেম্প জিজ্ঞাসা করলেন।

"যন্ত্রণাটা কমেছে একটু।"

"সমস্ত ব্যাপারটা এমন উদ্ভট লাগছে যে কী বলবো!"

"কিন্তু তাহলেও, যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত।"

"কিন্তু কী করে অদৃশ্য হলে বলো তো?...আর, ঐ যে বন্দুকের আওয়াজ পেলাম, ওই বা কিসের?"

"এক হাঘরেকে আমার কাজের সাহায্যের জন্য নিয়েছিলাম। ব্যাটা আমার টাকা নিয়ে পালাচ্ছিলো! শেষ পর্য্যন্ত ধরতে পারিনি।"

"সেও কি অদৃশ্য?"

"না।"

"তারপর ?"

"আর একটু খেতে না পেলে কথা বলতে বড়ো কষ্ট হচ্ছে, কেম্প। শুধু ক্ষিদে নয়, যন্ত্রণাতেও কষ্ট পাচ্ছি। এই কি একটা সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করবার মত অবস্থা ?"

কেম্প উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "যাই হোক, তুমি কাউকে গুলি-টুলি করোনি তো ?"

"না। যে হতভাগা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়েছিলো তাকে আমি দেখতেই পাইনি! আমার ব্যাপারে ওরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো। হতভাগার দল!—কিন্তু কেম্প, এটুকু খাবারে তো আমার কিছুই হবে না!"

"দেখি, আর কিছু খাবার জোগাড় করতে পারি কি না। মনে হয় না আর বিশেষ কিছু আছে।" বলে কেম্প বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে কেম্প কিছু খাবার নিয়ে ফিরে এলেন। অদৃশ্য মানুষের খাওয়া শেষ হতে তিনি অদৃশ্য মানুষকে সেই ঘরে শুতে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ষোলো

কেম্প অদৃশ্য মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কেউ তার সঙ্গে শত্রুতা করবে না। কিন্তু অদৃশ্য মানুষ তাঁর কথায় নির্ভর করতে পারেনি। কেম্প বলেছিলেন, দরকার হলে ঘরের জানলাদুটো দিয়ে পালানো যেতে পারে। জানলাদুটো পরীক্ষা করে অদৃশ্য মানুষ দেখলো, কেম্প মিথ্যে বলেন নি। বাইরে

রাত্রি নিঝুম, নির্জ্জন; কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ অস্তগামী। ঘরের দরজাগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে অদৃশ্য মানুষ নিশ্চিন্ত হলো। অদৃশ্য মানুষের হাই তোলার শব্দ শুনতে পেলেন কেম্প। অদৃশ্য মানুষ বললো, "তোমাকে যে আজ এই অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে পারছি না, এজন্য কিছু মনে করো না। বিশ্বাস করো, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেমন অদ্ভুত, তেমনি ভয়াবহ। কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, তাতে সন্দেহ নেই। ভেবেছিলাম এ আবিষ্কারের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখবো, কিন্তু তা' আর সম্ভব হচ্ছে না। এ কাজে আমার একজন সহকর্ম্মী দরকার। তোমার সাহায্য পেলে....আমরা এমন অনেক কিছু করতে পারবো...কিন্তু সেকথা এখন থাক, কেম্প; কাল বলবো তোমাকে। আমার এখন অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছে।"

পরদিন সকালে কেম্প অতিথির ঘর থেকে একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলেন—চেয়ার ছুঁড়ে ফেললে যেমন শব্দ হয় কতকটা সেইরকম শব্দ। কাঁচ ভাঙার শব্দও সেই সঙ্গে তাঁর কানে এলো। তাড়াতাড়ি অদৃশ্য মানুষের ঘরে গিয়ে কেম্প জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি?"

"কিছু না।"

"তবে ও কিসের শব্দ শুনলাম?"

"ও নেহাৎ রাগের মাথায় করে ফেলেছি। হাতটার কথা ভুলে গেছলাম। হাতের ব্যথাটা অত্যন্ত বেড়েছে।"

"এ তাহলে তোমার একটা দুর্ব্বলতা বলো?"

"হ্যাঁ।"

কেম্প বললেন, "তোমার সমস্ত বৃত্তান্তই কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।" একথা শুনে অদৃশ্য মানুষ একটা শপথ করে উঠলো। "প্রাতরাশে এসো। সব প্রথমে কিন্তু তোমার এই অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।" এই পর্য্যন্ত বলে কেম্প চকিত দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

"ব্যাপারটা এমন কিছু জটিল নয়—" গ্রিফিন বললো।

"তোমার কাছে হয়তো তাই, কিন্তু—" বলে কেম্প হেসে উঠলেন।

"প্রথম-প্রথম অবশ্য ব্যাপারটা আমার কাছেও অত্যন্ত অদ্ভুত বলেই মনে হয়েছিলো," গ্রিফিন বললো, "কিন্তু তারপর দেখলাম, প্রচুর সম্ভাবনার ইঙ্গিত এর মধ্যে রয়েছে। এর সাহায্যে আমরা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবো। চেসিল্স্টোতে থাকবার সময়েই এ সম্ভাবনা প্রথম আমার মাথায় আসে।"

"চেসিল্স্টো ?"

"লণ্ডন থেকে আমি যাই চেসিল্স্টোতে। জানো তো, ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে আমি পদার্থবিদ্যা পড়তে শুরু করি। পদার্থ-বিদ্যার আলোক-সম্পর্কিত গবেষণায় চিরদিনই আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিলো।"

"ও !"

"ঠিক করলাম, এই গবেষণাতেই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবো। প্রাণপাত পরিশ্রম শুরু করলাম। মাত্র ছয় মাস যেতে-না-যেতেই হঠাৎ নিতান্ত আকস্মিক ভাবে আমার গবেষণায় আলোক-সম্পাত হলো। যে কোনো বস্তুতে, এমনকি, মনুষ্যদেহে পর্য্যন্ত এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আবিষ্কার করলাম। যে

শয়তানটাকে আমার কাজের সহায়ক হিসেবে নিয়েছিলাম, আমার ডায়েরীগুলো লুকিয়ে রেখেছে সে। অনেক অপূর্ব্ব তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতে। কোনো বিশেষ ক্রিয়াপদ্ধতির কথা যে তাতে লেখা রয়েছে তা' নয়,—তাতে রয়েছে এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার ইঙ্গিত। দেখলাম, যে কোনো পদার্থের অন্যান্য গুণাবলী বজায় রেখে, (কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তার বর্ণে পরিবর্ত্তন এনে) যদি তার প্রতিসরাঙ্ক (refracting index) ক্রমশঃ হ্রাস করা হয়, তাহলে একসময়ে তাকে কার্য্যতঃ বাতাসের সমান স্তরে নিয়ে আসা সম্ভব।"

কেম্প বললেন, "হ্যাঁ, মেনে নিলাম নাহয়, তাতে করে কোনো মূল্যবান পাথরকে নষ্ট করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মানুষকে অদৃশ্য করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার নয় কি ?"

"ঠিক বলেছো। কিন্তু একটু ভেবে ছাখো, কেম্প। কোনো পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কেন ? তার ওপরে আলোকের প্রতিক্রিয়ার ফলে। আচ্ছা, একবারে গোড়া থেকেই তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছি। এতে আমার বক্তব্য অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। যে কোনো পদার্থের বিষয়ে এটুকু নিশ্চয় জানো, তাতে আলো শোষিত (absorbed) প্রতিফলিত (reflected) অথবা প্রতিসৃত (refracted) হয়, কিংবা একই সঙ্গে আলো শোষিত, প্রতিফলিত এবং প্রতিসৃত হয়। কিন্তু এমন যদি কখনো হয় যে সে পদার্থে আলো প্রতিফলিত, প্রতিসৃত অথবা শোষিত হচ্ছে না, তবে সে পদার্থ আপনা থেকে দৃশ্যমান হতে পারে না। যেমন ধরো, কোনো অনচ্ছ (opaque) লাল রঙের কৌটো। আমরা তা' দেখতে পাই কেন ? কারণ

তার রঙে আলোর কিছুটা শোষিত হয়, এবং বাকীটা প্রতিফলিত হয়। ঐ বাকীটা হলো আলোর লাল অংশ। কিন্তু ওতে যদি আলোর কিছুমাত্র শোষিত না হয়ে সবটাই প্রতিফলিত হতো, তাহলে ওটা চকচকে সাদা দেখাতো। কিন্তু কৌটোটা যদি হীরের হতো তাহলে তার মসৃণ অংশে আলো শোষিত অথবা প্রতিফলিত হতো না; তবে, কৌটোটার বিশেষ বিশেষ জায়গায় আলো প্রতিফলিত অথবা প্রতিসৃত হতো,—এরই ফলে হীরেকে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতে দেখা যায়। কৌটোটা কাঁচের হলে তা' অত উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতে পারতো না বা অত স্পষ্ট দৃশ্যমান হতো না, কারণ প্রতিফলন অথবা প্রতিসরণের ক্ষমতা তার হীরের চেয়ে কম। কাঁচের মধ্যেও ধরো, কোনো কোনো কাঁচ সাধারণ কাঁচের থেকে বেশী স্পষ্ট। জানলার সাধারণ কাঁচের থেকে কোনো পুরু কাঁচ অনেক বেশী স্পষ্ট দেখা যায়। খুব পাতলা সাধারণ কাঁচ কম আলোয় প্রায় দেখাই যায় না, কারণ, যেমন তা' খুব সামান্য আলো শোষণ করে, তেমনি খুব সামান্য আলোই তা' থেকে প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়। এবং এই রকম কোনো পাতলা কাঁচকে যদি জলে ডুবিয়ে রাখো,—জলের থেকে ঘন কোনো তরল পদার্থে ডুবিয়ে রাখলে তো কথাই নেই, তাহলে দেখবে, তা' একরকম অদৃশ্যই হয়ে গেছে। এর কারণ, জলের ভেতর দিয়ে আসায় সেই আলোর প্রতিক্রিয়া কাঁচের ওপরে অতি সামান্যই দেখা দেয়।"

"হ্যাঁ, এ খুব সহজ কথা," কেম্প বললেন, "যে কোনো স্কুলের ছেলেই আজকাল তা' জানে।"

"যে কোনো স্কুলের ছেলে জানে, এমন আর একটা ব্যাপার তোমায় বলছি। কাঁচ গুঁড়ো হলো তা' সাধারণ কাঁচের থেকে অনেক বেশী দৃশ্যমান হয়। যত বেশী গুঁড়ো করা যায় ততই তার আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং আয়তন বৃদ্ধির ফলে তাতে আলো অনেক বেশী পরিমাণে প্রতিফলিত অথবা প্রতিসৃত হয়। গুঁড়ো হতে হতে শেষ পর্য্যন্ত তা পরিণত হয় অনচ্ছ সাদা পাউডারে। কাঁচের গুঁড়োর প্রত্যেকটি টুকরোয় আলো প্রতিফলিত এবং প্রতিসৃত হয়; খুব সামান্য আলোই কাঁচের গুঁড়ো ভেদ করে যেতে পারে। কিন্তু দেখবে, কাঁচের গুঁড়ো জলে ফেললেই তা' অদৃশ্য হয়ে গেছে। এর কারণ হলো, জল আর কাঁচের গুঁড়োর প্রতিসরাঙ্ক (refracting index) প্রায় সমান। অর্থাৎ, জল থেকে কাঁচের গুঁড়োয় কিংবা কাঁচের গুঁড়ো থেকে জলে যাবার সময় আলো খুব সামান্যই প্রতিফলিত অথবা প্রতিসৃত হয়।

"কাঁচকে যেমন তার প্রায়-সমান প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো তরল পদার্থের মধ্যে রাখলে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়, তেমনি যে কোনো স্বচ্ছ পদার্থকেও তার প্রায়-সমান প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে রাখলে তা অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করলেই বুঝবে, কাঁচের গুঁড়োর প্রতিসরাঙ্ক যদি বাতাসের প্রতিসরাঙ্কের সমান করা যায় তাহলে কাঁচের গুঁড়ো বাতাসেও অদৃশ্য থাকবে। তখন আর কাঁচের গুঁড়ো থেকে বাতাসে যেতে হলে আলো কিছুমাত্র প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হবে না।"

"হ্যাঁ, তোমার কথা বুঝলাম," কেম্প বললেন। "কিন্তু মানুষ তো আর গুঁড়ো কাঁচ নয়!"

"তা তো নয়ই ; মানুষ যে তার থেকেও বেশী স্বচ্ছ !"

"বাজে বোকো না।"

"ডাক্তার হয়েও একথা বললে তুমি ? কী আশ্চর্য্য, এই দশ বৎসরের মধ্যেই পদার্থবিদ্যা সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছো ? এমন কত জিনিষ আছে বলতো, যা প্রকৃতপক্ষে স্বচ্ছ হলেও ঠিক স্বচ্ছ দেখায় না ! যেমন ধরো, কাগজ। কাগজ স্বচ্ছ উপাদানে তৈরি। গুঁড়ো কাঁচকে যে কারণে সাদা বা অনচ্ছ দেখায়, কাগজকেও ঠিক সেই কারণেই সাদা বা অনচ্ছ দেখায়। কাগজে যদি এমন করে তেল মাখানো যায় যাতে তার কোথাও কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে, তাহলে দেখবে, তা কাঁচের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শুধু কাগজই নয়,—সূতো, উল, কাঠ, হাড়, মাংস, চুল, নখ, শিরা-উপশিরা, মনুষ্যদেহের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—স্বচ্ছ, বর্ণহীন উপাদানে তৈরি। কেবলমাত্র রক্তের লাল রঙ আর চুলের রঙ এর ব্যতিক্রম। প্রাণীমাত্রেরই দেহের উপাদান ধরতে গেলে জলের মতোই অনচ্ছ।"

"হ্যাঁ হাঁ, ঠিক !" কেম্প বলে উঠলেন, "কালই রাত্রে আমি সমুদ্রের অদৃশ্য জীবজন্তুর কথা চিন্তা করছিলাম।"

"এইবার তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে। লণ্ডন ছাড়বার এক বছরের মধ্যেই আমি এ পর্য্যন্ত বুঝেছিলাম। সে ছয় বছর আগেকার কথা। খুব সন্তর্পণে, কাউকে না জানিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়েছিলো, পাছে কেউ আমার আবিষ্কার চুরি করে— বিজ্ঞান-জগতে এ-ধরণের চুরির কথা তোমাকে নতুন করে বলতে হবে না। ক্রমে আমার কাজ অগ্রসর হতে লাগলো। ঠিক করেছিলাম, আগে থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে কাজ সম্পূর্ণ

করবো, তারপর আমার আবিষ্কার জগতে প্রকাশ করে সকলকে স্তম্ভিত করে দেবো। আমার কাজ অব্যাহত চলতে লাগলো। হঠাৎ, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমি এক আবিষ্কার করে বসলাম।”

“কী?”

“জানো তো, রক্তের লাল রঙকে তার সমস্ত গুণাবলী বজায় রেখেও সাদা অথবা বর্ণহীন করা সম্ভব। এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই আমার আবিষ্কার সম্পূর্ণ হলো। বুঝলাম, এখন আমি যে কোনো প্রাণীকে অদৃশ্য করতে পারি। এমন কি নিজেও অদৃশ্য হতে পারি! নিজেকেও অদৃশ্য করতে পারি, এই চিন্তায় উত্তেজনার আতিশয্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। অদৃশ্য মানুষের অমেয় সম্ভাবনার কথা আমার মনে আসতে লাগলো।

“তিন বছরের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে একে একে বাধা দূর হতে লাগলো। কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারলাম না, কারণ সাধনায় সফলতা লাভ করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার সংস্থান আমার ছিলো না। তিন বছর কঠোর সাধনার পর আমাকে এভাবে হতাশা বরণ করতে হলো।” বলে অদৃশ্য মানুষ জানলার কাছে গিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত করলো। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললো, “আমার বৃদ্ধ পিতার কাছ থেকে চুরি করলাম।

“টাকাটা বাবার নিজের ছিলো না; তিনি আত্মহত্যা করলেন।”

আঠারো

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা কবন্ধ মূর্ত্তিটার দিকে কেম্প কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ তাকিয়ে রইলো। তারপর অদৃশ্য মানুষকে জানলার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বললো, "তুমি ক্লান্ত, অথচ আমি তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে বসে আছি। এসো, আমার চেয়ারে বসবে।"

গ্রিফিন আর জানলার মাঝামাঝি একটা জায়গা কেম্প দখল করলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর গ্রিফিন আবার তার কাহিনী শুরু করলো।

"ইতিমধ্যে আমি চেসিলস্টো'র কলেজ ছেড়ে দিয়েছি। এ হলো গত ডিসেম্বর মাসের কথা। লণ্ডনে একটা বেশ বড় ঘর ভাড়া করে আমি বসবাস শুরু করেছি। অনেক রকমের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে ইতিমধ্যে আমার ঘর ভরে উঠেছে। খুঁটিনাটি দুয়েকটা ব্যাপার ভিন্ন তখন আর আমার গবেষণার পথে কোনো বাধা রইলো না।

"আমার গবেষণার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আর এক সময়ে তোমাকে বলবো। দুয়েকটা বিষয়, যা' আমি মনে করে রেখে-ছিলাম, তা' ভিন্ন সমস্ত কিছুই ঐ ডায়েরীতে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

"প্রথমে একটুকরো সাদা পশমের ওপরে আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। ধোঁয়ার মত যেন মিলিয়ে গেলো পশমটা। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! আন্দাজ করে হাত দিতেই পশমটা

অনুভব করলাম। আবার সেটা মেঝেয় ফেলে দিলাম। এবার খুঁজে পাওয়াই কঠিন হলো।

"হঠাৎ পেছন থেকে একটা শব্দ শুনে চমকে ফিরে দেখি, একটা সাদা বেড়াল জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা ফন্দী আমার মাথায় এলো। 'সব তৈরি তোর জন্যে, চলে আয়!' শীষ দিয়ে বেড়ালটাকে ডাকলাম। বেড়ালটা ঘরে এলো। বেড়ালটার ক্ষিদে পেয়েছিলো, আমি তাকে একটু দুধ খেতে দিলাম। বেড়ালটা তখন সমস্ত ঘরটা শুঁকে বেড়াতে লাগলো,—এমন ভাব দেখালো যেন সে এখানেই থেকে যেতে চায়। অদৃশ্য পশমটার ব্যাপারে বেশ ঘাবড়ে গেছলো বেড়ালটা, খুব খানিকটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করতে লাগলো। তখন তাকে বিছানায় তুলে আরাম করে শুতে দিলাম।"

"বেড়ালটাকে তুমি অদৃশ্য করলে?"

"হ্যাঁ। চারঘণ্টা সময় লেগেছিলো।"

"তুমি বলতে চাও তাহলে, একটা বেড়াল অদৃশ্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

"হ্যাঁ, যদি তাকে কেউ মেরে না ফেলে থাকে। কেন, এ আর এমন কী?"

"না, এমন আর কী?" কেম্প বললেন, "তারপর?"

কয়েক মিনিট নীরব থেকে গ্রিফিন আবার বললো, "তখন আমার একমাত্র চিন্তা, কাজটা শেষ করতে হবে, এবং তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে; কারণ টাকা ফুরিয়ে আসছে।

"এদিকে বেড়ালের চীৎকারে বাড়ীওয়ালীর সন্দেহ হয়, আমি তার বেড়ালের ওপরে জীবব্যবচ্ছেদ করছি। বুঝলাম, এখানে

আর বাস করা চলবে না। কিন্তু এ ঘর ছেড়ে দিয়ে নতুন বাড়ীতে গিয়ে আবার কাজ শুরু করতে হলে দেরি হয়ে যাবে। আমার সম্বল মাত্র কুড়ি পাউণ্ড, তারও প্রায় সবটাই ব্যাঙ্কে। অথচ ওরা আমার ঘর খুঁজে দেখবে, খোঁজখবর নেবে। কী করা যায়!

"ভেবে দেখলাম, অদৃশ্য হওয়াই একমাত্র উপায়। সেদিন রাত্রেই আমি অদৃশ্য হলাম।

"প্রথমটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিলো; অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠেছি পর্য্যন্ত! নিজের হাতদুটোর দিকে যেভাবে তাকিয়েছিলাম, সে আমার চিরদিন মনে থাকবে। প্রথমটা কাগজের মত সাদা, তারপর একটু একটু করে কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে গেলো হাতদুটো। তারপর একটু একটু করে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। প্রথমটা আমি অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলাম। নিজের পা দেখতে না পাওয়ায় চলতে অত্যন্ত অসুবিধে হচ্ছিলো।

"পরদিন সকালে দরজায় শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ততক্ষণে আমার প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। বিছানায় বসে বাইরে থেকে কথাবার্ত্তার শব্দ শুনতে পেলাম। পরক্ষণেই আবার দরজায় আঘাতের শব্দ হলো; শুনলাম, ওরা আমার নাম ধরে ডাকছে। ওদের ডাকে সাড়া দিয়ে খানিকটা সময় নিলাম। জানলাটা খুলে বাইরে এসে লক্ষ্য করতে লাগলাম। বাড়ীওয়ালা আর তার দুই ছেলে ঘরে প্রবেশ করলো।

"ঘর খালি দেখে ওরা যে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছিলো, এ

বলাই বাহুল্য। ছেলেদের একজন তাড়াতাড়ি এসে জানলা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখলো। আমার দেহ ভেদ করে ওর দৃষ্টি চলে গেলো। বাকী দুজনেও ওর মতো জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। তারপর বুড়ী এসে উঁকি মেরে দেখলো খাটের তলাটা।

“ইতিমধ্যে একসময়ে আমি ঘরে প্রবেশ করে ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। একটা দেশলাইয়ের বাক্স আমার চোখে পড়লো। ওরা নীচে নেমে আসবার পর আমি আবার ঘরে ফিরে গেলাম! তারপর ঘরের সমস্ত আসবাব, কাগজ, খাতাপত্র, সমস্ত একজায়গায় জড়ো করে গ্যাস খুলে আগুন ধরিয়ে দিলাম।”

“বাড়ীটায় আগুন ধরিয়ে দিলে তুমি।”

“হ্যাঁ, আগুন ধরিয়ে দিলাম। কোনো চিহ্ন না রেখে পালাতে হলে এ ভিন্ন আর অন্য উপায় ছিলো না। তারপর আমি রাস্তায় নেমে গেলাম।”

“এদিকে নিজের পা দেখতে না পাওয়ায় প্রথমটা পথ চলতে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছিল। যাই হোক, কোনরকমে সাবধানে পথ চলতে লাগলাম। অন্ধের দেশে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি গিয়ে উপস্থিত হলে তার যেরকম মনোভাব হতে পারতো আমার মনের ভাবও কতকটা সেইরকম হলো। পথিককে চমকে দেওয়ার, তাদের পিঠ চাপড়াবার, তাদের মাথা থেকে হ্যাট খুলে দেবার প্রবল ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসলো। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

“পাছে কারো সঙ্গে ধাক্কা লাগে সেই ভয়ে আমাকে পথের

ধার দিয়ে চলতে হলো। অমসৃণ পথে খালি পায়ে চলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পাচ্ছিলাম। তখন জানুয়ারী মাস, বেশ উজ্জ্বল দিনটা। শরীরে কোন পোষাক না থাকায় অত্যন্ত শীত করছিলো। অদৃশ্য হবার সময় এ-সব অসুবিধের কথা একবারও মনে হয়নি।

"একটা খালি ঘোড়ার গাড়ীকে আমার পাশ দিয়ে যেতে দেখে হঠাৎ এক সুন্দর মতলব আমার মাথায় খেলে গেলো। চট্ করে গাড়ীটায় চড়ে বসলাম।

"অদৃশ্য হবার প্রথম ঝোঁকে যে উন্মাদনা আমাকে আশ্রয় করেছিলো, এই দশ মিনিটের মধ্যেই তা দূর হয়ে গেছে। তখন আমার একমাত্র চিন্তা, কেমন করে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।

"কিছুদূর পর্য্যন্ত যাবার পর হঠাৎ একটি লম্বা স্ত্রীলোক পাঁচ-ছয়টা বই নিয়ে আমি যে গাড়ীটায় যাচ্ছিলাম সেটিকে ডাকলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে কোনরকমে রক্ষা পেলাম।

"এমন সময় একটা ছোট কুকুর হঠাৎ নাক নীচু করে আমার দিকে তেড়ে এলো। এ বিপদের সম্ভাবনার কথাও আমার আগে মনে হয়নি। মানুষের কাছে যেমন তার চক্ষু, কুকুরের কাছে তেমনি তার নাসিকা। মানুষ যেমন চোখে দেখে, কুকুর তেমনি তার ঘ্রাণশক্তি দিয়ে মানুষের উপস্থিতি টের পায়। এমন ভাবে সে লাফাতে আর চীৎকার করতে শুরু করলো যে, সে যে আমার অস্তিত্ব টের পেয়েছে একথা বুঝতে আমার সময় লাগলো না। কিছুদূর পর্য্যন্ত কুকুরটা আমার পিছু পিছু চললো, তারপর হঠাৎ

মুখের প্রায় সমস্তটাই অদৃশ্য ছিলো—পৃঃ ৫

একজায়গায় বাজনার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমাকে অনুসরণ করা ছেড়ে দিলো।

"আমি এগিয়ে চললাম। দুটো ছেলে যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো, তা আমি লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ একটি ছেলে বলে উঠলো, 'ছ্যাখো, ছ্যাখো!' 'কী?' অপর ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো। প্রথম ছেলেটি বললো, 'ঐ যে. পায়ের দাগ,—খালি পায়ের! কাদায় পা দিলে যেমন দাগ হয়!'

"নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার কাদামাখা পায়ের ছাপ রাস্তার ওপরে পড়েছে এবং অবাক বিস্ময়ে ছেলেটি তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। অন্য সবাই তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ছেলেদুটো তখনো আমার পায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। একজন বললো, 'একটা লোক খালি পায়ে এই পথে চলে গেছে। তার পা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিলো। ঐ দ্যাখো, টেড্!' বিস্মিত, তীক্ষ্ণ স্বরে কথাটা বলে ছোট ডিটেক্‌টিভটা সোজা আমার পায়ের দিকে দেখিয়ে দিলো। 'হ্যাঁ, সত্যিই তো! পা-ই তো বটে!' বলে সে হাত বাড়িয়ে আমার দিকে অগ্রসর হলো। ওর এই হাত বাড়ানো দেখে একটা লোক আর একটা মেয়ে থেমে দাঁড়ালো। আর একটু হলেই ছেলেটা আমাকে ছুঁয়ে ফেলতো! ওদের দেখাদেখি আরো অনেকে আমার পায়ের দাগ লক্ষ্য করলো।

"অতি কষ্টে ওদের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। কিছুদূর যাবার পর দেখলাম, এক অন্ধ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধের তীক্ষ্ম অনুভূতি-শক্তির কথা চিন্তা করে তাড়াতাড়ি তাকে এড়িয়ে গেলাম।

"ঠাণ্ডা লেগে ইতিমধ্যে আমার সর্দ্দি হয়েছিলো, কিছুতেই হাঁচি চাপতে পারছিলাম না। এর ওপর কুকুরমাত্রেই আমার কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠেছিলো।

"হঠাৎ যে যেখানে ছিলো দৌড়তে শুরু করলো। আগুন লেগেছে! আমার বাড়ী লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে সবাই। সেদিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার বাড়ীতে আগুন জ্বলছে। আমার জামা-কাপড়, যন্ত্রপাতি, আমার যথাসর্ব্বস্ব,—সমস্ত ঐ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, আমার চেক বই আর ডায়েরী বইগুলো কেবল অন্যত্র থাকায় রক্ষা পেয়েছে।"

এই পর্য্যন্ত বলে অদৃশ্য মানুষ চুপ করে কি চিন্তা করতে লাগলো। জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে দেখে কেম্প বললেন, "তারপর?"

"জানুয়ারীর শীতে এভাবে আমাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় পথ চলতে হলো। পরিশ্রান্ত হয়ে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি অগ্রসর হলাম। অদৃশ্য মানুষের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ উপলব্ধি তখনো আমার হয়নি। কোনো আশ্রয় নেই, সাজসরঞ্জাম নেই, এমন একজন মানুষ পর্য্যন্ত নেই যার কাছে আমার এই অবস্থার কথা খুলে বলতে পারি, কারণ সে ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তার ওপরে ছেড়ে দিতে হবে। যাই হোক, সে সব কথা তখন আমার মনে স্থান পায় নি; তখন আমার একমাত্র চিন্তা, কী ভাবে এই তুষারের হাত থেকে রক্ষা পাবো, জামা-কাপড় পরতে পারবো। ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার চিন্তা পরেও হতে পারে।

"হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। গাওয়ার

স্ট্রীট থেকে টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের দিকে যেতে যে রাস্তাগুলো পড়ে তার একটা ধরে কিছুদূর যেতে একটা বড় দোকানের সামনে উপস্থিত হলাম। এ হলো সেই ধরণের বাড়ী যেখানে যে-কোনো বস্তু কিনতে পাওয়া যায়।—মাংস, মুদিখানা, জামাকাপড়, আসবাবপত্র, পোষাক, এমন কি অয়েল-পেন্টিং পর্য্যন্ত।—কোনো একটা দোকান না বলে অনেকগুলো দোকানের সমষ্টি বললেই ঠিক হয়। ভেবেছিলাম দরজা খোলা পাবো, কিন্তু দেখি, দরজা বন্ধ রয়েছে। হঠাৎ একটা গাড়ী বাড়ীটার প্রবেশপথের কাছে দাঁড়ালো এবং একজন তকমাধারী লোক দরজা খুলে প্রবেশ করলো। সেই সুযোগে আমিও ভেতরে প্রবেশ করলাম।

"ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে একটা খাট-বিছানার দোকানে পৌঁছলাম। সেখানে বেশ একটা বিশ্রামের উপযোগী জায়গার সন্ধান পাওয়া গেলো। ঠিক করলাম, কোনো সুযোগে কিছু খাবার আর ছদ্মবেশের উপযোগী পোযাক জোগাড় করে আপাদ-মস্তক আবৃত করে বেরিয়ে পড়বো। দেখতে হয় তো কতকটা কিম্ভুত-কিমাকার হবো, কিন্তু তবুও সন্দেহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তারপর কিছু টাকাকড়ি নিয়ে, বইপত্রগুলো হাত করে কোথাও আশ্রয় নেওয়া যাবে। তারপরের ব্যাপার তখন নিশ্চিন্ত মনে চিন্তা করবার অবসর পাবো।

"মোজা, কম্ফর্টার, ট্রাউজার্স, হ্যাট, জ্যাকেট আর একটা ওভারকোট সংগ্রহ করতে সময় লাগলো না। সেগুলো পরবার পর আবার যেন নিজেকে কতকটা মানুষ বলে মনে হলো। এখন খাবারের চিন্তা। খাবার জুটতেও দেরি হলো না। তারপর একটা খেলনার দোকানে কৃত্রিম নাকের সন্ধান পেলাম। নাকটা সত্যিই

একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ; শেষ পর্য্যন্ত ভেবেছিলাম নাকটা রঙ করবো কি না। এভাবে নাকের সমস্যা মিটতে তখন আমার চশমা আর মুখোসের কথাও মনে পড়লো। তারপর একরাশ পালকের লেপের ওপরে মহা আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। শুনলাম,কারা যেন কথা বলছে। দুজন লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে লক্ষ্য করলাম। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তাকাতে লাগলাম চারিদিকে, যদি কোনমতে পালাতে পারি। কিন্তু তাদের দৃষ্টি এড়াতে পারলাম না। ওরা হয়তো শুধু দেখলো, মানুষের মতো একটা আকৃতি চলে যাচ্ছে। 'কে ?' একজন চীৎকার করে উঠলো। অপর লোকটা বলে উঠলো, 'এই, দাঁড়াও !'—মনে থাকে যেন, আমার মুখ তখনো অদৃশ্য—প্রাণপণে দৌড়োতে দৌড়োতে একটা বছর পনেরোর ছোকরার সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। চীৎকার করে উঠলো ছেলেটা। শেষ পর্য্যন্ত ছুটতে ছুটতে একটা দোকানের কাউণ্টারের পেছনে লুকোলাম। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে সেখানে লুকিয়ে রইলাম। পোষাক খুলে ফেললেই যে আর ওরা আমাকে কিছু করতে পারবে না, আশ্চর্য্য, এ কথা একবারও মনে হলো না।

"কাউণ্টারটার সামনে দিয়ে চীৎকার করতে করতে ওরা চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কে একজন বলে উঠলো, 'এই, এই যে !'

সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার প্রাণভয়ে ছুট লাগালাম। আরো অনেকক্ষণ ছোটাছুটির পর শেষপর্য্যন্ত অন্য উপায় না দেখে আমি সমস্ত পোষাক খুলে ফেলে ওদের হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম।

"অদৃশ্য মানুষের অসুবিধে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়তো এতক্ষণে তোমার হয়েছে। আশ্রয় পাবার কোনো উপায় নেই, জামাকাপড় পরবার পর্য্যন্ত উপায় নেই, কারণ তাহলে আমাকে এক কিম্ভুতকিমাকার ভয়ঙ্কর প্রাণীতে পরিণত হতে হবে। নিশ্চিন্ত মনে যে খেতে পারবো সে উপায়ও নেই, কারণ যা কিছু খাবো, যতক্ষণ না তা হজম হচ্ছে তা আমার শরীরের ভেতরে দেখা যাবে।"

"তা' বটে, এ কথাটা আমার মনে হয়নি।" কেম্প বললেন।

"আমারও না। তা' ছাড়াও, তুষারপাতের সময়ও আমার বেরোবার উপায় নেই, কারণ তাহলেই তুষার আমার ওপরে জমে উঠে আমাকে আবার দৃশ্যমান করে তুলবে। ঠিক সেই কারণেই আমার বৃষ্টিকেও ভয় করতে হবে। তা'ছাড়া ধুলো লেগেও আমার পা দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পারে।

"তখন আমার একমাত্র চিন্তা, কী করে আবার পোষাক জোগাড় করতে পারি? কিছুক্ষণ চলবার পর আমি ড্রুরি লেনের কাছে একটা ছোট দোকান দেখতে পেলাম। এইরকম একটা দোকানেরই আমি সন্ধান করছিলাম। দোকানটায় হরেকরকম জিনিষ বিক্রী হয়,—থিয়েটারের পোষাক, মেকি হীরে জহরৎ, জুতো, আরো অনেক কিছু। অত্যন্ত সেকেলে ধরণের দোকানটা,—যেমন নীচু তেমনি অন্ধকার। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি দোকানটায় প্রবেশ করলাম। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কারো সাড়াশব্দ পেলাম না; তারপর হঠাৎ ভারী পায়ের শব্দ আমার কানে এলো। একজন লোক দোকানে প্রবেশ করলো।

"ইতিমধ্যে আমি আমার মতলব স্থির করে নিয়েছি। ওপর তলায় গিয়ে, সবার অগোচরে সুযোগ বুঝে দরকারমত পোষাক সংগ্রহ করবো। তখন আর আমাকে দেখে কারো আর যাই হোক সন্দেহ হবে না। এবং বলা বাহুল্য, টাকাকড়ি কিছু হাতে পেলে তাও হস্তগত করতে ভুলবো না।

"যে লোকটা ঘরে প্রবেশ করলো তার শ্রবণশক্তি অসম্ভব প্রখর ছিলো। আমার সামান্যতম নড়াচড়ার শব্দ পর্য্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলো সে। আমাকে দেখতে না পেলেও আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সে ক্রমেই নিঃসন্দেহ হতে লাগলো। শেষপর্য্যন্ত সে আমাকে অনুসরণ করতে করতে একে একে দরজাগুলো বন্ধ করতে শুরু করলো। মহা বিপদে পড়লাম। অবশেষে আর অন্য উপায় না দেখে আমি ওর মাথার আঘাত করলাম।"

"ওর মাথায় আঘাত করলে তুমি!" কেম্প বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ, ওকে অজ্ঞান করে ফেললাম। ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলো, এমন সময় আমি একটা টুল নিয়ে পেছন থেকে ওকে আঘাত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।"

"কিন্তু,—মনুষ্যত্বের সাধারণ মাপকাঠি—"

—"সে সাধারণ মানুষের পক্ষেই খাটে। আমার অবস্থাটা তুমি যে ভুলে যাচ্ছো, কেম্প! আমাকে বাড়ী থেকে বেরোতে হবে,—এবং ওকে না জানিয়েই আমাকে তা' করতে হবে। এ ভিন্ন অন্য কোনো উপায় আমি দেখলাম না। তারপর ওর মুখের ভেতরে খানিকটা কাগজ গুঁজে দিয়ে ওকে বেশ করে বেঁধে ফেললাম।"

"বেঁধে ফেললে!"

"মানে, পুঁটলির মতন আরকি!—ভাখো কেম্প, তুমি যে-ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছো তাতে মনে হয় যেন আমি একজন হত্যাকারী! ভুলে যেয়োনা, লোকটা রিভলভার নিয়ে আমাকে অনুসরণ করছিলো।"

"তাহলেও,—আজকের দিনে, ইংলণ্ডে! তাছাড়াও ধরো, লোকটা ছিল তার নিজের বাড়ীতে, আর তুমি সেখানে,—ডাকাতি করতেই তো গেছলে!"

"ডাকাতি! বলো কি কেম্প! এবার হয়তো তুমি আমাকে চোরই বলবে দেখছি! সেই পুরোণো পাপপুণ্যের কথা নিশ্চয় তুমি এখন তুলবে না! আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো না তুমি?"

"কিন্তু তার অবস্থাটাও ভাবো!"

সিধে দাঁড়িয়ে উঠে অদৃশ্য মানুষ বললো, "কী বলতে চাও তুমি?"

কেম্পের মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সংযত হয়ে বললেন, "তবে হ্যাঁ, এ হয়তো তুমি বাধ্য হয়েই করেছিলে। মুস্কিলে পড়েছিলে তুমি। কিন্তু তাহলেও—"

"মুস্কিলে পড়েছিলামই তো! মহা মুস্কিলে পড়েছিলাম। যেভাবে রিভলভার নিয়ে আমাকে এ ঘর থেকে ও ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো! "এজন্য কি তুমি আমাকে অপরাধী করছো?"

"অপরাধী আমি কাউকে করি না। সে সব পুরোণো হয়ে গেছে।—তারপর কী হলো?"

"সমস্ত বাড়ীটা তন্নতন্ন করে খোঁজবার পর আমি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করে একটা ব্যাগে ভরে ফেললাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, মুখে-চোখে রঙ লাগিয়ে বেরোবো। কিন্তু তাতে একটা মস্ত অসুবিধে, যে হঠাৎ অদৃশ্য হবার দরকার হলে তা' সম্ভব হবে না। শেষপর্য্যন্ত একটা কাজচালানো গোছের নাক জোগাড় করলাম, তারপর রঙীন চশমা, তামাটে গোঁফ আর একটা লম্বা পোষাক পরে ফেললাম। তারপর বাকী পোষাকগুলো পরে নিয়ে, একটা ডেস্ক থেকে কিছু টাকা তুলে নিলাম। এবার আমি নিশ্চিন্তমনে পথে বেরোতে পারি।

"এমন সময় আমার মনে একটা সন্দেহ জাগলো,—সত্যিই কি আমি এখন সন্দেহের অতীত? একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। অদ্ভুত দেখাচ্ছে, সন্দেহ নেই,—কতকটা থিয়েটারে-দেখা কৃপণের মতো,—কিন্তু তাহলেও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।" তখন আমি বেরিয়ে পড়লাম।

"ভেবেছিলাম, আর আমার কোনো বাধা রইলো না, যা খুসি তাই করতে পারবো। এবং যদি কখন বিপদে পড়ি তো পোষাক খুলে ফেললেই আবার অদৃশ্য হওয়া যাবে। ঠিক করলাম, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করবো, ভালো হোটেলে ভালোভাবে বাস করবো। নিজের ওপরে পূর্ণ আস্থা ফিরে পেলাম। একটা হোটেলে গিয়ে খানার অর্ডার দিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো, খানা খেতে গেলেই আমার অদৃশ্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। অগত্যা অর্ডার দিয়েও বয়কে বললাম, যে আমি

দশমিনিট পরে আসছি। এভাবে ক্ষিদের সময় আমাকে হতাশ হতে হলো।

"তখন আমি অন্য একজায়গায় গিয়ে বললাম, "আমি একটা আলাদা ঘর চাই সেখানে বসে খাবো, কারণ আমি আহত। বেয়ারাটা অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকালো, তারপর খাবার আনতে গেলো।

"খাওয়াটা মন্দ হয়নি। খাওয়াদাওয়া সেরে একটা চুরুট ধরিয়ে আমার বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। বাইরে তখন তুষারের ঝড় শুরু হয়েছে।

"যতই চিন্তা করলাম, অদৃশ্য মানুষের অসংখ্য অসুবিধের কথা একেএকে মনে পড়তে লাগলো। অথচ অদৃশ্য হবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কত সুখের স্বপ্নই না দেখেছিলাম! কোথায় মিলিয়ে গেলো সে সব স্বপ্ন!"

এই পর্য্যন্ত বলে থেমে পড়লো অদৃশ্য মানুষ। তার হাব-ভাব দেখে মনে হলো, সে যেন জানলার বাইরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো।

"কিন্তু কী জন্যে আইপিঙে গেলে তুমি?" ওকে কথায় কথায় অন্যমনস্ক রাখবার জন্য কেম্প ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"কাজ করবো বলে গেছলাম সেখানে। একটা আশা তখন আমার ছিলো,—সামান্য ধারণা মাত্র। সে ধারণা এখন দানা বেঁধে উঠেছে। আবার ফিরে যাবো,—আমার পুরোণো অবস্থায় ফিরে যাবো আবার।—যখন ইচ্ছে তখনি। অদৃশ্য অবস্থায় যা কিছু করতে চাই সে কাজ সম্পন্ন হলেই আবার

পুরোণো জীবনে ফিরে যাবো। আর সেই কাজের কথাই এখন তোমাকে বলতে চাই—"

"সোজা আইপিঙে চলে গেলে ?"

"হ্যাঁ। আমার ডায়েরী, চেক বই, আর কাজের উপযোগী মালপত্র নিয়ে চলে গেলাম। ওঃ, সেই ঝড় আর তুষারপাতের কথা মনে পড়তেও কেমন হয়! পিচবোর্ডের নাকটাকে তুষারের কবল থেকে রক্ষা করতে কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম!—"

"শেষপর্য্যন্ত তাহলে, পরশু যখন ওরা তোমার স্বরূপ জানতে পারলো, তুমি তখন,—কাগজের কথা ধরতে পেলে—"

"হ্যাঁ, তা বটে। গর্দ্দভ পুলিশটাকে আমি খুন করেছি নাকি ?"

"না, সে সেরে উঠবে আশা করা যাচ্ছে।"

"লোকটার কপাল ভালো। আমি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিলাম। কেন ওরা আমার ব্যাপারে হাত দেয় বলতো ?—আর সেই মুদি হতভাগাটা ?"

"মারা হয়তো পড়বে না কেউ।"

"আমার সহকারী হতভাগাটার কি হলো কে জানে ?—কেম্প, কেম্প, তোমার মত মানুষ যারা তারা হয়তো ক্রোধ কাকে বলে জানে না।···বহু বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরেও যদি এভাবে বাধা পেতে হয় তাহলে...রাজ্যের যতো গর্দ্দভের দল যেন একসঙ্গে আমার পেছনে লেগেছে! এর পরেও যদি আমি এরকম বাধা পাই তাহলে হয়তো আমি পাগল হয়ে যাবো!"

কেম্প একমনে অদৃশ্য মানুষের কাহিনী শুনতে লাগলেন। কীভাবে অদৃশ্য মানুষ পোষাক সংগ্রহ করেছিলো, কোথায় এবং কী খেতো, কোথায় কী ভাবে রাত কাটাতো, এই সব বৃত্তান্ত। এইভাবে আইপিঙে আসা পর্য্যন্ত তার সমস্ত কাহিনী সে কেম্পকে শোনালো।

উনিশ

জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে কেম্প বললেন, "এখন তাহলে তুমি কী করতে চাও?" বলে তিনি তাঁর অতিথিকে আড়াল করে তার কাছে এগিয়ে গেলেন, যাতে পাহাড়ে পথ ধরে এগিয়ে-আসা লোক তিনজন তার দৃষ্টিগোচর না হয়। লোকগুলো যেন অত্যন্ত আস্তে আস্তে আসছে!

"কোনো মতলব নিয়েই তো তুমি বার্ডকে এসেছিলে? কী সে মতলব?" কেম্প জিজ্ঞাসা করলেন।

"মতলব করেছিলাম, দেশ ছেড়ে চলে যাবো,—কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি মত পালটেছি। আমার রহস্য যখন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তখন আর দেশে থাকা নিরাপদ নয়। কারণ সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে পথে বেরোলেই এখন সকলের দৃষ্টি আমার ওপরে পড়বে। যে-সব স্টীমার বার্ডক থেকে ফরাসী দেশে যায়, তারই একটায় করে পাড়ি দেবো মতলব করেছিলাম। সেখান থেকে স্পেন বা এ্যাল্‌জিয়ার্সে গিয়ে সচ্ছন্দে দিন কাটানো যেতে পারে এবং নির্ভাবনায় আমার কাজ চালাতে পারি। যে হাম্বরেটার সাহায্য আমি নিয়েছিলাম, যতদিন না একটা থাকবার জায়গা হয় ততদিন ওকে আমি আমার টাকার

থলে আর কুলি হিসেবে ব্যবহার করছিলাম। অথচ হতভাগা শেষপর্য্যন্ত আমার সর্ব্বস্ব চুরি করলো। আমার ডায়েরীগুলো পর্য্যন্ত ও লুকিয়ে রেখেছে, কেম্প! একবার যদি ওকে ধরতে পারি!"

"ডায়েরীগুলো ওর কাছ থেকে আদায়ের চেষ্টা ছাখো।" কেম্প উপদেশ দিলেন।

"কিন্তু কোথায় সে, জানো?"

"সহরে পুলিশের হেফাজতে। তার নিজের অনুরোধ অনুসারে পুলিশ তাকে জেলখানার সবচেয়ে মজবুত ঘরে চাবিবন্ধ করে রেখেছে।"

"শয়তান! কিন্তু ডায়েরীগুলো আমার চাইই!"

"তা তো বটেই!" কেম্প বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উদ্বেগ প্রকাশ পেলো। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। "হ্যাঁ, ডায়েরীগুলো অতি অবশ্যই আমাদের চাই।" মনের ভাব চেপে রেখে কেম্প বললেন।

* * * *

কেম্প ভেবে দেখলেন, অদৃশ্য মানুষকে এখন কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত রাখতে হবে। কী বলা যায়! কিন্তু তাঁকে আর ভাবতে হলো না, অদৃশ্য মানুষ আবার নিজে থেকেই শুরু করলো। "ভাগ্যক্রমে তোমার বাড়ীতে এসে পড়েছি এবং এখন আমার সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতি পালটে গেছে; কারণ ভেবে দেখলাম, তোমাকে অন্ততঃ বুঝিয়ে বলা যায়।—হ্যাঁ, আমি যে এখানে এসেছি একথা কাউকে বলোনি তো?" অদৃশ্য মানুষ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো।

কেম্প উত্তর দিলেন, "কাউকে না।"

"শোনো কেম্প। এখন আমাদের হত্যাকাণ্ড শুরু করতে হবে।"

"হত্যাকাণ্ড শুরু করতে হবে। মনে রেখো গ্রিফিন, আমি শুধু তোমার কথা শুনে যাচ্ছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কেন, হত্যাকাণ্ড কেন?"

"অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্বের কথা সবাই জেনেছে। সেই অদৃশ্য মানুষকে এখন চারিদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে হবে। আমি বাজে কথা বলছি না কেম্প, সেই আতঙ্কিত জনতার ওপরে হবে তার রাজ্যবিস্তার। প্রথমে সে কোনো সহর দখল করবে,—এই যেমন ধরো, বার্ডক। সেখানে শুরু হবে তার আতঙ্কের রাজত্ব। সে হুকুম করে যাবে। যে কেউ সেই হুকুম অমান্য করবে, তাকেই হত্যা করবে সে।"

"হুঁ।" কিন্তু কেম্প আর তখন অদৃশ্য মানুষের কথা শুনছিলেন না; তিনি শুনছিলেন বাড়ীর সদর দরজা খোলার এবং বন্ধ করবার শব্দ।

অদৃশ্য মানুষও সে শব্দ পেয়েছিলো। সে বলে উঠলো, "চুপ্ চুপ্। নীচে ও কিসের শব্দ?"

"ও কিছু না।" বলে কেম্প গলার সুর চড়িয়ে বললেন, "তোমার এ মতলব আমি সমর্থন করতে পারছি না গ্রিফিন। সত্যি, ভেবে দ্যাখো, কেন তুমি গোপনে কাজ করতে চাও? সকলকে তোমার আবিষ্কারের কথা যদি জানাও তো সে কত ভালো হবে বলো তো? কত লোকের সাহায্য তুমি পাবে!"

ইঙ্গিতে তাকে বাধা দিয়ে অদৃশ্য মানুষ বললো, "চুপ! সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার শব্দ পাচ্ছি!"

কেম্প বললেন, "না না !"

"দাঁড়াও দেখছি ।" বলে অদৃশ্য মানুষ দরজার কাছে গেলো ।

পরমুহূর্তে খুব দ্রুত কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেলো । কেম্প অদৃশ্য মানুষকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন ।

"প্রতারক !" চীৎকার করে উঠলো অদৃশ্য মানুষ। সঙ্গে-সঙ্গে সে তার পোষাক খুলে ফেলতে লাগলো । কেম্প ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন ।

পদশব্দ দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো । তাড়াতাড়ি অদৃশ্য মানুষকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেম্প বাইরে থেকে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন । চাবিটা দরজার বাইরে লাগানো ছিলো, কিন্তু কেম্পের দুর্ভাগ্যবশতঃ খুব সামান্যর জন্যেই গ্রিফিনকে ঘরে বন্দী হতে হলো না । চাবিটা দরজায় ভালোভাবে লাগানো না থাকায় দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র সশব্দে নীচে পড়ে গেলো ; দরজাটা চাবিবন্ধ হলো না ।

আতঙ্কে কেম্পের মুখ সাদা হয়ে গেলো । দরজার হাতলটা দু'হাতে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগলেন তিনি । কিছুক্ষণ পর দরজাটা প্রায় দু'ইঞ্চিটাক ফাঁক হলো । কিন্তু কেম্প আবার দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন । আবার দরজাটা ফাঁক হয়ে গেলো, এবার আরো একটু বেশী । দেখা গেলো, অদৃশ্য মানুষের পোষাকগুলো বেরিয়ে আসছে । অদৃশ্য আঙুল কেম্পের গলা টিপে ধরলো । তখন কেম্প দরজার হাতল ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হলেন । পরক্ষণেই অদৃশ্য মানুষ তাঁকে সজোরে ছিটকে ফেললো ।

ইতিমধ্যে বার্ডকের পুলিশ অফিসার কর্ণেল এ্যাডি সিঁড়ির অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত উঠে এসেছে। এভাবে কেম্পকে হঠাৎ বেরিয়ে আসতে দেখে আর তার পেছনে কতকগুলো পোষাককে নাচতে দেখে সে অবাক হয়ে গেলো। হঠাৎ এ্যাডি দেখলো, কেম্প ছিটকে পড়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেম্প উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পড়ে গেলো সে।

হঠাৎ এ্যাডি আহত হলো, কিন্তু কিসের আঘাত বোঝা গেলো না, কারণ কাউকেই কোথাও দেখা গেলো না। অথচ মনে হলো, একটা প্রচণ্ড ভার তার ওপরে এসে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো সে। একজোড়া অদৃশ্য পা তাকে মাড়িয়ে নীচে নেমে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস-অফিসার দুজনের চীৎকার এবং দ্রুত পলায়নের শব্দ, আর সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেলো।

কয়েকটা লাথি খেয়ে কোনরকমে উঠে বসে এ্যাডি তাকিয়ে দেখলো, কেম্প সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

"পালিয়েছে, পালিয়েছে ও! হায় ভগবান!" কেম্প বলে উঠলেন, "আর ওকে ধরা যাবে না!"

কুড়ি

কর্ণেল এ্যাডিকে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাতে কেম্পের বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিলো।

"ও পাগলের মতো হয়ে গেছে," কেম্প বললেন," সম্পূর্ণ অমানুষ হয়ে গেছে। নিজের স্বার্থ, নিজের সুবিধে ভিন্ন কিছুই

ও বুঝতে চায় না। স্বার্থপরতার এক অত্যন্ত নৃশংস কাহিনী আমি আজ সকালে ওর মুখে শুনেছি। ও অনেককে প্রহার করেছে। ওকে যদি আমরা বাধা দিতে না পারি তো খুন করতেও ও ইতস্ততঃ করবে না। চারিদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি করবে ও ; কিছুতেই ওকে বাধা দিতে পারবো না।"

"হ্যাঁ, ধরতেই হবে ওকে!" এ্যাডি বললো।

"কিন্তু কেমন করে ধরবেন?" সঙ্গে সঙ্গে কেম্পের মাথায় একসঙ্গে অনেকগুলো মতলব খেলে গেলো। বললেন, "এখুনি আপনাকে কাজ শুরু করতে হবে, মিঃ এ্যাডি। যে যেখানে আছে সকলকে কাজে লাগান। লক্ষ্য রাখবেন, কিছুতেই যাতে ও এখান থেকে চলে যেতে না পারে ; কারণ, কোনরকমে এখান থেকে যেতে পারলে ওকে আর কিছুতেই আটকাতে পারবেন না। দরকার হলে ও খুন-জখম পর্য্যন্ত করবে। ওর ডায়েরী ঐখানে রয়ে গেছে—সেগুলো ওর খুব দরকার। একমাত্র সেই ডায়েরী ফিরে পাবার চেষ্টাতেই হয়তো ওকে এখন বার্ডকে রয়ে যেতে হবে। আপনাদের থানায় মারভেল বলে একটা লোক আছে—"

"হ্যাঁ, জানি। বুঝেছি আপনি কোন্ ডায়েরীর কথা বলছেন।"

"হ্যাঁ। আর আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কিছুতেই যাতে ও খাবার না পায়। বিশ্রামের জায়গাও যাতে ও না পায় সেদিকেও আপনাকে সতর্ক হতে হবে। দেশশুদ্ধ সকলকে ওর সন্ধানে তৎপর হতে বলুন। সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যেন চাবিবন্ধ রাখা হয়, সমস্ত বাড়ীর দরজা যেন সবসময়ে বন্ধ থাকে।

বার্ডক বন্দরের কুড়ি মাইল ঘিরে সবাইকে ওর পেছনে লাগিয়ে দিন। আমি বলছি মিঃ এ্যাডি, একবার যদি ও পালাতে পারে তো ওর অসাধ্য কিছুই থাকবে না। সেই ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করলেও আপনি আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়বেন।"

"আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে," এ্যাডি বললো, "বলুন, আর কী করা যেতে পারে।"

এ্যাডির সঙ্গে কেম্প নীচে নেমে এলেন। পুলিশদের লক্ষ্য করে এ্যাডি বললো, "এক্ষুণি একজন থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আবার ফিরে এসো। এক্ষুণি।—বলুন মিঃ কেম্প, এবার কী করা যায়!"

"কুকুর। অনেকগুলো কুকুর জড়ো করুন। দেখতে না পেলেও কুকুর ওর গন্ধ পাবে। কুকুর জোগাড় করুন।"

"বেশ, সে বন্দোবস্ত হবে। আচ্ছা, তারপর?"

"মনে রাখবেন, খাবার পরেও ওর খাদ্যবস্তু যতক্ষণ না হজম হয় ততক্ষণ ওর শরীরের ভেতরে দেখা যায়। খাবার পরে তাই লুকিয়ে থাকতে হয় ওকে। সব জায়গায় খুঁজে দেখতে হবে ওকে,—প্রত্যেক নির্জ্জন কোণে পর্য্যন্ত। সমস্ত রকম অস্ত্রশস্ত্র,—অথবা অস্ত্রের মতো ব্যবহার করা যেতে পারে এমন সমস্ত কিছু লুকিয়ে রাখবেন।"

"বেশ, বেশ। মনে হচ্ছে, এখনো আমরা ওকে ধরতে পারবো।"

"আর, রাস্তার ওপরে—" এই পর্য্যন্ত বলে কেম্প ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

"হ্যাঁ, বলুন,"

"কাঁচের গুঁড়ো। জানি, এ বড়ো নিষ্ঠুর কাজ হবে; কিন্তু ভেবে দেখুন মিঃ এ্যাডি, কত সাঙ্ঘাতিক ও হতে পারে!"

দাঁতে দাঁত চেপে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে এ্যাডি বললো, "নিষ্ঠুর? তা হবে হয়তো! যাই হোক, কাঁচের গুঁড়োর ব্যবস্থা করবো। যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে..."

"ও অমানুষ হয়ে গেছে মিঃ এ্যাডি, আমি বলছি আপনাকে। যে কোনো গর্হিত কাজ এখন ওর পক্ষে সম্ভব। আমাদের একমাত্র উপায়, আগে থেকে প্রস্তুত থাকা।"

একুশ

আমরা ধারণা করতে পারি, অদৃশ্য মানুষ ক্রোধে অন্ধ হয়ে কেম্পের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। একটা শিশু কেম্পের গেটের ধারে খেলা করছিলো, এক অদৃশ্য হাত তাকে ধরে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং ফলে তার পা ভেঙে যায়। তার পরের কয়েক ঘণ্টা অদৃশ্য মানুষের কোন খবর পাওয়া যায় নি। সে কোথায় গেছে, কী করছে, কেউ জানে না। তবে কল্পনা করা যায়, বার্ডকের পেছনের পার্ব্বত্য অঞ্চল দিয়ে সে ছুটে চলেছিলো। ক্রমবর্দ্ধমান জনতা যখন কুকুর সঙ্গে নিয়ে তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সে হয়তো তখন পূরো দু'ঘণ্টা ঝোপ-ঝাপের অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিলো।

অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্বের কথাটা প্রথমে সকলে রূপকথা বলে ধরে নিয়েছিলো, কিন্তু বিকেলের দিকে আর তা' রূপকথা মাত্র রইলো না। কেম্পের ঘোষণার ফলে সে এক মারাত্মক শত্রু হিসেবে গণ্য হলো। অদৃশ্য মানুষের বিরুদ্ধে যে যেখানে ছিলো

প্রস্তুত হতে লাগলো। বেলা দুটো পর্য্যন্ত হয়তো ওর পক্ষে ট্রেণে করে এ অঞ্চল ত্যাগ করা সম্ভব ছিলো ; কিন্তু দুটোর পর তাও হয়ে উঠেছিলা অসম্ভব। দুটোর পর থেকে ও-অঞ্চলের অনেকখানি জায়গা জুড়ে সমস্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেণের প্রত্যেকটি কামরা চাবিবন্ধ অবস্থায় চলেছিলো এবং মালগাড়ীর চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো। বার্ডক বন্দরের চারিদিকে কুড়ি মাইল ব্যেপে এক-এক দলে তিন চারজন করে সশস্ত্র মানুষ কুকুর নিয়ে অদৃশ্য মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

গ্রামের পথে পথে অশ্বারোহী পুলিশ বাড়ী-বাড়ী গিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিলো, তারা যেন ভুলেও বাড়ীর দরজা খুলে না রাখে, এবং কোন-না-কোন অস্ত্র হাতে নিয়ে তবে বাড়ী থেকে বেরোয়।

ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল সব তিনটের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলো। ভীত বালক-বালিকারা দল বেঁধে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলো। কেম্পের ঘোষণা চারিদিকে টাঙিয়ে দেওয়া হলো,—কোনমতেই যেন অদৃশ্য মানুষ বিশ্রাম অথবা আহারের সুযোগমাত্র না পায়, সকলেই যেন তার জন্যে সজাগ পাহারায় থাকে। রাত্রি আসবার আগেই যে যেখানে ছিলো প্রস্তুত হয়ে উঠলো, এবং রাত্রি আসবার আগেই উইকস্টীডের মৃত্যু-সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

পথে হয়তো কোথাও একটা লোহার ডাণ্ডা কুড়িয়ে পেয়েছিলো অদৃশ্য মানুষ। নিরীহ বেচারা উইক্স্টীড কাজকর্ম্মের পর বাড়ী ফিরছিলো। হঠাৎ একটা লোহার ডাণ্ডাকে আপনা হতে শূন্যে ভেসে বেড়াতে দেখে তার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

তাকে শত্রুপক্ষীয় বলে মনে করেই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, এই শান্তশিষ্ট লোকটিকে অদৃশ্য মানুষ আক্রমণ করে এবং লোহার ডাণ্ডার আঘাতে তার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়।

মাঠের মধ্যে থেকে নাকি একটা কণ্ঠস্বর কেউ কেউ শুনতে পেয়েছিলো। সে শব্দ কখনো হাসির, কখনো বা কান্নার। শব্দটা ক্রমে মাঠের অপর পারে মিলিয়ে যায়। অদৃশ্য মানুষের কাহিনী যে কেম্প তারই বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে, একথা বুঝতে গ্রিফিনের কষ্ট হয়নি। প্রত্যেকটা বাড়ীর দরজা সে বন্ধ দেখেছে, এবং তার অনুসরণকারীরা যে কুকুর নিয়ে তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, এ খবরও অদৃশ্য মানুষের অজানা নয়। রাত্রে হয়তো সে কোনো উপায়ে খাওয়া-দাওয়া এবং নিদ্রার ব্যবস্থা করে থাকবে, কারণ পরদিন সকাল থেকেই আবার তাকে সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে একা অস্ত্রধারণের জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে।

একটুকরো ময়লা কাগজের ওপরে পেন্সিলে লেখা এক অদ্ভুত চিঠি কেম্প পড়ছিলেন—

"খুব চালাকি করছো তুমি, অথচ এতে যে তোমার কী লাভ হচ্ছে বুঝি না। তুমি আমার বিরুদ্ধে লেগেছো। সমস্ত দিন আমার পেছনে ধাওয়া করেছো,—এমন কি, রাত্রেও যাতে আমি শুতে না পারি সে চেষ্টা করতেও কসুর করো নি। কিন্তু জেনে রাখো, তোমার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমার খাবার জুটেছে, ঘুমেরও অভাব হয়নি। এই তো সবে খেলা শুরু। এখনি আতঙ্কের রাজত্ব আরম্ভ হবে। আতঙ্কের রাজত্ব শুরু হবে আজ থেকেই। তোমার পুলিশ আর সাঙ্গোপাঙ্গদের বলে দাও,—বার্ডক বন্দর আর মহারাণীর দখলে নেই,—সে এখন আমার

করায়ত্ত,—আমি, স্বয়ং আতঙ্ক। আমি হলাম অদৃশ্য মানুষ নং এক। কেম্প নামক একজনের মৃত্যু দিয়ে শুরু হবে আমার আতঙ্কসৃষ্টি। আজ তার মৃত্যু-দিবস। যেখানেই লুকিয়ে থাকুক সে, চারিদিকে যতই পাহারা রাখুক না কেন,—মৃত্যু, অদৃশ্য, অমোঘ মৃত্যু তার দিকে এগিয়ে আসছে। খেলা আরম্ভ হয়েছে। মৃত্যুর যাত্রা হয়েছে শুরু। আমার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ, তোমরা কেউ কেম্পকে সাহায্য করো না, কারণ ওকে যারা সাহায্য করবে, তাদেরও মৃত্যু সুনিশ্চিত। আজ কেম্পের মৃত্যুদিবস।"

চিঠিটা ছু'বার পড়লেন কেম্প, এবং এ চিঠি যে বাজে হুমকী-মাত্র নয়, তা' ভালো করেই বুঝলেন।

খাওয়া অসমাপ্ত রেখে কেম্প ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন,—চিঠিটা বেলা ১টার ডাকে এসেছিলো—তারপর সেখান থেকে পড়বার ঘরে গেলেন। দাসীকে একবার বাড়ীর চারিদিকটা ঘুরে দেখতে বললেন, কোথাও কোনো জানলা বা শার্শি খোলা আছে কি না। পড়বার ঘরের শার্শিগুলো নামিয়ে দিয়ে কেম্প শোবার ঘরে গেলেন। ড্রয়ার থেকে একটা ছোট রিভলভার বের করে সেটা পরীক্ষা করে দেখলেন। রিভলভারটা পকেটে পুরে কেম্প কয়েকটা ছোট ছোট চিঠি লিখলেন। একটা চিঠি কর্ণেল এ্যাডির ঠিকানায় লিখে দাসীর হাতে দিলেন। তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই।" তারপর কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে আবার খেতে বসলেন। •

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেম্প, টেবিলে শব্দ করে বলে উঠলেন,—"ওকে ধরবো আমরা! আমি নিজেই ওর টোপ হয়েছি।

আমাকে ধরবার জন্যেই ওকে একেবারে আমাদের কাছে আসতে' হবে।"

প্রত্যেকটা দরজা বন্ধ করতে করতে কেম্প ওপরের ঘরে গেলেন। "খেলা ? হ্যাঁ খেলাই বটে !" কেম্প বললেন। "এক অদ্ভুত খেলা এ। কিন্তু দেখো গ্রিফিন, এ খেলায় জিতবো আমি।"

কেম্প জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। নিজের মনে বললেন, "প্রতিদিন ওকে খাবারের সন্ধান করতে হবে। সত্যিই কি ও কাল রাত্রে ঘুমোতে পেরেছে ? হবে, বাইরেই কোথাও ঘুমিয়েছে হয়তো ! কদিন যদি বেশ কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে, জলঝড় হয় তো বেশ হয় !

"হয়তো এখনো ও আমাকে লক্ষ্য করছে !"

কেম্প জানলার কাছে গেলেন। জানলার ওপরের দেয়ালে কি যেন একটা এসে লাগলো।

"ঘাবড়ে যাচ্ছি আমি !" কেম্প নিজের মনে বললেন। পাঁচ মিনিট পরে আবার তিনি জানলার কাছে গেলেন। বললেন, "কোনো পাখী হবে হয়তো !"

কিছুক্ষণ পরে তাঁর সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। কেম্প তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন। ছিটকিনি খুলে, নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে কেম্প দরজা খুললেন। এ্যাডি এসেছে। বললো, "আপনার দাসীকে ও আক্রমণ করেছে, মিঃ কেম্প !"

"এ্যাঁ !"

"আপনার চিঠিটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। খুব নিকটেই কোথাও আছে ও। আমাকে ভেতরে যেতে দিন।"

দরজাটা যথাসম্ভব কম ফাঁক করে এ্যাডি প্রবেশ করলো।

নিজেকে ধিক্কার দিয়ে কেম্প বলে উঠলেন, "কী বোকামী-টাই না করেছি? ও যে ইতিমধ্যেই এসে পড়তে পারে, এ আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো।"

"ব্যাপার কী?"

"এই দেখুন।" বলে এ্যাডিকে পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে কেম্প অদৃশ্য মানুষের চিঠিটা দেখালেন। চিঠিটা পড়লো এ্যাডি। বললো, "আপনি—"

"—বোকার মত ফাঁদ পেতে বসে আছি, আর আমার কর্ম্মপদ্ধতি লিখে দাসীকে দিয়ে পাঠিয়েছি,—সোজা তারই কাছে।"

হঠাৎ ওপর থেকে জানলার কাঁচ ভাঙার শব্দ শোনা গেলো। কেম্পের পকেটের ছোট রিভলভারটা এ্যাডির দৃষ্টি এড়ালো না। "ওপরের কোনো জানলা!" বলে কেম্প এগিয়ে গেলেন। এ্যাডি পিছু পিছু চললো। সিঁড়ির কাছ থেকে ওরা আর একটা শব্দ শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ওপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ঐরকম আর একটা শব্দ ওদের কানে এলো। ঘরে ঢুকতে দেখা গেলো, দুটো জানলার কাঁচ ভেঙে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে, আর টেবলের ওপরে একটা বড় ঢিল পড়ে রয়েছে। দুজনে দরজার কাছে আসতেই তৃতীয় জানলার কাঁচটাও হঠাৎ সশব্দে ভেঙে পড়লো।

"এ সব কী?" এ্যাডি বলে উঠলো।

কেম্প উত্তর দিলেন, "এই তো সবে শুরু!"

"বাইরে থেকে ওখানে ওঠবার কোনো উপায় নেই তো ?"

"না। বেড়ালের পক্ষে পর্য্যন্ত ওখানে বেয়ে ওঠা অসম্ভব।"

একটার পর একটা ঢিল ছুটে আসতে লাগলো। হঠাৎ নীচের ঘরের কাঠের জানলার ওপরে হাতুড়ির শব্দ শোনা গেলো। দুজনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

এ্যাডি বললো, "ঠিক আছে। একটা লাঠি কিংবা কিছু দিন তো, থানায় যাই একবার! কয়েকটা ডালকুত্তা নিয়ে আসবো। অদৃশ্য হলেও ওদের ঘ্রাণশক্তিকে ও ফাঁকি দিতে পারবে না।"

আর একটা জানলারও সেই একই অবস্থা হলো।

"আপনার রিভলভার নেই ?" এ্যাডি জিজ্ঞাসা করলো।

কেম্পের হাত পকেটে চলে গেলো। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন, "এই একটা মাত্র আছে।"

"এক্ষুণি ফিরে এসে আপনাকে দিয়ে দেবো। কোনো ভয় নেই আপনার।"

কেম্প রিভলভারটা ওর হাতে দিলেন।

"চলুন, দরজাটা খুলে দেবেন।" এ্যাডি বললো।

হলঘরে দাঁড়িয়ে ওরা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করতে লাগলো। হঠাৎ দোতালার একটা জানলা সশব্দে ভেঙে পড়লো। দরজার কাছে গিয়ে কেম্প খুব সন্তর্পণে ছিটকিনিটা খুলে দিলেন। ভয়ে তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি বললেন, "সোজা বেরিয়ে চলে যান।"

এ্যাডি বেরিয়ে যেতেই দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ হয়ে গেলো।

মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করলো এ্যাডি। বন্ধ দরজাটার ওপরে পিঠ

রেখে সে যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলো। তারপর সেখান থেকে নেমে সোজা গেট পর্য্যন্ত চলে গেলো।

কি যেন একটা নড়ে-চড়ে উঠলো তার পাশে।

"একটু দাঁড়াও," কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে এ্যাডি দাঁড়িয়ে পড়লো। জিজ্ঞাসা করলো, "কী বলবে?"

"আবার বাড়ীতে ফিরে যাও।"

"না!" এ্যাড়ি বললো। কণ্ঠস্বর আন্দাজ করে একটা শব্দভেদী গুলি ছুঁড়ে দেখবে নাকি সে?

"কী জন্যে যাচ্ছ তুমি?" কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করলো।

"সে খবরে তোমার কী দরকার? আমি আমার কাজে যাচ্ছি।" কথাটা শেষ হতে-না-হতেই এ্যাডি তার গলায় একটা হাত অনুভব করলো, এবং একটা হাঁটু তার পিঠে চেপে দিয়ে কে যেন তাকে পিছু টানলো। একটু সরে এসেই এ্যাডি আন্দাজ করে রিভলভার ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তার মুখে প্রচণ্ড আঘাত করে তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিলো। এ্যাডি বাধা দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভূপতিত হলো। "শয়তান!" বলে উঠলো এ্যাডি।

কণ্ঠস্বর হেসে উঠলো। বললো, "আমি তোমাকে এক্ষুণি হত্যা করতে পারি, কিন্তু তাতে একটা গুলি নষ্ট করা হবে বলেই তুমি এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলে।"

এ্যাডি দেখলো, রিভলভারটা ছ'ফুট দূরে শূন্যে তার দিকে উদ্যত রয়েছে।

"ওঠো।" কণ্ঠস্বর বললো।

এ্যাডি উঠে দাঁড়ালো।

"চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে থাকো।" অদৃশ্য মানুষ দৃঢ়স্বরে বললো, "কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করোনা। মনে রাখবে, তুমি আমাকে দেখতে না পেলেও আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে বাড়ীতে ফিরে যেতে হবে।"

"কিন্তু ও তো আমাকে ঢুকতে দেবে না!"

"দুঃখের কথা। তোমার সঙ্গে আমাব কোনো শত্রুতা নেই।"

রিভলভারের নলটার ওপর থেকে সরে এসে এ্যাডির দৃষ্টি গিয়ে পড়লো রোদ-ঝলসানো সুদূর সমুদ্রের ওপরে, মসৃণ সবুজ পাহাড়ের ওপরে, সমুদ্রতীরের শ্বেত পাথরের ওপরে, বিস্তীর্ণ সহরের ওপরে। হঠাৎ তার মনে হলো, জীবন অত্যন্ত মধুময়। তার দৃষ্টি আবার শূন্যে, মাত্র ছ'গজ দূরে দোদুল্যমান রিভলভারটার ওপরে ফিরে এলো।

"তাহলে আমি কী করবো?" ক্ষুব্ধস্বরে এ্যাডি জিজ্ঞাসা করলো।

"আমিই বা কী করতে পারি?" অদৃশ্য মানুষ বললো। "তোমার এখন একমাত্র উপায় হলো ফিরে যাওয়া।"

"বেশ, সে চেষ্টা আমি করবো। কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ তো যে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়বে না?"

"তোমার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই।"

এ্যাডিকে দরজা খুলে দিয়েই কেম্প তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেছলেন। ভাঙা জানলা দিয়ে কেম্প লক্ষ্য করছিলেন, এ্যাডি অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে কথা কইছে। কেম্প ভাবলেন,

এ্যাডি ওকে গুলি করছে না কেন? এমন সময় কেম্প দেখলেন, রিভলভারটা শূন্যে নড়ে উঠলো। বুঝলেন, অদৃশ্য মানুষ তাহলে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়েছে!

"কথা দাও, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়বে না!" কেম্প শুনতে পেলেন এ্যাডি বলছে—"এটুকু সুযোগ অন্ততঃ দাও আমাকে!"

"বাড়ীতে ফিরে যাও তুমি। কোনো কথাই আমি তোমাকে দিতে রাজী নই, সোজা বলে দিচ্ছি।"

হঠাৎ যেন এ্যাডি মনস্থির করে ফেললো। দুহাত পেছনে করে ধীরে পদক্ষেপে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো সে। কেম্প ওকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখা গেলো, ছোট কালো রিভলভারটা এ্যাডিকে অনুসরণ করছে। পরমুহূর্তে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত কয়েকটা ব্যাপার ঘটে গেলো। রিভলভারটা লক্ষ্য করে এ্যাডি লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু রিভলভারটা ধরতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সে। খানিকটা নীল ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠলো। রিভলভারের শব্দ কেম্প শুনতে পাননি। এ্যাডি একহাতে ভর করে উঠতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সে ধরাশায়ী হলো। তারপর সব স্থির।

সামনের দরজায় ঘণ্টা এবং ধাক্কা দেবার শব্দ শোনা গেলো, কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। চাকরেরা যে যার ঘরে ছিটকিনি এঁটে বসে রয়েছে। আবার নিস্তব্ধতা। চুপ করে বসে শুনতে লাগলেন কেম্প। কিছুক্ষণ পরে সন্তর্পণে জানলা তিনটে পরীক্ষা করলেন, তারপর অসীম উদ্বেগে সিঁড়ির কাছে গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। শত্রু এখন কী করছে কে জানে!

হঠাৎ নীচে থেকে কুঠারের আঘাতের মত শব্দ পেয়ে কেম্প চমকে উঠলেন। প্রচণ্ড আঘাত এবং কাঠফাটার শব্দে সমস্ত বাড়ী মুখরিত হলো। কেম্প নীচে নেমে এসে রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন। দরজার ওপরে তখন বাইরে থেকে প্রবল কুঠারাঘাত হচ্ছে।

কী করা যায়? কেম্প চিন্তা করতে লাগলেন। মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য মানুষ রান্নাঘরে প্রবেশ করবে, দরজাটা ভেঙে পড়তে আর কিছুমাত্র সময় লাগবে না। তখন—

সদর দরজায় আবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। নিশ্চয় পুলিশ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে কেম্প দরজা খুলে দিলেন। দু'জন পুলিশ আর দাসী ঘরে প্রবেশ করলো। কেম্প দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "অদৃশ্য মানুষ! ওর হাতে একটা রিভলভার আছে, তাতে দুটো গুলি অবশিষ্ট রয়েছে। এ্যাডিকে হত্যা করেছে ও। দ্যাখোনি তোমরা তার মৃতদেহ বাইরে পড়ে রয়েছে?"

"কার?"

"এ্যাডির।"

"আমরা পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসেছি।" দাসী বললো।

"ঐ শব্দটা কিসের?" একজন পুলিশ জিজ্ঞাসা করলো।

"ও রান্নাঘরে ঢুকেছে কিংবা শীগগিরই ঢুকে পড়বে। একটা কুঠার জোগাড় করেছে—"

অদৃশ্য মানুষের কুঠারের প্রচণ্ড আঘাতে সমস্ত বাড়ীটা গমগম্ করে উঠলো। ভাঙা ভাঙা কথায় কেম্প ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। এমন সময় শোনা গেলো রান্নাঘরের দরজাটা ভেঙে পড়ার শব্দ।

• "এদিকে এসো!" বলেই কেম্প পুলিশদের খাবারের ঘরের দিকে ঠেলে দিলেন। তাড়াতাড়ি আগুনের কাছ থেকে ছুটো শিক নিয়ে কেম্প দুই পুলিশের হাতে দিলেন।

হঠাৎ কেম্প ছিঠকে পড়লেন পেছন দিকে।

"এই!" বলে একটা পুলিশ তাড়াতাড়ি বসে পড়ে তার শিক দিয়ে কুঠারটা প্রতিহত করলো। হঠাৎ পিস্তল থেকে একটা গুলি বেরিয়ে এসে দেওয়ালের একটা ছবিতে গর্ত্ত করে দিলো। দ্বিতীয় পুলিশ শিক দিয়ে সজোরে পিস্তলটাকে আঘাত করতেই সেটা সশব্দে পড়ে গেলো।

মেঝে থেকে দু'ফুট ওপরে কুঠারটা ঝুলছে। অদৃশ্য মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো। "এই, তোমরা দু'জন সরে যাও," অদৃশ্য মানুষ বললো, "আমার দরকার ঐ কেম্পকে।"

"আমাদের দরকার তোমাকে!" বলে প্রথম পুলিশটা শব্দ লক্ষ্য করে আন্দাজে আঘাত করলো। কিন্তু অদৃশ্য মানুষ তার আগেই সরে গেছলো।

আঘাত ফস্কে যাওয়ায় পুলিশটা টাল সামলাতে না পেরে টলে পড়ছিলো; সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য মানুষের আঘাতে সে ধরাশায়ী হলো।

তখন দ্বিতীয় পুলিশ কুঠারের পেছনটা আন্দাজ করে সেখানে আঘাত করতেই তার শিক একটা নরম পদার্থ স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো তীক্ষ্ণ, যন্ত্রণাসূচক শব্দ, কুঠারটাও পড়ে গেলো। আবার আঘাত করলো পুলিশটা, কিন্তু এবার তাকে বিফল হতে হলো। কুঠারের ওপরে পা

রেখে আবার সে আঘাত করবার জন্য শিকটা উদ্যত রেখে সামান্যতম শব্দের জন্যও উৎকর্ণ রইলো।

হঠাৎ সে জানলা খোলার শব্দ এবং পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে দ্রুত পাদচারণার শব্দ শুনতে পেলো। আহত পুলিশটা পাক খেয়ে উঠে বসলো, তার দু'চোখের মাঝখান থেকে, কান থেকে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলো, "কোথায় সে ?"

"জানিনা, কিন্তু ওকে আমি আঘাত করেছি। হলঘরের-কোথাও দাঁড়িয়ে আছে হয়তো, যদি ও ইতিমধ্যে তোমাকে অতিক্রম করে চলে গিয়ে না থাকে।—ডাঃ কেম্প, স্যার !"

"ডাঃ কেম্প !" পুলিশটা আবার চীৎকার করে উঠলো।

অপর পুলিশটা কোনমতে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ সিঁড়ি থেকে খালি পায়ের অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো। "ঐ !" বলে দ্বিতীয় পুলিশ তার শিকটা ছুঁড়ে মারলো।

তার হাবভাব দেখে মনে হলো, সে অদৃশ্য মানুষের পিছু ধাওয়া করে নীচে যাবে। পরক্ষণে সে-মতলব ত্যাগ করে সে খাবার ঘরে প্রবেশ করলো। "ডাঃ কেম্প"—এই পর্য্যন্ত বলে থেমে দাঁড়ালো সে।

খাবার ঘরের জানলা খোলা রয়েছে, কিন্তু কেম্প বা দাসীর কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

বাইশ

মিঃ হীলাস ছিলেন কেম্পের নিকটতম প্রতিবেশী। কেম্পের বাড়ীতে যখন এই সমস্ত ব্যাপার চলছিলো মিঃ হীলাস তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। যে সব বীরপুরুষ অদৃশ্য মানুষের ব্যাপারটা

নেহাৎ গাঁজাখরি বলে ধরে নিয়েছিলো মিঃ হীলাস তাদের একজন। তাঁর স্ত্রী অবশ্য অদৃশ্য মানুষের কাহিনীতে বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর নিষেধে কর্ণপাত না করে, মিঃ হীলাস নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণ তাঁর বাগানে বেড়িয়েছিলেন, যেন কিছু হয়নি; তারপর তাঁর পুরোণো অভ্যাসমত যথাসময়ে শুতে গেছলেন। কেম্পের বাড়ীর জানলা ভাঙার শব্দেও তাঁর ঘুম ভাঙেনি। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, মনে হয়, কী যেন একটা গোলমাল কোথাও হয়েছে। কেম্পের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন তিনি! বাড়ীটার অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন এক প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার পর থেকে বাড়ীটা বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অথচ মাত্র কুড়ি মিনিট আগেও মিঃ হীলাস বাড়ীটা অক্ষত দেখেছিলেন! কিন্তু তখনো তাঁর আরো অবাক হওয়া বাকী ছিলো। হঠাৎ কেম্পের খাবার-ঘরের জানলা সজোরে খুলে গেলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেম্পের দাসী কোনরকমে সেখানে থেকে বেরিয়ে পড়লো। কেম্পও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। নিজেকে ঐ অবস্থায় যথাসম্ভব আড়ালে রেখে কেম্প ছুটতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরেই মিঃ হীলাস দেখলেন, কেম্প তীরবেগে তাঁর বাড়ীর দিকে ধেয়ে আসছেন।

হঠাৎ যেন মিঃ হীলাস ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বলে উঠলেন, "কী সর্ব্বনাশ! এই তবে সেই হতভাগা অদৃশ্য মানুষ! আচ্ছা, ঠিক আছে!"

মনের ভাব কাজে পরিণত করতে মিঃ হীলাসের কিছুমাত্র সময় লাগলো না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ হীলাস চীৎকার করে উঠলেন, "দরজা জানলা সেখানে যা' আছে সব বন্ধ কার দাও,—অদৃশ্য মানুষ আসছে!" তক্ষুণি বাড়ীর মধ্যে ভীষণ তাড়াহুড়ো পড়ে গেলো। বারান্দার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে মিঃ হীলাস তাঁর বাগানের বেড়ার ওপর দিয়ে কেম্পের শরীরের কতকটা অংশ দেখতে পেলেন। পরক্ষণেই বেড়া অতিক্রম করে কেম্প ছুটে এলেন তাঁর বাড়ীর দিকে।

ছিটকিনি বন্ধ করতে করতে মিঃ হীলাস বললেন, "আপনাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিতে পারি না। অদৃশ্য মানুষ আপনাকে তাড়া করেছে জানি, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত, দরজা খুলতে পারবো না।"

কেম্পের দুইচোখে আতঙ্কের ছায়া। জানলার কাছে এসে তিনি পাগলের মতো কাঁচে আঘাত করতে লাগলেন, কিন্তু কিছু-ক্ষণের মধ্যেই যখন বুঝলেন যে এতে কোনো কাজ হবে না, তখন তিনি বারান্দা অতিক্রম করে পাশের দিকের দরজায় করাঘাত করলেন। সেখানেও বিফল হয়ে তখন কেম্প বেরিয়ে গিয়ে পাহাড়ের পথ ধরে ছুটে চললেন।

আতঙ্কগ্রস্ত মুখে মিঃ হীলাস জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। কেম্প চলে যেতে-না-যেতেই মিঃ হীলাস দেখলেন, তাঁর বাগানের বেড়ার গাছগুলো অদৃশ্য পায়ে মথিত হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখামাত্র মিঃ হীলাস ওপরের তলায় চলে গেলেন; এর পরের ব্যাপার আর কিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি।

তেইশ

প্রাণপণে ছুটে চলেছেন ডাঃ কেম্প, মারভেলকে তিনি যেমন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে দেখেছিলেন তেমনি। অথচ তবুও কেম্পের মনে হচ্ছে, জীবনে কখনো তিনি এত আস্তে দৌড়োন নি। তাঁর মুখে-চোখে যে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিলো তা' পথিকের দৃষ্টি এড়ালো না। কয়েকজন লোক একজায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিলো, সেখানে লক্ষ্য করে কেম্প সবেগে ছুটে চললেন।

ইতিমধ্যে তাঁর চলার বেগ কমে আসায় তিনি পেছন থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন।

"অদৃশ্য মানুষ!" চীৎকার করে উঠলেন কেম্প। একবার ভাবলেন থানায় যাবেন, কিন্তু তারপর সে মতলব ছেড়ে দিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়লেন। সেখান থেকে একটা ছোট বাড়ীতে প্রবেশ করে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

এতক্ষণে রাস্তায় ভীড় জমে গেছে। চারিদিকে ছোটাছুটি, হৈ চৈ-এর শব্দ। কয়েকগজ দূরে একজন লম্বা-চওড়া নাবিক একটা ভারী শাবল তুলিয়ে কি করছিলো। একটা দোকান থেকে আর একজন লোকও একটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে উপস্থিত হলো।

"ছড়িয়ে পড়ো, ছড়িয়ে পড়ো!" কে একজন বলে উঠলো। কেম্প থেমে দাঁড়ালেন; একবার তাকিয়ে দেখলেন চারিদিকে।

"কাছেই কোথাও আছে ও," তিনি বলে উঠলেন, "সবাই লাইন করে দাঁড়াও!"

হঠাৎ কেম্প তাঁর কানের নীচে প্রচণ্ড ঘুসি খেলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে আবার চোয়ালের নীচে সজোরে ঘুসি

খেয়ে কেম্প পড়ে গেলেন। পরমুহূর্ত্তে তিনি তাঁর বুকের ওপরে হাঁটুর চাপ অনুভব করলেন, এবং দুটো হাত তাঁর গলায় চেপে বসলো। কেম্পের মনে হলো, আততায়ীর একটা হাতের জোর অপর হাতের থেকে কম। এমন সময় বলিষ্ঠ লোকটির শাবল শূন্যে তুলে উঠে কিসে যেন আঘাত করলো। এক ফোঁটা গরম রক্ত কেম্পের মুখে পড়লো। যে হাত দুটো তাঁর গলা টিপে ধরেছিলো তা শিথিল হয়ে এলো এবং সেই সুযোগে কেম্প অদৃশ্য মানুষের ওপরে উঠে পড়লেন। "ধরেছি, ধরেছি!" কেম্প চীৎকার করে উঠলেন, "এসো সবাই, সাহায্য করো! ও পড়ে গেছে, ওর পা দুটো চেপে ধরো!"

মুহূর্ত্তমধ্যে বাকী সকলে ওদের কাছে ছুটে এলো, কিন্তু আর কোনো কথা শোনা গেলো না; কেবল শোনা যেতে লাগলো আঘাতের পর আঘাত এবং সজোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ।

অদৃশ্য মানুষ আবার কোনমতে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু কেম্প কিছুতেই তাকে ছাড়লো না। যে যেখানে ছিলো সবাই অদৃশ্য মানুষকে আঘাত করতে লাগলো। কে একজন তার ঘাড়ে হাত দিয়ে তাকে ফেলে দিলো।

আবার সবাই একসঙ্গে পড়ে গেলো; এবং তারপরে শোনা গেলো প্রচণ্ড লাথির লব্দ। হঠাৎ আর্ত্ত চীৎকার শোনা গেলো, —"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! দয়া করো!"

"সরে যাও, সরে যাও তোমরা!" কেম্প বলে উঠলেন, "ও আহত হয়েছে! সরে যাও!"

কেম্প তার অদৃশ্য দেহ পরীক্ষা করতে লাগলেন। বললেন, "আহা, সমস্ত মুখটা রক্তে ভরে গেছে!"

একবার উঠে দাঁড়িয়ে কেম্প আবার অদৃশ্য দেহের পাশে বসলেন। ইতিমধ্যে আরো অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আশেপাশের বাড়ী থেকেও লোক এসেছে। কাছের সরাইয়ের দরজাটাও হঠাৎ খুলে গেলো। বিশেষ কথাবার্ত্তা আর কিছু হলো না। অদৃশ্য দেহে আন্দাজ করে হাত দিয়ে কেম্প বললেন, "নিঃশ্বাস পড়ছে না। সমস্ত পাশটা—ও ঃ!"

এক বুড়ী নাবিকের পেছন থেকে লক্ষ্য করছিলো। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠলো, "ঐ ভ্যাখো, ভ্যাখো!" বলে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলো। তার ইঙ্গিতমতো তাকিয়ে সকলে দেখলো, একটা অস্পষ্ট হাত মেঘের ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে,—তার ভেতর দিয়ে সচ্ছন্দে দৃষ্টি চলে যায়। ক্রমে হাতটা অস্বচ্ছ হতে লাগলো।

"আরে!" পুলিশটা বললো, "ঐ যে ওর পা দেখা যাচ্ছে!"

হাত আর পা থেকে শুরু করে তার সমস্ত শরীরের ওপরে এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা যেতে লাগলো। এ যেন দেহে বিষ ছড়িয়ে পড়ার মতো। প্রথমে শরীরের সাদা আকৃতি ফুটে উঠলো, তারপর দেখা গেলো কাঁচের মতো স্বচ্ছ হাত, সবশেষে মাংস আর চামড়া। প্রথমটা অস্পষ্ট থেকে ক্রমে স্পষ্ট, ঘন হয়ে উঠলো অদৃশ্য মানুষের মৃতদেহ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বুক আর কাঁধ স্পষ্ট হয়ে উঠলো, মুখের আদলটাও কতকটা অস্পষ্টভাবে দেখা গেলো।

সমবেত জনতার চোখের সামনে মেঝের ওপরে প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের এক যুবকের নিরাবরণ দেহ আত্মপ্রকাশ করলো। তার আহত, ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখলে দুঃখ হয়।

তার মাথার চুল তুষারশুভ্র, দু'চোখ মণির মত জ্বলজ্বল করছে। মৃতের মুখে ক্রোধ ও আতঙ্কের ছায়া।

"চাপা দিয়ে দাও, ওর মুখটা দয়া করে চাপা দিয়ে দাও!" জনতা থেকে কে একজন বলে উঠলো।

একখণ্ড কাপড়ে মৃতকে আচ্ছাদিত করে সরাইতে আনা হলো। সেখানে এক স্বল্পালোকিত কক্ষে, উত্তেজিত জনতার সামনে পৃথিবীর প্রথম অদৃশ্য মানুষ, জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রিফিনের অস্বাভাবিক, ভয়ঙ্কর জীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তি হলো।

চব্বিশ

অদৃশ্য মানুষের অদ্ভুত গবেষণার এইভাবে অবসান ঘটলো। এর পরের ঘটনা জানতে হলে পাঠককে যেতে হবে স্টো বন্দরের নিকটবর্ত্তী একটা ছোট সরাইখানাতে। আমাদের এই কাহিনীর যে নাম, সরাইটার নামও তাই। সরাইয়ের মালিক লোকটি হলো বেঁটেখাটো, বেশ গোলগাল আকৃতির। ওকে খুসি করলেই এর পরের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক ওর কাছ থেকে শুনতে পাবেন।

লোকটির কাছে প্রচুর অর্থ ছিলো এবং উকীল মশায় সে অর্থ তার হস্তচ্যুত করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। "এম্পায়ার মিউজিক হলে প্রতিরাত্রে এক গিনি করে নিয়ে সেই সমস্ত ঘটনা নিজের ভাষায় সকলকে শুনিয়েছি,— সমস্ত ঘটনা, কেবল একটি ভিন্ন।" এইরকম আরো কত কথাই অনর্গল বকে যাবে সে! ওর উৎসাহে বাধা দিয়ে হঠাৎ

যদি ওকে হাতে-লেখা তিনখণ্ড বইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন তো শুনতে পাবেন, "সত্যি বলছি, বইগুলো আমার কাছে নেই। অদৃশ্য মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে আমি যখন স্টো বন্দরের দিকে ছুটে যাই, অদৃশ্য মানুষ তখন বই তিনটে কোথাও লুকিয়ে রাখে। মিঃ কেম্পই কেমন করে সকলের মাথায় ঢুকিয়েছেন যে বই তিনটে আমার কাছেই আছে !"

এই পর্য্যন্ত বলে ও হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তার-পর চোরা দৃষ্টিতে একবার শ্রোতার দিকে তাকিয়ে নিয়ে চশমাটা নাড়াচাড়া করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে যায়।

প্রতি রবিবার সকালে, এবং প্রত্যহ রাত দশটার পর ও ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে পরম নিভৃতে, অত্যন্ত সন্তর্পণে বাদামী চামড়ায় বাঁধানো ময়লা-হয়ে-যাওয়া বই তিনটে বের করে আনে। টেবলের ওপরে বইগুলো রেখে, পাইপ ধরিয়ে, একটা ঈজিচেয়ার দখল করে ও বইগুলো নিয়ে বসে। পাতা-গুলো ওলটাতে থাকে এদিকে-ওদিকে। ওর ভ্রূজোড়া কুঁচকে যায়; ঠোঁট দুটো বেদনার অভিব্যক্তিতে কেঁপে কেঁপে ওঠে। "ওঃ, অসাধারণ বুদ্ধি ছিলো লোকটার ! কত গোপন তথ্যই না এই বই তিনটের মধ্যে লিখে গিয়েছে ! একবার যদি কোনরকমে পাঠোদ্ধার করতে পারি !

"কিন্তু ও যা' যা' করেছে আমি কক্ষণো তা করবো না। আমি শুধু—"

এক স্বপ্নের ঘোরে ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,—ওর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন !

কেম্পের, এ্যাডির শত চেষ্টা সত্ত্বেও বইগুলোর অস্তিত্বের কথা সে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছে। অদৃশ্য হবার অপূর্ব্ব প্রক্রিয়া, এবং আরো অনেক বিস্ময়কর তথ্য সেই তিনটি বইতে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, এবং সরাইয়ের মালিকের মৃত্যুর পূর্ব্বে কারো পক্ষেই তাদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে না।

শেষ

অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তীর লেখা

কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড (অনুবাদ)

মাস্টারম্যান রেডি (ঐ)

দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো

(ঐ, নীলাদ্রিশিখর বসুর সহযোগে)

দি চিলড্রেন অব্ দি নিউ ফরেস্ট (অনুবাদ)

ব্ল্যাকমেল (ডিটেকটিভ উপন্যাস)

দ্বীপান্তরের কয়েদী (ঐ)

অভ্যুদয়ের কয়েকটা বইয়ের একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

কয়েকটা বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকের সুষ্ঠু অনুবাদ আমরা একে একে প্রকাশ করছি। পুস্তকের নির্ব্বাচন এবং অনুবাদ যাতে কিশোরদের উপযোগী হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

এইচ্ জি ওয়েল্‌সের দুটো বই নিয়ে আমরা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। বই দুটি হলো '**দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো**' আর '**এইচ জি ওয়েল্‌সের গল্প**'। অতি অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তক দুটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়। এই সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে তখন আমরা প্রকাশ করি ব্যালান্টাইনের দুঃসাহসিক এ্যাড্‌ভেঞ্চার-উপন্যাস '**কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড**' এবং '**গরিলা হাণ্টার্স**।' এর পর প্রকাশিত হয় ডিকেন্সের অমর উপন্যাস '**নিকলাস নিক্‌ল্‌বি**', আর এ্যালেকজাণ্ডার ডুমা'র অপূর্ব্ব কাহিনী '**দি ব্ল্যাক টিউলিপ**'। আমাদের সম্প্রতি প্রকাশিত ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াটের '**মাষ্টারম্যান রেডি**'র অনুবাদও কিশোর মহলে বিশেষ আদর লাভ করেছে। এই সিরিজে এর পরে প্রকাশিত হচ্ছে চার্ল্‌স্ ডিকেন্সের '**গ্রেট এক্সপেক্‌টেশন্‌স্**।'

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের '**বিশালগড়ের দুঃশাসন**' 'ড্রাকুলা'র কাহিনী অবলম্বনে লেখা রোমাঞ্চকর ভৌতিক উপন্যাস। হেমেন্দ্রকুমারের প্রতিভা চরম বিকাশ লাভ করেছে তাঁর অপূর্ব্ব গ্রন্থ '**রুণু-টুনুর এ্যাড্‌ভেঞ্চার**'এ। পুস্তকটির প্রধান চরিত্রে আছে একটি হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট মেয়ে, আর একটা 'বুনো হস্তিনী, যে তাকে বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলো। এ-ধরণের উপন্যাস বাঙলা ভাষায় এই প্রথম। হেমেন্দ্রকুমারের আর

একটি উল্লেখযোগ্য বই হলো **'সুলুসাগরের ভুতুড়ে দেশ'**। বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মাণিক, রামহরি, বাঘা, সুন্দরবাবু সবাই আছে এতে। অভিনব কিশোর-রচনা হিসেবে হেমেন্দ্রকুমারের **'হত্যা এবং তারপর'**ও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। হেমেন্দ্র-কুমারের পরবর্ত্তী বই হচ্ছে কয়েকটি ভৌতিক গল্পের সমষ্টি। বইটির নাম, **'জাগ্রত হৃদ্‌পিণ্ড।'** নাম শুনে ভয় করছে কি ?

যে-কয়জন কিশোর-সাহিত্যিক সযত্নে গতানুগতিকতা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেন, তাদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় সুকুমার দে সরকারের। জীবজন্তুর জীবন নিয়ে গল্প জমাতে সুকুমারবাবু যে অদ্বিতীয়, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। সুন্দর প্রচ্ছদপট ও অপূর্ব্ব ছবির সমারোহ নিয়ে সুকুমারবাবুর নতুন উপন্যাস **'ময়ূরকণ্ঠী বন'** কিছুদিন হলো লোভনীয় আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুকুমারবাবুর **'চব্বিশে এপ্রিল, চুপ'** বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা এক অপূর্ব্ব রহস্য-উপন্যাস। তাঁর ঘটনাবহুল রহস্য-উপন্যাস **'নিশাচর'**ও এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রহস্যভেদী কিরীটি রায়ের নাম জানেনা, এমন পাঠক বাঙলা কিশোর-মহলে নেই। কিরীটি রায়ের সূচ্যগ্র বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্য উপন্যাস **'অদৃশ্য কালো হাত'** পুস্তকে।

অতি-আধুনিক রহস্য-উপন্যাসের ক্ষেত্রে মণিলাল অধিকারী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন। গোয়েন্দা শোকহরণ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে পাঠককে মণিবাবুর **'ভ্যাম্‌পায়ার'** আর **'রক্তাভ-বুদ্ধ'** প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তীর 'ব্যাকমেল' ও 'দ্বীপান্তরের কয়েদী,' এবং রবি সেনের 'রক্তপিপাসু' ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠকদের বিশেষ আনন্দ দেবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

শিব্রাম চকরবরতির 'আমার ভালুক-শিকার' কার্টুন-সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবার জন্য তোড়তোড় করছে।

সুনির্ম্মল বসুর ছড়ার বই 'রঙীন হাসি' ও মণিলাল অধিকারীর গল্পের বই 'খোকাখুকুর আসর' শিশুমহলে যথেষ্ট আদর পেয়েছে। দুটি পুস্তকই চিত্রবহুল, দু'রঙে ছাপা এবং যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত।